সবা প্রকাশনা

মাসুদ রানা

হারানো আটলান্টিস

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম খণ্ড

মাসুদ রানা

হারানো আটলান্টিস

[প্রথম খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিশ্বাস করলে ঠকবেন না। গল্পটা আসলে শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৭১২০ সালে—আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে। ২০০১ সালে এসে দেখা যাচ্ছে কারা যেন প্রাচীন লিপি, অব্‌সিডিয়ান খুলি, মহাকাশের মানচিত্র ইত্যাদি খুঁজে পাওয়ামাত্র আর্কিওলজিস্টদের মেরে ফেলছে। তারপর ছাপ্পান্ন বছর পর ফিরে এল ভৌতিক একটা সাবমেরিন. মাসুদ রানাকে লক্ষ্য করে শেল ছুঁড়ছে। তদন্ত শুরু করে অবিশ্বাস্য একটা রহস্যের জট খুলছে রানা।

কী যেন আসছে! কী যেন ঘটবে! দুঃখিত, এখনও ঠিক বলতে পারছি না কেউ আমরা বাঁচব কিনা!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৩৫৭

হারানো আটলান্টিস

[প্রথম খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

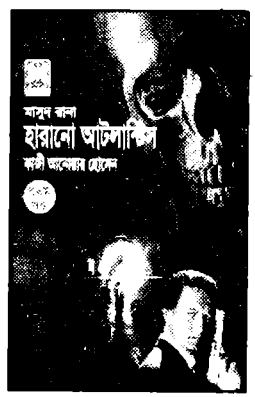

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

উনচল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7357-6
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৫
রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩
Masud Rana-357
HARANO ATLANTIS
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম *মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা কালো নকশা *কালনাগিনী *বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ *মরুকন্যা *রেড ড্রাগন *বিষচক্র *শয়তানের দ্বীপ*মাফিয় ডন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

সময়: খ্রিস্টপূর্ব ৭১২০ সাল। স্থান: আজ সবাই যে জায়গাটাকে কানাডার হাডসন বে বলে জানে।

বিপদটা এল অনেক দূর থেকে। আকাশ থেকে পড়া একটা বস্তু, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মতই পুরানো, স্পষ্ট কোন আকৃতি নেই; অনন্ত নীলিমার মহাগহ্বরে বিপুল বরফ, পাথর, ধুলো আর গ্যাস দিয়ে তৈরি হয়েছে চারশো কোটি ষাট লক্ষ বছর আগে, সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলো যখন জন্ম নিচ্ছিল ছড়ানো কণাগুলো ঠাণ্ডায় জমে এক মাইল ডায়ামিটারের নিরেট পিণ্ডে পরিণত হওয়া মাত্র মহাকাশের মহাশূন্যতার ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে শুরু হলো ওটার নিজস্ব কক্ষপথ ধরে ভ্রমণ; এখন ওটা দূরবর্তী সূর্যকে এক পাক ঘুরে আসবে, তারপর আবার আরও দূরের কয়েকটা নক্ষত্রের দিকে রওনা হয়ে পাড়ি দেবে কমবেশি অর্ধেক পথ, প্রতিবার আসা আর যাওয়ায় পেরিয়ে যাবে কয়েক হাজার বছর।

ধূমকেতুটির মজ্জা বা নিউক্লিয়াস হলো জমাট পানি, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন গ্যাস আর মেটালিক রক-এর এবড়োখেবড়ো টুকরো। তুষারের তৈরি নোংরা একটা বল বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের হাত ছুঁড়ে দিয়েছে মহাশূন্যে।'তবে সূর্যটাকে চক্কর দিয়ে ফিরতি পথ ধরার সময় ওটার নিউক্লিয়াস সোলার রেডিয়েশনের সংস্পর্শে রিয়্যাক্ট করলে আশ্চর্য একটা রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়

নোংরা কদাকার ধূমকেতুটি হয়ে ওঠে বিস্ময়কর সৌন্দর্যের আধার।

সূর্যের উত্তাপ আর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি শোষণ করার সময় ওটার গায়ে লম্বা একটা কমা চিহ্ন তৈরি হয়, ধীরে ধীরে সেটা হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড একটা আলোকিত লেজ, বাঁকা রেখার মত সেই নীল লেজ নিউক্লিয়াসের পিছনে নয় কোটি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। আকারে তার চেয়ে ছোট, সাদা ধুলোর তৈরি আরেকটা লেজ তৈরি হয়, দশ লাখ মাইল লম্বা, বড় লেজটির কিনারা থেকে পাক খেয়ে বেরিয়ে আসে মাছের পাখনার মত।

প্রতিবার সূর্যকে পাশ কাটাবার সময় ধূমকেতুটি কিছুটা করে বরফ হারায়, ফলে নিউক্লিয়াস ছোট হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত, পরবর্তী দুই কোটি বছরে, সব বরফ খুইয়ে ভেঙে পড়বে ওটা, পরিণত হবে ধুলোর মেঘ আর ছোট উল্কারাশিতে। ভবিষ্যতে আর কখনও ওটা সৌর জগতের বাইরে থেকে চক্কর দিয়ে আসবে না বা পাশ কাটাবে না সূর্যকে। কপালের লিখন দূর মহাশূন্যের কালো অন্ধকারে ধীরে ধীরে মৃত্যুরবণ করা নয়, ওটার জীবন-প্রদীপ নিভে যাবে অতি দ্রুত মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। তবে এবার, চলতি কক্ষপথ ভ্রমণের সময়, বৃহস্পতি গ্রহকে নয় লাখ মাইল দূর থেকে পাশ কাটিয়ে আসায় দেখা দিয়েছে একটা বিপত্তি। বৃহস্পতির প্রচণ্ড মহাকর্ষ শক্তি নিজের পথ থেকে খানিকটা সরিয়ে দিয়েছে ওটাকে। নতুন পথটি সোজা চলে গেছে সূর্যের তৃতীয় গ্রহের দিকে। ফলে একটা সংঘর্ষ ঘটতে যাচ্ছে। তৃতীয় ওই গ্রহটির বাসিন্দারা নিজেদেরকে মানুষ বলে। গ্রহটাকে বলে পৃথিবী।

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ থেকে ঘণ্টায় এক লক্ষ ত্রিশ মাইল গতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়ল ওটা, মাধ্যাকর্ষণের কারণে প্রতি মুহূর্তে গতি আরও বাড়ছে। দশ মাইল চওড়া, কাঁপা কাঁপা একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই চার শো কোটি টন

ওজনের ধূমকেতু তার অসম্ভব গতির কারণে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ভাঙতে শুরু করল। সাত সেকেন্ড পর প্রচণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো ওটা, ভয়াবহ বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে আঘাত করল পৃথিবীর বুকে। গতি থেকে উৎসারিত শক্তির বিস্ফোরণে পানি আর মাটি বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ যে গহ্বরটি তৈরি হলো তার ভিতর দশটা সেইন্ট মার্টিন দ্বীপ ঢুকে যাবে।

প্রচণ্ড এক সাইজমিক শকে নড়ে উঠল পৃথিবী, মাপার উপায় থাকলে ১২.০ মাত্রার ভূমিকম্পের সমান বলে দাবি করা যেত, যদিও রিখটার স্কেলে মাত্র ৮ পর্যন্ত মাপার ব্যবস্থা আছে–সেটাও আবিষ্কার হতে এখনও সাত হাজার বছর বাকি। কয়েক মিলিয়ন টন পানি, তলানি আর আবর্জনা বিস্ফোরিত হলো উপর দিকে। বায়ুমণ্ডলে বিরাট এক গর্ত তৈরি হয়েছে, সেটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বৃষ্টির মত আবার নীচে পড়ার সময় ওগুলোর সঙ্গী হলো কয়েক মিলিয়ন টন খণ্ড-বিখণ্ড পাথর, জ্বলন্ত উল্কা। খেপা একটা অগ্নিঝড় দুনিয়ার সমস্ত বনভূমি ধ্বংস করে দিল। হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো, তরল লাভার সাগর ডুবিয়ে দিল লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা। বায়ুমণ্ডলে এত বেশি ধোঁয়া আর জঞ্জাল ছড়িয়েছে যে, প্রায় এক বছর পৃথিবীর কোথাও থেকে সূর্যকে দেখা গেল না, ফলে তাপমাত্রা নেমে এল শূন্য ডিগ্রির নীচে, সেই সঙ্গে পৃথিবী ডুব দিল গভীর অন্ধকারে। দুনিয়ার প্রতিটি কোণে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে। বরফ ঢাকা বিশাল সব প্রান্তরে আর উত্তরের সমস্ত হিমবাহর তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়াল নব্বুই থেকে একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট, ফলে ধাঁ-ধাঁ করে গলে গেল বরফ। গ্রীষ্মপ্রধান আর নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বেড়ে ওঠা জীবজন্তু আর পশুপাখি রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। অনেক প্রাণী, যেমন হাতি, গরমকালের উষ্ণতায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় জমে গেল বরফের মত, পাতা আর ফুল এখনও হজম হয়নি পেটে। একই অবস্থা

হলো গাছগুলোরও। সংঘর্ষের ফলে সাগর থেকে যে-সব মাছ উপর দিকে ছুটে গিয়েছিল সেগুলো কালো হয়ে ওঠা আকাশ থেকে কয়েকদিন ধরে ঝরে পড়ল।

পাঁচ থেকে দশ মাইল উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ল মহাদেশগুলোর উপর। তটরেখা বদলে গেল, ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সমস্ত কল্পনাকে। নিচু উপকূলীয় এলাকা ডুবিয়ে দিয়ে কয়েকশো মাইল ভিতরে ঢুকে পড়ল পানি, সামনে যা কিছু পেল সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। নিচু এলাকা ঢাকা পড়ে গেল সাগরতল থেকে উঠে আসা আবর্জনা আর তলানিতে। বিপুল জলরাশি শুধু পাহাড়ের গোড়ায় বাধা পেয়ে থমকাল, তারপর ধীরগতিতে ধরল ফিরতি পথ। তবে ফেরার সময়ও কিছু কম দেখাল না—বহু নদীর পথ বদলে দিল, আগে যেখানে ছিল না সেখানে দেখা গেল সাগর তৈরি হয়েছে, বড় বড় অনেক লেক পরিণত হয়েছে মরুভূমিতে।

চেইন রিয়্যাকশন যেন থামবে না!

বিরতিহীন গুরুগম্ভীর চাপা গর্জন তুলে বাতাস লাগা নারকেল গাছের মত নুয়ে পড়ছে পাহাড়গুলো, ঢাল বেয়ে নেমে আসছে পাথর ধস। সাগর আর সমুদ্র উঠে আসায় মরুভূমি আর খোলা প্রান্তর ডুবে গিয়েছিল, পাহাড়ের গোড়ায় বাধা পেয়ে সেই বিপুল জলরাশি ফুলে উঠল, তারপর আবার বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। ধূমকেতু আঘাত করার ফলে ভূ-ত্বক অকস্মাৎ বিপুল পরিমাণে স্থানচ্যুত হয়েছে। বাইরের স্তর (প্রায় চল্লিশ মাইল পুরু) আর তপ্ত তরল মজ্জার উপর বিছিয়ে থাকা আবরণ তুবড়ে আর মুচড়ে গেল। যেন অদৃশ্য কোন হাতের কারসাজিতে সবটুকু ভূ-ত্বক একটা ইউনিট হয়ে নড়ে উঠল।

সবগুলো মহাদেশকে ঠেলে দেওয়া হলো নতুন লোকেশনে। নিচু পাহাড় উঁচু হয়ে বিরাট পর্বতে পরিণত হলো। প্রশান্ত মহাসাগরের পুরানো সমস্ত দ্বীপ গায়েব হয়ে গেল, সেগুলোর বদলে মাথাচাড়া দিল নতুন সব দ্বীপ। অ্যান্টার্কটিকা আগে ছিল

চিলির পশ্চিমে, জায়গা বদলে সরে গেল দু'হাজার মাইল দক্ষিণে, ক্রমে বেড়ে ওঠা বরফের মোটা চাদরে দ্রুত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে, ভারত মহাসাগরের পানিতে প্রচুর বরফ ভেসে থাকত, আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠায় সে-সব গলে গেল। একই পরিণতি হলো সাবেক উত্তর মেরুরও, যেটার বিস্তার ছিল গোটা উত্তর কানাডা জুড়ে। নতুন মেরু প্রদেশ বরফের মোটা স্তর উৎপাদন শুরু করল এমন এক জায়গায় যেখানে আগে ছিল খোলা সমুদ্র।

প্রকৃতি আর আবহাওয়ার খিঁচুনি, মোচড়, আক্ষেপ আর বিক্ষেপ বিরতিহীন চলতেই থাকল, এ যেন কোনদিন আর থামবে না। পৃথিবীর মোটা বাইরের স্তরের স্থানচ্যুতি একের পর এক প্রলয়ঙ্করী ঘটনার জন্ম দিল। আগের আইস ফিল্ড অকস্মাৎ গলে গেছে, সেই সঙ্গে প্রায় সমস্ত হিমবাহ গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় সরে যাওয়ায় সাগরগুলোর উচ্চতা চারশো ফুট বেড়ে গেল, ধূমকেতুর সংঘর্ষে তৈরি টাইডাল ওয়েভে আগেই বিধ্বস্ত বিশাল এলাকা ডুবে গেল নতুন করে। শুকনো খটখটে একটা প্রান্তর ব্রিটেনকে জুড়ে রেখেছিল সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে সেটা এখন একটা দ্বীপ; একই সময়ে একটা মরুভূমি, ভবিষ্যতে যেটা পারশিয়ান গালফ নামে পরিচিত হবে, আকস্মিক প্লাবনে ডুবে গেল। নীল নদের প্রবাহ অসংখ্য উপত্যকাকে উর্বরতা দান করছিল, তারপর পশ্চিমে এগিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছিল, কিন্তু এখন সেটা থেমে গেল হঠাৎ গজানো ভূমধ্যসাগরে।

সর্বশেষ বরফ যুগের শুরু ও শেষটা এরকমই ছিল।

দুনিয়া জুড়ে সমুদ্রের অবস্থান ও প্রবাহে নাটকীয় পরিবর্তন আসায় পৃথিবীর আহ্নিকগতির ভারসাম্যে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হলো। পৃথিবীর অক্ষ সাময়িকভাবে দুই ডিগ্রি সরে গেল, কারণ উত্তর আর দক্ষিণ মেরু স্থানচ্যুত হয়ে নতুন ভৌগোলিক অবস্থানে

চলে গেছে, ফলে ভূমণ্ডলের চারপাশের সেন্ট্রিফিউগল গতিতে পরিবর্তন ঘটল। তরল হওয়ায়, পৃথিবী আরও তিনটে আবর্তন শেষ করার আগেই, পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিল সাগরগুলো। কিন্তু ভূমি অত দ্রুত রিয়্যাক্ট করতে পারল না। ভূমিকম্প চলতে থাকল মাসের পর মাস।

নির্দয় হিংস্র ঝড় দাপিয়ে বেড়াল চরাচর, পরবর্তী আঠারো বছর মাটিতে যা কিছু দাঁড়িয়ে ছিল সব ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে ফেলল। তারপর বন্ধ হলো দুই মেরুর কাঁপন, অক্ষদণ্ডের নতুন নিয়মে বাঁধা ঘূর্ণনের সঙ্গে মানিয়ে নিল নিজেদেরকে। এক সময় সাগরের লেভেল স্থির হলো, ফলে নতুন তটরেখা তৈরি হতে আর কোন বাধা থাকল না, সেই সঙ্গে আবহাওয়া আর জলবায়ু ক্রমশ স্বাভাবিক হতে থাকল। তবে পরিবর্তনগুলো হয়ে গেল স্থায়ী। রাত আর দিনের মাঝখানে সময়ের ক্রম বদলে গেল, বছর থেকে কমে গেল দুটো দিন। পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডও বিপর্যস্ত হলো, উত্তর-পশ্চিমে সরে গেল একশো মাইলেরও বেশি।

কয়েকশো, কিংবা হয়তো কয়েক হাজার বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু আর মাছ তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুই আমেরিকা মহাদেশ থেকে এক কুঁজ বিশিষ্ট উট, হাতি, ঘোড়া আর দৈত্যাকার স্লোথ হারিয়ে গেল। অদৃশ্য হলো দাঁতাল বাঘ, ডানার পঁচিশ ফুট বিস্তার নিয়ে প্রকাণ্ড পাখি, আর একশো বা তারও বেশি পাউন্ড ওজনের জীবজন্তু; বেশির ভাগ মারা গেল ধোঁয়া আর আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসে দম আটকে।

আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়নি যে-সব গাছপালা আর গুল্ম-লতা, সেগুলো মারা গেল রোদের অভাবে। সব শেষে দেখা গেল পৃথিবীর সব ধরনের প্রাণের শতকরা পঁচাশি ভাগ নিঃশেষ হয়েছে প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়, পাথর-ধস আর বায়ুমণ্ডলে ছড়ানো বিষে।

মানব সমাজ ছিল কোথাও কোথাও অত্যন্ত উন্নত আর প্রগতিশীল, অসংখ্য সমৃদ্ধ সংস্কৃতি স্বর্ণযুগে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছিল–মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে-সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। দুনিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ–পুরুষ, নারী ও শিশু শিকার হলো বীভৎস মৃত্যুর। বৈচিত্র্যময় যে-সব সভ্যতা বিকশিত হতে যাচ্ছিল, সেগুলোর চিহ্নমাত্র রইল না; অল্প কিছু মানুষ ভাগ্যগুণে প্রাণে বেঁচে গেলেও ঝাপসা স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকল না তাদের। হঠাৎ ধ্বংস হয়ে গেছে দশ হাজার বছরের পুরানো সভ্যতা। রাজা-রানি, আর্কিটেক্ট, রাজমিস্ত্রি, শিল্পী আর বীরযোদ্ধারা হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। তাদের কীর্তি আর ব্যক্তিগত সম্পদ নতুন সাগরের গভীর তলদেশে হারিয়ে গেছে; প্রাচীন সেই সভ্যতার হয়তো অল্প কিছু নমুনা এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকতে পারে।

নগণ্য সংখ্যক কিছু মানুষ বেঁচে যায় সময়মত উঁচু পাহাড়ী এলাকায় উঠে আসতে পেরেছিল বলে। পাথুরে গুহায় আশ্রয় নিয়ে দুনিয়াজোড়া মহা আলোড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে তারা। তাদের এই সময়টাকে নতুন একটা অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে, স্থায়ী হয়েছিল দুই হাজার বছর। ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে মানুষ, দালান-কোঠা বানাতে শুরু করে, মেসোপটেমিয়া আর মিশরে আবার গড়ে তোলে শহর ও সভ্যতা।

তবে সেই প্রাচীন সভ্যতার বেঁচে যাওয়া মুষ্ঠিমেয় কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি, যারা সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার অধিকারী ছিল, নিজেদের সভ্যতা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে বুঝতে পেরে প্রকাণ্ড আকারের পাথরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজিয়ে পরবর্তী সভ্যতাকে কিছু বার্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। সে-সব বার্তায় আভাস দেওয়া হয়েছে কেমন ছিল তাদের সভ্যতা, কীভাবে তা ধ্বংস হলো; বিপদটা যে আবার আসতে পারে সে-ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে।

এত মৃত্যু আর সর্বনাশ ধ্বংসকাণ্ডের জন্য দায়ী নোংরা বরফের একটা তাল বা স্তূপ, আকার-আয়তনে মাঝারি একটা

মফস্বল শহরের চেয়ে বড় নয়। ধূমকেতুটি পৃথিবীর বুকে আক্ষরিক অর্থে মরণ আঘাত হেনেছিল। এরকমই আঘাত হেনেছিল একটা উল্কাপিণ্ড, ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে। সেবার দুনিয়ার বুক থেকে ডায়নোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ধূমকেতুকে ঘিরে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে অনেক কুসংস্কার জন্ম নিয়েছে। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, খরা, মহামারী থেকে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জন্য ধূমকেতুকে দায়ী করা হত। তবে আধুনিক যুগের মানুষ বুঝতে শিখেছে ধূমকেতু স্রেফ প্রকৃতির একটা বিস্ময় মাত্র, বিচিত্র রঙধনু বা অস্ত-গামী সূর্যের দ্বারা সোনালি রং করা মেঘের মত।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে যে কল্পিত প্লাবন আর অন্যান্য দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে, এই একটি মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে সবগুলো একই সুতোয় গাঁথা। প্রাচীন সভ্যতা, যেমন সেন্ট্রাল আমেরিকার ওলমেকস্, মায়ান আর অ্যাজটেক সভ্যতারও বেশ কিছু কিংবদন্তিতে সর্বনাশা মহা আলোড়ন বা বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে। গোটা আমেরিকা জুড়ে ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রচলিত গল্পে জানা যায় বিপুল পানি এসে তাদের এলাকা ডুবিয়ে দিয়েছিল। চিনা আর আফ্রিকানরাও প্লাবনের কথা বলে।

তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে কিংবদন্তি সারা দুনিয়ার লোকের মুখে মুখে শোনা গেছে, সৃষ্টি করেছে গভীর রহস্য আর কৌতূহল, সেটা হলো হারানো সভ্যতা–আটলান্টিস।

দুই

সেপ্টেম্বর ৩০, ১৮৫৮।

স্টেফ্যানসন বে, অ্যান্টার্কটিকা।

লিলিয়ানা ফ্লেচার জানে, হাঁটা বন্ধ করলে নির্ঘাত মারা যাবে। ক্লান্তির প্রায় চরমে পৌঁছে গেছে, এগোচ্ছে শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির চেয়ে অনেক নীচে, তবে কাপড়চোপড় ভেদ করে গায়ের চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে ঝড়ো বাতাসের ধারাল দাঁত। মারাত্মক ঝিমুনির ভাব আলগোছে গ্রাস করছে তাকে, ধীরে ধীরে কেড়ে নিচ্ছে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। যন্ত্রচালিত পুতুলের মত থেমে থেমে এগোচ্ছে সে। আইস ফিল্ডের খাঁজে বা ফাটলে পা বেধে যাওয়ায় হোঁচট খাচ্ছে প্রায়ই। নিঃশ্বাস ফেলছে দ্রুত, যেন অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট ছাড়াই হিমালয়ের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করছে কোনও পর্বতারোহী

দৃষ্টিসীমা না থাকারই মত, কারণ প্রবল বাতাসের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে তুষার কণার তৈরি প্রায় নিশ্ছিদ্র মেঘ। ফার দিয়ে কিনারা মোড়া পারকা পরে আছে লিলিয়ানা, তার ভিতরে উলের তৈরি একটা স্কার্ফ মুখটাকে জড়িয়ে রেখেছে। সেই স্কার্ফের ভিতর থেকে চোখ দুটোকে খুব কমই বের করছে সে, তা সত্ত্বেও তুষার কণার আঘাত লেগে ফুলে উঠেছে ওগুলো, রঙ হয়ে উঠেছে টকটকে লাল। আরেকবার তাকাতে হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা, কারণ ঝড়ের উপরে ঝলমলে নীল আকাশ আর চোখ ধাঁধানো সূর্য দেখতে পেল সে। পরিচ্ছন্ন আকাশের নীচে অন্ধ করে দেওয়া

তুষার ঝড় অ্যান্টার্কটিকায় অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অদ্ভুত হলেও সত্যি, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে তুষারপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। পরিবেশ এমন অবিশ্বাস্য মাত্রায় ঠাণ্ডা, বায়ুমণ্ডল পানির বাষ্প ধারণ করতে পারে না, কাজেই তুষারপাত এখানে নেহাতই বিরল ঘটনা। সারা বছরে গোটা মহাদেশে পাঁচ ইঞ্চির বেশি তুষারপাত হয় না। ভূপৃষ্ঠে আগে থেকে জমা কিছু তুষার আসলে কয়েক হাজার বছরের পুরানো। সাদা বরফের উপর তির্যক একটা কোণ থেকে পড়ে রোদ, তার উত্তাপ প্রতিফলিত হয়ে শূন্যে ফিরে যায়, এটাই বিশেষ ভাবে অবদান রাখে অসাধারণ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা তৈরিতে।

উঁচু-নিচু আইস ফিল্ড ধরে হাঁটার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ার বিপদটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। গোড়ালি বা পায়ের একটা হাড় ভাঙলে বাঁচার কোন আশা নেই। নড়াচড়া থেমে গেলে হামলা করবে ফ্রস্টবাইট। শরীর সুরক্ষিত হলেও, ভয় হচ্ছে মুখটাকে নিয়ে। গাল বা নাকে ক্ষীণ একটু অস্বস্তি বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চেপে ঘষতে শুরু করে সে, রক্ত চলাচল যাতে বন্ধ না হয়। স্বামীর ছয়জন ক্রুকে ফ্রস্টবাইটের শিকার হতে দেখেছে লিলিয়ানা, তাদের দু'জন পায়ের আঙুল হারিয়েছে, একজন খুইয়েছে কান।

ভাগ্যই বলতে হবে যে তুষার ঝড় নিস্তেজ হয়ে আসছে। হারিয়ে যাওয়ার পর আগের চেয়ে এখন দ্রুত হাঁটতে পারছে সে। কানের পাশে এখন আর বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে না। পায়ের নীচে বরফ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

পনেরো ফুট উঁচু ছোট একটা বরফের পাহাড়ে উঠে এল লিলিয়ানা। ক্রল করে এটুকু উঠতেই হাঁপিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার পর মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিল সে। সঙ্গে ঘড়ি না থাকায় তার কোন ধারণা নেই স্বামীর হোয়েলিং শিপ 'সি হর্স' থেকে নেমে আসার পর ক' ঘণ্টা পেরিয়েছে।

প্রায় ছ'মাস হতে চলেছে জমাট বাঁধা বরফের রাজ্যে আটকা পড়ে আছে তাদের জাহাজ সি হর্স। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য প্রতিদিন আইস ফিল্ডে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে লিলিয়ানা, সারাক্ষণ খেয়াল রাখে চোখ তুললেই যেন জাহাজ আর ক্রুদের দেখতে পাওয়া যায়। আজ সকালে জাহাজ থেকে নামার সময় আকাশ ছিল পরিষ্কার ঝকঝকে। কিন্তু কিছু দূর আসার পর হঠাৎ শুরু হলো প্রবল ঝড়। প্রায় চোখের পলকে চারদিক ঢাকা পড়ে গেল সাদা তুষারে। এক মিনিটও কাটেনি, অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজটা। সেই থেকে আইস প্যাকে অন্ধের মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

মেয়েদেরকে নিয়ে তিমি শিকারে বেরুবার রীতি না থাকলেও, স্ত্রী জিদ ধরায় মরিস ফ্লেচার বাধ্য হয়েই এবার তাকে অ্যান্টার্কটিকায় নিয়ে এসেছে। টেনে-টুনে কোন রকমে পাঁচ ফুট হবে লিলিয়ানা, তবে যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ, সেই সঙ্গে কষ্টসহিষ্ণুও বটে, জিদ ধরার পিছনে যুক্তি ছিল স্বামীকে ছেড়ে তিন-চার বছর একা কাটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

নিজেদের ছোট্ট কেবিনে এরইমধ্যে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে লিলিয়ানা, নাম রেখেছে সিডনি। স্বামীকে এখনও জানায়নি, দু'মাস হলো আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে সে। জাহাজের ক্রুরা পছন্দ করে তাকে, কয়েকজন নিয়মিত লেখাপড়া শিখছে তার কাছে। জাহাজের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আহত হলে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে লিলিয়ানা।

একশো বত্রিশ ফুট লম্বা সি হর্সের কার্গো বহনের ক্ষমতা তিনশো ত্রিশ টনের কাছাকাছি। ক্রুদের জন্য তিন বছরের রসদ নিয়ে স্যানফ্রান্সিসকো থেকে রওনা হয়েছিল জাহাজটা।

অ্যান্টার্কটিক সার্কেলের কাছাকাছি পৌঁছে ছয়টা তিমি শিকার করে ক্রুরা,তারপর সি হর্স রওনা হয় দুই তীরের মধ্যবর্তী খোলা

পানি ধরে, প্রায়ই তাদেরকে পাশ কাটাতে হয় অসংখ্য হিমশৈলকে। তারপর, মার্চ মাসের শেষ হপ্তায়, সাগরের পানি অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে জমাট বাঁধতে শুরু করল, নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার আগেই প্রায় চার ফুট পুরু হয়ে উঠল সদ্য তৈরি বরফের স্তর। তারপরও সি হর্স হয়তো পালিয়ে পরিষ্কার পানিতে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু হঠাৎ বাতাস দিক বদলে ফেলায় জাহাজ তীরের দিকে পিছু হটতে শুরু করল। পালাবার কোন পথই আর খোলা পাওয়া গেল না। আকারে জাহাজের চেয়ে বড় অসংখ্য বরফ চাপ দিচ্ছে, সি হর্সের ক্রুরা অসহায় দর্শকের মত দেখল ঠাণ্ডা ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে তারা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দৃষ্টি সীমার ভিতর পানির কোন অস্তিত্ব থাকল না, সব বরফ হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চলে গেছে বরফের দখলে। নিরেট তীর থেকে দু'মাইল দূরে নোঙর ফেলল ক্রুরা, তা না হলে বরফের তৈরি দৈত্যগুলো তীরের সঙ্গে চেপে ধরত, ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলত গোটা জাহাজ

বরফের নড়াচড়া বন্ধ হওয়ায় বিপদ হয়ে দেখা দিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হোল্ডে প্রচুর তিমির চর্বি আছে, সেই চর্বির সাহায্যে সলতে জ্বেলে জ্বেলে শীত তাড়াবার ব্যবস্থা করা হলো। স্টোরে রসদেরও কোন অভাব নেই, গোটা শীতকালটা স্বচ্ছন্দেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে

আইস ফিল্ডের বরফ নড়াচড়া বন্ধ করলেও, ফ্লেচার জানে এক সময় মাঠটা তোবড়াতে শুরু করবে, তারপর মোচড় দিয়ে ভাঙবে। সেই ভাঙনের মধ্যে পড়ে, কিংবা প্রকাণ্ড কোন হিমবাহর চাপে সি হর্সের খোল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। বরফ ঢাকা তীরে বাচ্চাকে নিয়ে তার বউ বাঁচার চেষ্টা করছে আরেকটা জাহাজ এদিকে না আসা পর্যন্ত, এটা কল্পনা করে শিউরে ওঠে সে। গরমকালে জাহাজ এদিকে আসবেই এমন কোন কথা নেই।

তারপর আছে রোগ-ব্যাধি। সাতজন ক্রুর শরীরে স্কার্ভির

লক্ষণ দেখা গেছে। তবে স্বস্তিকর ব্যাপার হলো পোকামাকড় আর ইঁদুরগুলো মরে গেছে ঠাণ্ডায়।

এই মুহূর্তে নিজের কেবিনে বসে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ফ্লেচার। যেদিক থেকেই বিবেচনা করুক, উৎসাহ বোধ করার কিছু দেখছে না সে।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল হিম তুষার ঝড়। কিন্তু দিগন্তে চোখ বুলাবার সময়, হতাশায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা হলো লিলিয়ানার। সি হর্সকে দেখতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু তার কাছ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সেটা। কালো খোল বরফে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, তবে প্রকাণ্ড প্রধান মাস্তুলের মাথায় আমেরিকান পতাকাটা পরিষ্কার উড়তে দেখছে সে। চোখে দেখেও তার বিশ্বাস হচ্ছে না এতটা দূরে চলে এসেছে।

আইস ফিল্ড খালি নয়। সারফেসে খুদে বিন্দু নড়াচড়া করতে দেখছে লিলিয়ানা। বুঝতে পারল ওগুলো মানুষ, তার স্বামী আর ক্রুরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। দাঁড়াতে যাবে, এই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটা জিনিস ধরা পড়ল চোখে।

ভাসমান একজোড়া দৈত্যাকার আইস ফিল্ডের মাঝখানে ঝুলে রয়েছে আরেকটা জাহাজের মাস্তুল।

জাহাজটার তিনটে মাস্তুল আর রিগিং অক্ষত বলেই মনে হচ্ছে। ভৌতিক একটা জাহাজই বলতে হবে। অত্যন্ত পুরনো। প্রকাণ্ড গোল আকৃতির পিছনটায় জানালা দেখা যাচ্ছে। জাহাজের বাইরে ঝুলে রয়েছে কোয়ার্টার গ্যালারি। লিলিয়ানা আন্দাজ করল জাহাজটা একশো চল্লিশ ফুট লম্বা হবে। সে তার দাদুর বেডরুমে এ-ধরনের জাহাজের পেইন্টিং দেখেছে। সন্দেহ নেই এটা একটা আটশো টনী ব্রিটিশ ইন্ডিয়াম্যান, আঠারো শতকের শেষদিকে তৈরি।

ইন্ডিয়াম্যানের দিকে পিছন ফিরে স্বামী আর ক্রুদের দৃষ্টি

আকর্ষণের জন্য স্কার্ফ নাড়তে শুরু করল লিলিয়ানা। চোখের কোণে বরফের উপর ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ায় ফ্লেচার তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দিল। সবাই তারা লিলিয়ানার দিকে ছুটে আসছে, সবার আগে ক্যাপটেন ফ্লেচার। বিশ মিনিটের মধ্যে তার কাছে পৌঁছে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করল তারা।

স্ত্রীকে কাঁধে তুলে জাহাজের দিকে রওনা হলো ফ্লেচার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গরম সুপ খাওয়াতে চায়। 'পরে,' স্বামীকে বলল লিলিয়ানা, প্রায় জোর করে তার কাঁধ থেকে নেমে হাত লম্বা করল ইন্ডিয়াম্যানের দিকে। 'আমি আরেকটা জাহাজ খুঁজে পেয়েছি।'

ফ্লেচার সহ ক্রুরা সবাই তাকাল সেদিকে। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে প্রথমে নীরবতা ভাঙল সি হর্সের ফার্স্ট মেট লেসটার। 'ক্যাপটেন, ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করা দরকার। ওটায় এখনও হয়তো রসদ আছে, সারভাইভ করার জন্যে লাগতে পারে আমাদের।'

ফ্লেচার ভারী গলায় বলল, 'ওটা সম্ভবত আশি বছরের পুরনো।'

'তাতে কী। ঠাণ্ডায় সব জিনিসই ভাল থাকার কথা,' মনে করিয়ে দিল লিলিয়ানা।

ফ্লেচার অনুমতি দেওয়ার পর ক্রুরা ছুটল ইন্ডিয়াম্যানের দিকে। কাছে পৌঁছে দেখা গেল খোলের গায়ে বরফ জমে আছে। তাতে জাহাজের উপর চড়তে সুবিধেই হলো। স্ত্রী আর ক্রুদের নিয়ে পাতলা বরফে মোড়া কোয়ার্টারডেকে উঠে এল ফ্লেচার। ক্রুদের একজন বিড়বিড় করে বলল, 'স্বপ্নেও ভাবিনি কোন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়াম্যানের ডেকে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হবে আমার। ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগছে, এই জাহাজ তৈরি হয়েছে আমার দাদুর জন্মেরও আগে।'

ফ্লেচার বলল, 'চল্লিশ ফুট চওড়া, একশো পঞ্চাশ ফুট লম্বা। নয়শো টনী।'

টেমস নদীর শিপইয়ার্ডে প্যাসেঞ্জার আর কার্গো বহনের জন্য তৈরি করা হলেও, বোম্বেটেদের হামলা ঠেকাবার কথা মনে রেখে ডেকে কামান বসাবার ব্যবস্থাও করা হয়।

'কেমন অদ্ভুত লাগছে,' ফার্স্ট মেট বলল। 'ডেকে যা যা থাকার কথা সবই আছে, নেই শুধু ক্রুরা। যেন বরফে আটকা পড়ার আগেই জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে তারা।'

'তাতে আমার সন্দেহ আছে,' বলল ক্যাপটেন ফ্লেচার। 'লাইফবোটগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানেই রয়েছে।'

'ঈশ্বরই বলতে পারবে ডেকের নীচে কী দেখব আমরা।'

'চলো তা হলে, এখনই দেখে আসি,' বলল লিলিয়ানা, রীতিমত উত্তেজিত।

ফার্স্ট মেট তিনজনকে নিয়ে কার্গো হোল্ড আর ক্রুদের কোয়ার্টার তল্লাশি করতে গেল। বাকি সবাইকে নিয়ে ফ্লেচার রওনা হলো প্যাসেঞ্জার আর অফিসার'স কোয়ার্টারের দিকে।

বরফ জমে থাকায় স্টার্ন কেবিনের দরজা খোলা সম্ভব হলো না, ফলে আফটার ডেকে এসে একটা কম্প্যানিয়ানওয়ের উপরকার হ্যাচ কভার তুলতে হলো।

স্বামীর ঠিক পিছনে রয়েছে, তার বেল্ট ধরে নামছে লিলিয়ানা, জানে না কী দেখতে পাবে। ক্যাপটেনের কেবিনে যাওয়ার পথে, প্যাসেজের দোড়গোড়ায়, একটা প্রকাণ্ড জার্মান শেফার্ড কুকুর দেখতে পেল ওরা, ছোট্ট কার্পেটে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। লিলিয়ানার মনে হলো, ঘুমাচ্ছে ওটা। ফ্লেচার তার বুটের ডগা দিয়ে সামান্য খোঁচা দিল। ঠক্ করে ওঠা আওয়াজই বলে দিল কুকুরটা জমে বরফ হয়ে গেছে।

প্যাসেজ ধরে সামনে এগোল ওরা, ভাবছে কে জানে কী দেখতে হবে ক্যাপটেনের কেবিনে।

দরজা ভেঙে ক্যাপটেনের কেবিনে ঢুকতে হলো। ভিতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সবাই। পরনে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য বা

শেষভাগে প্রচলিত পরিচ্ছদ, এক মহিলা চেয়ারে বসে রয়েছে, খোলা কালো চোখ জোড়ায় বিষণ্ন দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে কট-এ শোয়ানো একটি শিশুর দিকে কন্যাসন্তানের মৃত্যুতে শোকে কাতর মনে হলো তাকে, কোলের উপর খোলা পড়ে রয়েছে একটা বাইবেল।

ওরা সবাই বিষণ্ন বোধ করল। পাশের কেবিনে ঢুকে জাহাজের ক্যাপটেনকে একটা চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল ফ্লেচার। তার লাল চুলে বরফের পাতলা স্তর জমেছে। মুখটা ফ্যাকাসে। হাতে এখনও একটা কুইল পেন। তার সামনে ডেস্কের উপর একটা কাগজ পড়ে রয়েছে। বরফের কণা সরিয়ে কাগজের লেখাটা পড়ল ফ্লেচার।

আগস্ট ২৬, ১৭৭৯

সেই ঝড়টা আমাদেরকে কোর্স থেকে এতটা দক্ষিণে সরিয়ে আনার পর পাঁচ মাস হলো এই অভিশপ্ত জায়গায় আটকা পড়ে আছি আমরা। খাবার শেষ। দশ দিন হলো কেউ কিছু খাই না। বেশির ভাগ ক্রু আর প্যাসেঞ্জার মারা গেছে। কাল মারা গেছে আমার ছোট্ট সোনামণি। আর আমার বেচারি স্ত্রীকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে হারিয়েছি। যে-ই আমাদের লাশ দেখতে পাক, দয়া করে যেন লিভারপুলের ফ্রেন্ডস ট্রেডিং কোম্পানিকে আমাদের নিয়তি সম্পর্কে রিপোর্ট করে। সব কিছুরই সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও আমার মেয়ে আর স্ত্রীর কাছে চলে যাব।

উইলিয়াম রস

মাস্টার অভ দ্য বোম্বে

চামড়ায় মোড়া বোম্বের লগ বুকটা ডেস্ক থেকে তুলে কোটের পকেটে ভরল ফ্লেচার, তারপর প্যাসেজে বেরিয়ে এল। স্ত্রী আর ক্রুদের নিয়ে এক এক করে সবগুলো কেবিনে ঢুকল সে। সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশটা লাশ পাওয়া গেল। কেউ শিরদাঁড়া খাড়া করে বসা অবস্থায় মারা গেছে. কেউ বিছানায় শোয়া অবস্থায়, আবার

অনেককে দেখা গেল ডেকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

ডেকের নীচের বড় একটা কেবিনে ইউনিফর্ম পরা ব্রিটিশ মিলিটারি অফিসারদের অনেক লাশ পাওয়া গেল। বোম্বের সবাই শান্তিতেই মারা গেছে। ফ্লেচার আর লিলিয়ানার কাছে বিস্ময়কর লাগল যেটা, মানুষগুলো মারা গেছে ঊনআশি বছর আগে, অথচ চলমান দুনিয়া তাদেরকে বেমালুম ভুলে গেছে। এমনকী তাদেরকে হারিয়ে যারা শোকে মাতম করেছিল তারাও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝছি না,' স্বামীকে বলল লিলিয়ানা। 'এরা সবাই মারা গেল কীভাবে?'

'যারা খিদেতে মরেনি তারা জমে বরফ হয়ে গেছে,' জবাব দিল ফ্লেচার।

'নিশ্চয়ই ভারত থেকে ইংল্যান্ডে আসছিল প্যাসেঞ্জাররা,' একজন ক্রু বলল। 'সঙ্গে মেরু প্রদেশের উপযোগী গরম কাপড় প্রায় ছিল না বললেই চলে।'

ফার্স্ট মেটকে ডেকে ফ্লেচার জানতে চাইল, 'বোম্বের হোল্ডে কী ধরনের কার্গো পাওয়া গেল?'

'সোনা-রুপা কিছুই পাইনি। কাঠের বাক্সে চা আর চিনা মাটির জিনিস পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে সিল্ক, মশলা আর কর্পূর। ও, হ্যাঁ, চেইন আর তালা দিয়ে আটকান বন্ধ একটা স্টোর রুম পেয়েছি, ক্যাপটেনের কেবিনের সরাসরি নীচে। ক্রুদের চেইন ভাঙতে বলে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই কেবিনটায় গুপ্তধন আছে!' ফিসফিস করে বলল লিলিয়ানা।

'এখনই জানা যাবে,' বলল ফ্লেচার, মাথা ঝাঁকাল ফার্স্ট মেটের উদ্দেশে। 'লেসটার, পথ দেখাবে?'

একটা আঠারো পাউন্ড কামানের উল্টোদিকে স্টোর রুমটা। ওখানে পৌঁছে দেখা গেল কার্পেন্টারের ওঅর্কশপ থেকে নিয়ে

আসা একটা স্লেজহ্যামারের সাহায্যে তালা লাগানো চেইনটা এই মাত্র ভাঙা হয়েছে। দরজার কবাট ঠেলে ভিতর দিকে খোলা হলো।

একটা পোর্টহোল থেকে আলো আসছে ভিতরে। এক বাল্কহেড থেকে আরেক বাল্কহেড পর্যন্ত কাঠের বড় বড় বাক্স ফেলে রাখা হয়েছে। ভিতরের জিনিসগুলো ঠিক সাজানো-গোছানো নয়। এগিয়ে গিয়ে বড় একটা বাক্সের ঢাকনি সামান্য একটু তুলল ফ্লেচার। ভিতরের বিশৃংখল অবস্থা আরও প্রকট হয়ে লাগল চোখে। 'বাক্সগুলো অযত্নের সঙ্গে ভরা হয়েছে, সম্ভবত যাত্রা শুরুর পর মাঝপথে কোথাও।'

'তোমার লেকচার পরে শুনব,' স্বামীকে তাগাদা দিল লিলিয়ানা। 'আগে খোলো তো!'

ক্রুরা স্টোরেজ রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল, ফার্স্ট মেট লেসটারকে নিয়ে ফ্লেচার কাঠের বাক্সের ঢাকনি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হিম ঠাণ্ডা কেউ যেন অনুভবই করছে না। সোনা আর মূল্যবান রত্ন পাওয়ার আশায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। কিন্তু ফ্লেচারের হাতে তামার একটা পাত্র বেরিয়ে আসতে দেখে হতাশ হতে হলো তাদেরকে। 'ভারি সুন্দর,' বলল ফ্লেচার। জিনিসটা ধরিয়ে দিল স্ত্রীর হাতে। 'গ্রিক কিংবা রোমান। খোদাই করা শিল্পকর্ম।'

খোলা দরজা দিয়ে আরও কিছু আর্টিফ্যাক্ট ক্রুদের হাতে ধরিয়ে দিল লেসটার। বেশিরভাগই তামার তৈরি ভাস্কর্য, গোলাকার কালো চোখ সহ অদ্ভুতদর্শন জীবজন্তু। 'সত্যি খুব সুন্দর।' তামার গায়ে সূক্ষ্ম কাজ দেখে মুগ্ধ হলো লিলিয়ানা। 'এ-ধরনের কিছু কোনও বইতে আমি দেখিনি।'

'না, এগুলো সাধারণ জিনিস নয়,' বলল ফ্লেচার।

'এগুলো কি মূল্যবান?' জানতে চাইল ফার্স্ট মেট লেসটার।

'একজন কালেক্টারের কাছে মূল্যবান হতে পারে,' বলল

ফ্লেচার। 'তবে হঠাৎ আমাদের ধনী হয়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না...' বাক্স থেকে প্রমাণ সাইজের একটা মানুষের মাথার খুলি বের করার জন্য চুপ করল সে। ম্লান আলোয় কালো আর চকচকে দেখাচ্ছে জিনিসটা। 'গুড লর্ড! দেখছ তোমরা?'

'ভীতিকর,' বিড়বিড় করল লেসটার।

'দেখে মনে হচ্ছে শয়তান নিজে কেটে কেটে বানিয়েছে ওটা,' বলল একজন ক্রু, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল এক পা।

এতটুকু বিচলিত নয় লিলিয়ানা, স্বামীর হাত থেকে খুলিটা নিয়ে খালি অক্ষিকোটরের ভিতর তাকাল। 'আবলুস কাঠের মত দেখতে। দাঁতের মাঝখান দিয়ে জিভের বদলে একটা ড্রাগনের মাথা দেখা যাচ্ছে।'

'আমার ধারণা জিনিসটা অবসিডিয়ান,' মন্তব্য করল ফ্লেচার। অবসিডিয়ান মানে প্রায় কাঁচের মত লাভা পাথর। 'তবে ঠিক বুঝতে পারছি না এই আকার দেয়ার জন্যে কীভাবে কাটা হয়েছে...' বেশ জোরাল একটা আওয়াজ শুনে থামল সে, যেন কিছু ফেটে গেল। তারপরই খেয়াল করল জাহাজটার পিছন দিকের বরফ মোচড় খাচ্ছে আর গোঙাচ্ছে।

আপার ডেক থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একজন ক্রু, কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে। 'ক্যাপটেন, এখনই পালাতে হবে! বিরাট একটা ফাটল তৈরি হচ্ছে, তাতে পানি ছলকাতে দেখেছি আমি। তাড়াতাড়ি সরে যেতে না পারলে এখানে আমরা আটকা পড়ে যাব!'

ফ্লেচার সময় নষ্ট করল না। 'জাহাজে ফেরো সবাই!' নির্দেশ দিল সে। 'জলদি!'

স্কার্ফে জড়িয়ে খুলিটা বগলের নীচে গুঁজে নিল লিলিয়ানা। 'এটা স্যুভেনির সংগ্রহ করার সময় নয়,' ধমকের সুরে বলল ফ্লেচার। তবে স্বামীর কথায় কান দিল না সে।

বোম্বের ডেক থেকে বরফে নামার পর আঁতকে উঠল সবাই। নিরেট বরফের মাঠ দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। যত দ্রুত ভাঙছে, যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলেও যাচ্ছে বরফ। ফাটলগুলোও দেখতে দেখতে অসংখ্য হয়ে উঠল। সেগুলো টপকে আর এড়িয়ে ছুটছে ওরা, জানে জাহাজে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে বাঁচার কোন আশা নেই। ইতিমধ্যে বেশ জোরাল আর গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে। দেড় মাইল দৌড়াবার পর ক্লান্তিতে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো সবার। এই সময় সি হর্স আর ওদের মাঝখানে চওড়া একটা ফাটল তৈরি হলো–এত চওড়া যে লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়।

জাহাজের সেকেন্ড মেট ক্রুদের নির্দেশ দিল, 'পানিতে বোট নামাও!'

ফাটলের মাঝখানে ইতিমধ্যে ছোট একটা নদী তৈরি হয়ে গেছে। সেই নদী পার হলো তারা বোটে চড়ে। জাহাজে ওঠার পর ক্যাপটেন ফ্লেচার সেকেন্ড মেটকে বলল, 'আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমি তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম।'

'আমার আর আমাদের বাচ্চার,' বিড়বিড় করে বলল লিলিয়ানা।

'আমাদের বাচ্চা? সে তো জাহাজে নিরাপদেই আছে।'

'আমি সিডনির কথা বলছি না,' বলল লিলিয়ানা, ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে সে।

'তারমানে···আরেকটা বাচ্চা আসছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিলিয়ানা।

'ওহ্, গড!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্লেচার। 'এরকম একটা সময়ে!'

ঠাণ্ডা আর ক্ষুধার সঙ্গে ছ'মাস লড়াই করার পর অবশেষে সতেরো শো ব্যারেল তিমি মাছের তেল নিয়ে বরফের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে

এল সি হর্স, নিরাপদে ফিরল স্যানফ্রান্সিসকো বন্দরে।

বোম্বে থেকে পাওয়া অদ্ভুতদর্শন অবসিডিয়ান খুলিটা ফ্লেচারের বাড়ির একটা শোকেসে স্থান পেল। দায়িত্ব-সচেতন ক্যাপটেন ফ্লেচার লিভারপুলের ফ্রেন্ডস ট্রেডিং কোম্পানিকে চিঠি লিখে পরিত্যক্ত বোম্বে সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ভোলে না, ডাকযোগে লগ বুকটাও পাঠিয়ে দেয়।

আঠারো শো বাষট্টি সালে কোম্পানিটি বোম্বের কার্গো উদ্ধারের জন্য লিভারপুল থেকে দুটো জাহাজকে পাঠায়। দুটোর কোনটাই আর ফিরে আসেনি। ধরে নেওয়া হয় অ্যান্টার্কটিকার আশপাশে কোথাও চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে ওগুলো।

আরও একশো একচল্লিশ বছর পার হলে, তারপর আবার কারও পা পড়বে পরিত্যক্ত জাহাজ দ্য বোম্বের ডেকে। যাদের পা পড়বে তাদের মধ্যে একজন বঙ্গসন্তানও থাকবে। নাম তার মাসুদ রানা।

তিন

২০০৫।

প্যানডোরা, কলোরাডো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৮৭৪ সালে সোনা সমৃদ্ধ একটা পাথর পাওয়ার পর মাইনাররা স্রোতের মত স্যান মিগুয়েল ভ্যালিতে আসতে শুরু করে, তাদের হাতেই তৈরি এই প্যানডোরা নামের শহরটা। বোস্টনের একজন ব্যাঙ্কার মাইনিং ক্লেইমগুলো কিনে নেয়, মাইন অপারেশন ফাইন্যান্স করে, নির্মাণ করে বড়সড় একটা ওর-

প্রসেসিং প্লান্ট, বিখ্যাত মাইনিং শহর টেলুরাইড-এর দু'মাইল উত্তরে।

মাইনটার নাম রাখা হয় প্যারাডাইস। দেখতে দেখতে পোস্টাফিস সহ দুশো লোকের ছোট একটা কোম্পানি টাউন হয়ে উঠল প্যানডোরা। তবে লোকজন বলতে শুরু করল মাইনটা অভিশপ্ত। চল্লিশ বছরে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা বের করতে শাফটের ভিতর প্রাণ হারাতে হয়েছে আটাশজন মাইনারকে। তারমধ্যে চোদ্দোজন মারা গেছে একটা দুর্ঘটনায়। জখম হয়ে পঙ্গু হয়েছে একশোরও বেশি লোক।

১৯৩১ সালে প্যারাডাইস মাইন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী পঁয়ষট্টি বছর ওখানে কারও পা পড়েনি। তবে গুজব ছড়ায় যে মাইনটায় ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা আছে, কেউ কেউ নাকি তাদের কান্নাও শুনেছে।

তারপর, ১৯৯৬ সালে ভৌতিক শাফট আর টানেলে আবার বুট জুতো আর পিকঅ্যাক্স-এর আওয়াজ শোনা গেল। কী ব্যাপার? না, ম্যাক ওয়ালডেন নামে এক লোক পরিত্যক্ত প্যারাডাইস মাইন কিনেছে। কী আশ্চর্য, লোকটা পাগল নাকি! ওই মাইনে তো এক গ্রাম সোনাও আর পাওয়া যাবে না

ওয়ালডেন পাগল নয়। তার এমনকী সোনার ব্যাপারে কোন আগ্রহও নেই। গত দশ বছর ধরে সারা দুনিয়ায় দামী পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। নেভাডা, মন্টানা আর কলোরাডোয় সোনা আর রূপার পরিত্যক্ত খনি কিনে সেখানে মিনারেল ক্রিস্টালের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে, যেগুলো কেটে মূল্যবান রত্নে পরিণত করা সম্ভব।

প্যারাডাইস মাইনের টানেলের ভিতর রোজ-পিঙ্ক রঙের ক্রিস্টাল-এর একটা শিরা পেয়েছে ওয়ালডেন, পুরানো মাইনাররা যেটাকে না বুঝে গুরুত্বহীন বলে মনে করে। এই জেমস্টোন-এর নাম রোডাক্রোসাইট, লালচে-বেগুনি আর গাঢ় লাল রঙের এই

পাথর দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায়।

বড় আকারের রোডাক্রোসাইট ক্রিস্টাল পাওয়ার জন্য অভিজ্ঞ কালেক্টাররা পাগল হয়ে থাকে। কিন্তু এই জেমস্টোন নিখুঁত হলে বড় হয় না, বড় হলে নিখুঁত হয় না। ভাগ্যই বলতে হবে, প্যারাডাইস মাইন থেকে আঠারো ক্যারাটের অসংখ্য ক্রিস্টাল সংগ্রহ করা গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বিরাট ধনী হয়ে গেল ওয়ালডেন। তবে শিরাটা যতদিন নিঃশেষ না হচ্ছে ততদিন পাথর ভেঙে ক্রিস্টাল বের করার কাজটা চালিয়ে যাবে সে। কাজটা করছেও আগের মত একা। প্রতি রাতেই।

পুরানো আর তোবড়ানো পিকআপ ট্রাক নিয়ে আজ রাতেও খনিতে চলে এসেছে ওয়ালডেন। গেটের চারটে তালা খুলে মাইনের ভিতরে ঢুকল সে। ঢালু মাইনস শাফটে চাঁদের আলো পড়ায় জোড়া রেল লাইন খানিক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তারপর সব গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

বড়সড় পোর্টেবল জেনারেটর চালু করল ওয়ালডেন। তারপর জাংশন বক্সের একটা লিভার ধরে টান দিল। শাফটের ভিতর যত দূর দৃষ্টি যায়, দুই সারিতে খানিক পর পর ইলেকট্রিক বালব জ্বলে উঠল। রেল লাইনে একটা ওর-কার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটা থেকে একটা কেবল্ বেরিয়ে উইঞ্চের সঙ্গে জোড়া লেগেছে। কার্টে চড়ে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিল ওয়ালডেন। যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে কেবল্ ছাড়তে শুরু করল উইঞ্চ; সেই সঙ্গে রেল লাইন ধরে কার্টটাকে গড়াবার সুযোগ করে দিল।

একশো বিশ ফুট গভীরতায় নেমে এসে থামল কার্ট। এই লেভেলে টানেলের ছাদ থেকে সারাক্ষণ টপটপ করে পানি পড়ে।

এরপর পায়ে হেঁটে রওনা হলো ওয়ালডেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর খাড়া একটা শাফটের মুখের কাছে এসে দাঁড়াল সে। দু'হাজার দুশো ফুট গভীরতায় নেমে গেছে শাফটটা। ওখানে অসংখ্য টানেল পরস্পরকে ভেদ করে এগিয়েছে, ফলে একটা

চাকার স্পোক-এর মত দেখতে লাগে ওগুলোকে। পুরানো রেকর্ড আর আন্ডারগ্রাউন্ড ম্যাপে দেখা যায় প্যানডোরা শহরের নীচে প্রায় একশো মাইল টানেল আছে।

শাফটের হাঁ করা মুখে একটা পাথর ফেলল ওয়ালডেন। পানি ছলকানোর আওয়াজটা ভেসে এল দুই সেকেন্ডের মধ্যে।

মাইন পরিত্যক্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাম্প স্টেশনের পাম্পগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে মাইনের নীচের লেভেল পানিতে ডুবে যায়।

শাফটটাকে পাশ কাটিয়ে টানেল ধরে আবার এগোচ্ছে ওয়ালডেন। মরচে ধরা ওর-কার আর ড্রিলিং মেশিন পড়ে রয়েছে চারদিকে। পুরানো মাইনিং ইকুইপমেন্টের বাজার নেই, বিশেষ করে কাছাকাছি এলাকার সব মাইনই একের পর এক যেখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

টানেল ধরে পঁচাত্তর গজ হেঁটে একটা ফাটলের সামনে চলে এল ওয়ালডেন। ফাটলটা এত সরু, কোন রকমে গলতে পারবে সে। বিশ ফুট সামনে রোডাক্রোসাইট শিরাটা। ফাটলের ভিতর বালব জ্বলছে।

ফাটলের ভিতর ঢুকল ওয়ালডেন। বড় একটা চেম্বার এটা। ব্যাকপ্যাক এক পাশে নামিয়ে রেখে কাজ শুরু করল সে—যত্নের সঙ্গে পাথর ভাঙছে।

চেম্বারের ছাদ থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা পাথর ঝুলছে। মনটা খুঁত-খুঁত করায় কাজ বন্ধ করে মুখ তুলল ওয়ালডেন, ঝুল-পাথরটা ভাল করে দেখল। সিদ্ধান্ত নিল নিরাপদে কাজ করতে হলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলতে হবে ওটাকে।

একটা পোর্টেবল নিউম্যাটিক ড্রিলের সাহায্যে পাথরটার গায়ে একটা গর্ত তৈরি করল ওয়ালডেন। গর্তের ভিতর খানিকটা ডিনামাইট ঢুকিয়ে সেটার সঙ্গে তারের সংযোগ দিল ডিটোনেটরে। পিছু হটল সে, চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল মেইন টানেলে, তারপর

চাপ দিল বোতামে। ভোঁতা একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল মাইন জুড়ে। তারপরই শোনা গেল পাথর ভেঙে পড়ার শব্দ। ধুলোর একটা মেঘ ভেসে এল মেইন টানেলে।

ধুলো সরে যাওয়ার পর ফাটল দিয়ে আবার চেম্বারে ঢুকল ওয়ালডেন। ঝুল-পাথরটা গায়েব হয়ে গেছে। চেম্বারের মেঝেতে পাথরের স্তূপ দেখা যাচ্ছে। কাজ করতে অসুবিধে হবে, তাই আবর্জনা সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করায় মন দিল ওয়ালডেন। কাজটা শেষ হতে মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল সে, নিশ্চিত হতে চায় আর কোন বিপদ ঝুলে নেই।

ছাদে, ক্রিস্টাল শিরার উপরে, হঠাৎ তৈরি একটা গর্তের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওয়ালডেন। হার্ড হ্যাটে ফিট করা আলোটা উপর দিকে তাক করল সে। গর্তের ভিতর আলো পড়তে সামনে একটা চেম্বার মত দেখা গেল। আকস্মিক কৌতূহলে অস্থির, টানেল ধরে পঞ্চাশ গজ ছুটে ছয় ফুট লম্বা মরচে ধরা একটা মই নিয়ে এল ওয়ালডেন। আবার ফাটলের ভিতর ঢুকে দেয়ালে খাড়া করল মইটা, ধাপ বেয়ে উঠল, গর্তের কিনারা থেকে আলগা পাথর সরাল কয়েকটা, তারপর গর্তের মুখ গলে উঠে পড়ল রহস্যময় চেম্বারে।

হার্ড হ্যাটের আলোয় ওয়ালডেন দেখল পাথর কেটে তৈরি একটা কামরায় রয়েছে সে। ঘরটা নিখুঁত কিউব আকৃতির বলে মনে হলো, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পনেরো ফুট, মেঝে থেকে ছাদের দূরত্বও ওই একই। খাড়া, মসৃণ দেয়ালে অদ্ভুত সব চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এগুলো কোনক্রমেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাইনারদের কাজ নয়। তারপর, আচমকা, তার হার্ড হ্যাটের আলো পাথরের একটা নিচু বেদিতে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল করে উঠল বেদিতে রাখা জিনিসটা।

কালো খুলিটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওয়ালডেন।

চার

স্কাইলাইন এয়ারলাইন্সের বিচক্রাফট টুইন-ইঞ্জিন উড়োজাহাজটা টেলুরাইড শহরের ছোট্ট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করছে। উপত্যকার গভীরে যতই নামছে ওটা, দু'পাশের পাহাড়ী ঢাল রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে ততই উপরে উঠছে, এত কাছে যে আরোহীদের মনে হলো জানালা খুলে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

বিচক্রাফট তেরোজন আরোহীকে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে সবার শেষে নীচে নামল জিনস আর টি-শার্ট পরা এক আমেরিকান-বাঙালী তরুণী।

সাগরের সারফেস থেকে ৯০০০ ফুট উপরে জায়গাটা। বাতাস ভারী হলেও যথেষ্ট বিশুদ্ধ। বড় করে শ্বাস নিয়ে টার্মিনাল ভবনের দিকে এগোল শাহানা। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, দেখল ছোটখাট কিন্তু শক্ত সমর্থ এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন তার দিকে—মাথাটা সম্পূর্ণ কামানো।

'ডক্টর শাহানা সাজিদ?'

'প্লিজ, আমাকে শুধু শাহানা বলুন,' জবাব দিল তরুণী। 'আপনি ডক্টর কোলরিজ তো?'

'প্লিজ, এড বলুন আমাকে,' জবাব দিলেন ভদ্রলোক। 'ডেনভার থেকে আসতে তেমন কষ্ট হয়নি তো?'

'তেমন না, ধন্যবাদ।'

'টেলুরাইড চমৎকার জায়গা,' বললেন ডক্টর কোলরিজ। 'এখানে বাস করতে পারলে বেশ হত।'

'এদিকে স্টাডি করার মত আর্কিওলজিক্যাল সাইট আছে বলে তো মনে হয় না, বিশেষ করে আপনার মত অভিজ্ঞ কারও জন্যে।'

'না, এতটা ওপরে নেই,' জবাব দিলেন ডক্টর কোলরিজ। 'প্রাচীন ইন্ডিয়ান ধ্বংসাবশেষ সবই আরও অনেক নীচের লেভেলে।'

অ্যানথ্রপলজিস্ট বা নৃ-বিজ্ঞানী বললে সাধারণত যে চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে মিল খুঁজলে হতাশ হতে হবে, তবে এ বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি ডক্টর এডমান্ড কোলরিজ। অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমেরিটাস, সেই সঙ্গে একজন সফল রিসার্চার, সংশ্লিষ্ট স্পটে সশরীরে উপস্থিত হয়ে খুঁটিয়ে রিপোর্ট লেখার ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। বয়স পঞ্চাশ, তবে দেখে মনে হয় চল্লিশের বেশি হবে না। দুনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আদি মানুষের জীবনধারা আর সংস্কৃতি নিয়ে ত্রিশ বছর ধরে গবেষণা করছেন ভদ্রলোক।

'টেলিফোনে খুব রহস্যময় মনে হলো ডক্টর প্রাইসকে,' বলল শাহানা। 'আবিষ্কারটা সম্পর্কে তিনি কোন তথ্যই আমাকে দিলেন না।'

'তা আমিও দিচ্ছি না,' বললেন কোলরিজ। 'নিজের চোখে দেখাটাই সবচেয়ে ভাল।'

'এই আবিষ্কারের সঙ্গে আপনি জড়ালেন কীভাবে?' জানতে চাইল শাহানা।

'কাকতালীয় ভাবে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ছিলাম আর কী। পুরানো এক গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ছুটিতে স্কিইং করতে এসেছি, হঠাৎ কলোরাডো ভার্সিটির এক কলিগ ফোন করল আমাকে, জানতে চাইল একজন মাইনারের রিপোর্ট করা আর্টিফ্যাক্ট দেখতে যেতে পারব কি না। সাইটে একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম, এটার রহস্য ব্যাখ্যা করা আমার ক্ষমতা বা যোগ্যতার বাইরে।'

'বলেন কী! আপনার মত একজন নামী-দামি...'

'আসলে এপিগ্রাফি আমার সাবজেক্টের মধ্যে পড়ে না। সেজন্যেই আপনাকে দরকার হলো। প্রাচীন লিপির অর্থ বের করতে পারে এমন একজনকেই আমি চিনি–স্ট্যানফোর্ডের ডক্টর প্রাইস। তিনি সময় দিতে পারলেন না, তবে সুপারিশ করে বললেন তাঁর বদলে আপনার সাহায্য নিতে।'

কনভেয়ার বেল্ট থেকে রেফারেন্স বই ভর্তি সবুজ ব্যাগটা তুলে নিল শাহানা। 'আমাকে দিন, প্লিজ,' বলে তার হাত থেকে নিয়ে সেটা কাঁধে ঝোলালেন ডক্টর কোলরিজ। টার্মিনাল ভবনের বাইরে তাঁর একটা চেরোকি জিপ অপেক্ষা করছে।

জিপে চড়ার আগে মুগ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে শাহানা সাজিদ, এই সুযোগে ভাল করে তাকে দেখে নিচ্ছেন ডক্টর কোলরিজ। কোমর পর্যন্ত লম্বা এরকম ঘন কালো চুল আগে কখনও দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। চোখ দুটোও কালো; শান্ত আর গভীর দীঘির কথা মনে করিয়ে দেয়। শাহানা দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোন শিল্পীর দক্ষ হাতে তৈরি ভাস্কর্য। কাঁধ আর বাহুর পেশি দেখে বোঝা যায় প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা জিমে এক্সারসাইজ করতে অভ্যস্ত। কোলরিজ আন্দাজ করলেন–লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন হবে ১৩৫ পাউন্ড।

ডক্টর প্রাইস জানিয়েছেন, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য ডক্টর শাহানার চেয়ে ভাল কাউকে পাওয়া যাবে না। ফ্যাক্স করে তার ইতিহাস পাঠিয়েছেন তিনি, পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন কোলরিজ। বয়স তেত্রিশ, প্রাচীন ভাষার উপর ডক্টরেট করেছে স্কটল্যান্ডের সেইন্ট অ্যান্ড্রুজ কলেজ থেকে, তার পর থেকে পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে পাথরে খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া প্রাচীন লিপি অনুবাদ করেছে সে, প্রতিটি প্রকাশনা বেস্ট সেলারের তালিকায় স্থান পেয়েছে। পড়াশোনা করার সময়ই এক ভারতীয় শিখ ভদ্রলোককে বিয়ে

করে, তবে দু'বছর পরেই ডিভোর্স হয়ে যায়; চোদ্দো বছর বয়েসী একটা মেয়ে আছে, স্কুল-বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া করছে। কনফার্মড ডিফিউজনিস্ট বলা হয় তাকে, অর্থাৎ সংস্কৃতি আলাদা আলাদাভাবে গড়ে না উঠে একটা থেকে আরেকটায় ছড়িয়েছে, এই থিওরির সমর্থক সে, বিশ্বাস করে প্রাচীন নাবিকরা কলম্বাসের চেয়ে কয়েক শো বছর আগেই আমেরিকার তীরে পৌঁছেছিল।

'আপনার জন্যে একটা হোটেল রুম বুক করা হয়েছে,' শাহানাকে জানালেন ডক্টর কোলরিজ। 'ফ্রেশ হতে চাইলে ওখানে আপনি এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারেন।'

'না, ধন্যবাদ,' হাসিমুখে বলল শাহানা। 'আমি সরাসরি সাইটে যেতে চাই।'

মাথা ঝাঁকালেন কোলরিজ, কোটের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে বোতামে চাপ দিলেন। 'খনির মালিক ম্যাক ওয়ালডেনকে জানাচ্ছি আপনি পৌঁছেছেন। প্রাচীন লিপি আর আর্টিফ্যাক্ট সে-ই আবিষ্কার করেছে।'

টেলুরাইডের মাঝখান দিয়ে ছুটল তাদের জিপ। পাহাড়ের ঢালে বহু লোককে স্কি করতে দেখল শাহানা। গত শতাব্দীর পুরানো কিছু দালান-কোঠাকে পাশ কাটিয়ে এল জিপ, এক ঝাঁক সেলুন-এর বদলে এখন সেগুলো স্টেশনারি বা অ্যান্টিকস-এর দোকান। বাঁ দিকে হাত তুলে একটা দালান দেখালেন কোলরিজ। 'ওখানেই বুচ ক্যাসেডি প্রথম ব্যাঙ্কটা লুঠ করেছিল।'

'বোঝা যাচ্ছে টেলুরাইডের ইতিহাস বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন,' বলে শহরটার গুণকীর্তন শুরু করলেন কোলরিজ। জিপ এক সময় বক্স ক্যানিয়ন-এ ঢুকল, এখান থেকে একটা পাকা রাস্তা সোজা প্যানডোরায় পৌঁছেছে। পুরানো মাইনিং শহরকে ঘিরে রেখেছে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর। এক জায়গায় পাহাড় চূড়ার বরফ গলা পানি জল-প্রপাত হয়ে নেমে আসতে দেখা গেল।

একটা সাইড রোড ধরে এগোচ্ছে জিপ। পুরানো কিছু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষকে পাশ কাটাল ওরা, বাইরে উজ্জ্বল নীলচে-সবুজ রঙের ভ্যান আর জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওয়েট সুট পরা দু'জন লোককে দেখা গেল, কিছু ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে। শাহানার মনে হলো ওগুলো ডাইভিং ইকুইপমেন্ট। 'কলোরাডোর পাহাড়ী এলাকার মাঝখানে ডাইভাররা কী করছে?' জানতে চাইল সে।

'কৌতূহল হওয়ায় গতকাল আমি ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছি ওদেরকে,' জবাব দিলেন কোলরিজ। 'ওরা নুমার একটা টিম। নুমা মানে ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি।'

'কিন্তু এ জায়গাটা তো সাগর থেকে অনেক দূরে, তাই না?'

'শুনলাম ওরা নাকি জটিল প্রাচীন পানি-পথ এক্সপ্লোর করছে, এক সময় যেটা স্যান হুয়ান পাহাড়ের পশ্চিম পাশটা ডুবিয়ে দিত। এদিকে মাটির নীচে অসংখ্য গুহা আর গহ্বর আছে, সবগুলো পুরানো মাইন টানেলের সঙ্গে মিশেছে।'

আধ মাইল দূরে স্যান মিগুয়েল নদীর পাশে পরিত্যক্ত একটা বিরাট ওর-মিল দেখা গেল। আরও একটা পরিত্যক্ত পুরানো খনির মুখে কয়েকটা সেমিট্রাক আর ট্রেইলার দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িগুলোর চারপাশে তাঁবু ফেলা হয়েছে। ট্রেইলারের গায়ে লেখা–'জিয়ো সাবটেরেনিয়ান সাই-টেক করপরেশন–হোম অফিস ফিনিক্স, অ্যারিজোনা।'

'আরেক দল বিজ্ঞানী,' শাহানা জিজ্ঞেস করেনি, নিজে থেকেই জানালেন কোলরিজ। 'জিয়োফিজিকাল আউটফিট, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে পুরানো মাইন শাফটে তল্লাশি চালাচ্ছে–সোনা ভরা কোন শিরা যদি জুটে যায় কপালে!'

'পাবে বলে মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কোলরিজ। 'সন্দেহ আছে। এদিকের পাহাড়ের অনেক গভীর পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছে।'

আরও খানিক দূর এগিয়ে ছবির মত সুন্দর একটা বাড়ির সামনে জিপ থামল। হর্ন বাজাতেই সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ম্যাক ওয়ালডেন। পরিচয়, কুশলাদি বিনিময় ইত্যাদিতে মিনিট পাঁচেক ব্যয় হলো। পনেরো মিনিট পর দেখা গেল সবাই তারা ওর-কার্টে বসে আছে। চাকার উপর দিয়ে গড়িয়ে প্যারাডাইস মাইনের ভিতর ঢুকছে সেটা। শাহানার জন্য এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে কখনও কোনও মাইন শাফটে ঢোকেনি সে। বলল, 'যত নীচে নামছি গরম তত বেশি লাগছে।'

'প্রতি একশো ফুটে তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি করে বাড়ে,' ব্যাখ্যা করল ওয়ালডেন। 'মাইনের নীচের লেভেলে, এখন যেটা পানিতে ডোবা, তাপ থাকত একশো ডিগ্রির বেশি।'

ওর-কার্ট থামল। কাঠের টুলবক্স থেকে বের করে প্রত্যেকের হাতে একটা করে হার্ড হ্যাট ধরিয়ে দিল ওয়ালডেন।

'খসে পড়া পাথর থেকে বাঁচার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

হেসে উঠল ওয়ালডেন। 'কাঠের নিচু সিলিঙে লেগে খুলি যাতে না ফাটে।'

কাঠের সিলিঙে ফিট করা বালব থেকে নিস্তেজ হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে টানেল ধরে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওয়ালডেন। কেউ কথা বললে, টানেলের পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা লাগায়, ফাঁপা শোনাচ্ছে আওয়াজটা। মরচে ধরা কার্ট রেইলের জোড়-এ পা বেধে যাওয়ায় বেশ কয়েকবার হোঁচট খেল শাহানা, তবে প্রতিবারই পড়ে যাওয়ার আগে সামলে নিল। প্লেনে চড়ার আগে হাইকিং শ্যু পরেছিল বলে মনে মনে ধন্যবাদ দিল নিজেকে সে।

মনে হলো এক ঘণ্টা পর, আসলে মাত্র দশ মিনিট পেরিয়েছে, চেম্বারে ঢোকার সেই ফাটলটার সামনে পৌঁছে থামল ওয়ালডেন।

'মাথা নিচু করে সাবধানে ঢুকতে হবে,' সতর্ক করে দিয়ে বলল সে।

ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে মইটার কাছে এসে থামল ওয়ালডেন, হাত তুলে উপর দিকটা দেখাল—পাথুরে সিলিঙের ফাঁক গলে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে। 'পরশু আপনি দেখে যাবার পর আলোর ব্যবস্থা করেছি আমি, ডক্টর কোলরিজ। খাড়া দেয়াল রিফ্লেক্টরের কাজ করছে, কাজেই লেখাগুলো পরীক্ষা করতে আপনাদের কোন সমস্যা হবে না।' শাহানাকে মই বেয়ে উঠতে সাহায্য করল সে।

কী দেখতে পাবে জানানো হয়নি, ফলে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল শাহানা। প্রথমেই তার দৃষ্টি চুম্বকের মত আটকে গেল কালো খুলিটার উপর। মুগ্ধ বিস্ময় ফুটে উঠল চেহারায়, নিচু বেদিটার দিকে এগোল সে।

'তুলনাহীন একটা শিল্পকর্ম,' বিড়বিড় করল শাহানা, ফাঁক গলে তার পাশে এসে দাঁড়ানো ডক্টর কোলরিজের দিকে তাকাল একবার।

'মাস্টারপিস,' সায় দেওয়ার সুরে বললেন কোলরিজ। 'অবসিডিয়ান কেটে তৈরি করা হয়েছে। এরকম একটা অসম্ভব ভঙ্গুর খনিজ পদার্থকে পালিশ করে এই রূপ ফোটাতে নিশ্চয়ই কয়েক পুরুষ সময় লেগে গেছে। তখন তো আধুনিক টুলসও ছিল না। সামান্য একটা টোকা লাগলেও ভেঙে হাজার টুকরো হয়ে যাবার কথা।'

'সারফেস কী আশ্চর্য মসৃণ,' নরম সুরে বলল শাহানা।

হাত তুলে চেম্বারের চারদিকটা দেখালেন কোলরিজ। 'গোটা চেম্বারটাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য জাদু মনে হচ্ছে। দেয়াল আর সিলিঙে যে লিপি দেখছি, ওগুলো পাথরে খোদাই করতে নিশ্চয়ই পাঁচজন লোককে সারাটা জীবন ব্যয় করতে হয়েছে। তবে তার আগে পাথরের সারফেস মসৃণ আর পালিশ করে নিতে হয়েছে।

তারপর ধরুন চেম্বারটার কথা। এতটা গভীরে গ্র্যানিট অত্যন্ত শক্ত আর নিরেট, সেটা ভেঙে একটা চেম্বার বানানো বহু বছর ধরে বহু লোকের কঠিন পরিশ্রমের কাজ।

'ডাইমেনশান-এর মাপ নিয়েছি আমি। চারটে দেয়াল, মেঝে আর সিলিং মিলে নিখুঁত একটা কিউব তৈরি করেছে। পুরানো ক্লাসিক রহস্যোপন্যাসের মত ব্যাপারটা—আমরা একটা নাটক দেখছি, এমন একটা কামরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে কামরায় কোন জানালা বা দরজা নেই।'

'মেঝের এই ফাঁকটা?' প্রশ্ন করল শাহানা।

'জেমস্টোন খোঁজার সময় ডিনামাইট ফাটিয়ে তৈরি করেছে ম্যাক ওয়ালডেন,' জবাব দিলেন কোলরিজ।

'তা হলে ঢোকার বা বেরুবার পথ ছাড়া এই চেম্বার তৈরি হলো কীভাবে?'

সিলিঙের দিকে একটা আঙুল খাড়া করলেন কোলরিজ। 'সিলিঙের বর্ডারে ফাটলের সূক্ষ্ম দাগ আছে। ধরে নিতে হয়, এই বদ্ধ কামরা যারাই তৈরি করে থাকুক, পাথর খুঁড়ে ওপর থেকে নেমেছিল তারা। কাজটা শেষ করে ঘরের মাথায় একটা স্ল্যাব বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'এরকম করার কারণ কী?'

হাসলেন ডক্টর কোলরিজ। 'সেজন্যেই আপনি এখানে; উত্তরটা খুঁজে বের করবেন।'

নিজের ব্যাগ থেকে নোটপ্যাড, পেইন্টব্রাশ আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল শাহানা। একদিকের দেয়ালের সামনে হেঁটে এল সে, পাথর থেকে আলতো ভাবে বহু শতাব্দীর পুরানো ধুলো ঝাড়ল, সবশেষে গ্লাসের ভিতর দিয়ে প্রাচীন লিপির দিকে তাকাল। চিহ্নগুলো বেশ কিছুক্ষণ একাগ্রচিত্তে পরীক্ষা করল সে, তারপর মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল।

ধীরে ধীরে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল শাহানার চোখে-

মুখে। ডক্টর কোলরিজের দিকে ফিরল সে। 'সিলিংটা মনে হচ্ছে নক্ষত্র···মহাশূন্যের একটা ম্যাপ। সংকেতগুলো···' ইতস্তত করছে সে. হতভম্ব ভাবটা আরও বাড়ল। 'এটা বোধহয় মানুষকে বোকা বানাবার একটা খেলা, টানেলটা কাটার সময় মাইনাররা তৈরি করেছে।'

'কী থেকে আপনি এরকম একটা উপসংহারে পৌঁছালেন?' জানতে চাইলেন কোলরিজ।

'কোনও প্রাচীন লিপির সঙ্গে সংকেতগুলোর এতটুকু মিল নেই।'

'ওগুলোর দু'একটার অর্থ করতে পারছেন?'

'আপনাকে আমি শুধু এটুকু জানাতে পারি যে হায়রোগ্লিফিক বা লোগোগ্র্যাফিক চিহ্নের মত এখানকার এই সংকেতগুলো পিকটাগ্র্যাফিক নয়। এ সংকেত শব্দ বা মৌখিক ছন্দেরও প্রতিনিধিত্ব করছে না। যেন মনে হচ্ছে অ্যালফাবেটিক।'

'সেক্ষেত্রে কয়েকটা সংকেত মিলে একটা শব্দ তৈরি করবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল শাহানা। 'হয় এটা কোন ধরনের কোড. তা না হলে অত্যন্ত উন্নত মানের লিখন্ পদ্ধতি।'

'আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন. ব্যাপারটাকে কেন আপনার বোকা বানাবার খেলা বলে মনে হলো?' শাহানার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কোলরিজ।

'ইতিহাসে মানুষের তৈরি যত রকমের প্যাটার্ন পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই খোদাই করা লিপি মেলে না,' শান্ত কর্তৃত্বের সুরে বলল শাহানা।

'আপনি বললেন অত্যন্ত উন্নত মানের।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কোলরিজের হাতে ধরিয়ে দিল শাহানা। 'নিজের চোখেই দেখুন। সংকেতগুলো আশ্চর্য সহজ। নিঃসঙ্গ রেখা দিয়ে জ্যামিতিক প্রতিরূপের ব্যবহার লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতি হিসেবে খুবই কাজের জিনিস। সেজন্যেই আমি বিশ্বাস

করতে পারছি না। এগুলো প্রাচীন কোন কালচার থেকে এসেছে।'

'সিম্বল বা সংকেতগুলোর আপনি অর্থ করতে পারবেন?'

'ট্রেসিং তৈরি করে সেগুলো ভার্সিটির কমপিউটার ল্যাবে চালাবার পর বলতে পারব।'

'আপনাদের কাজ কীরকম এগোচ্ছে?' নীচের ফাটল থেকে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল ওয়ালডেন।

'আপাতত আমাদের কাজ প্রায় শেষ,' জবাব দিল শাহানা। 'আমাকে কিছু টিস্যু পেপার আর ট্র্যান্সপারেন্ট টেপ কিনতে হবে...' টানেল থেকে অস্পষ্ট গুড়গুড় আওয়াজ ভেসে আসতে থেমে গেল সে। শুধু আওয়াজ নয়, ওদের পায়ের নীচে কামরার মেঝে কেঁপে উঠল। 'ভূমিকম্প?' ওয়ালডেনকে জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'না,' ফাঁক দিয়ে ওয়ালডেনের জবাব ভেসে এল। 'সম্ভবত পাহাড়ের কোথাও পাথর ধস। আপনারা নিজেদের কাজ করুন, আমি একবার ওপরে উঠে দেখে আসি।'

ওয়ালডেন থামতেই আবার কেঁপে উঠল চেম্বারটা, আগের চেয়েও জোরে।

'আমাদেরও বোধহয় আপনার সঙ্গে যাওয়া উচিত,' বলল শাহানা।

'টানেলের সাপোর্ট টিম্বার খুব পুরানো, অনেকগুলোই পচে গেছে,' সাবধান করল ওয়ালডেন। 'পাথরের অতিরিক্ত নড়াচড়ায় ছাদ সহ ভেঙে পড়তে পারে ওগুলো। আপনাদের আপাতত এখানে থাকাটাই নিরাপদ।'

'বেশি দেরি করবেন না,' বলল শাহানা। 'আমাকে বোধহয় ক্লসট্রোফোবিয়ায় ছুঁতে যাচ্ছে।'

'খুব বেশি হলে দশ মিনিট,' তাকে আশ্বস্ত করল ওয়ালডেন।

নীচের ফাটল থেকে ওয়ালডেনের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতেই ডক্টর কোলরিজের দিকে ফিরল শাহানা। 'খুলিটা

সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলেননি। আপনার কী মনে হয়–ওটা প্রাচীন, না আধুনিক?'

খুলিটার দিকে তাকালেন কোলরিজ। 'ল্যাবে পরীক্ষা না করে বলা কঠিন। নিশ্চিতভাবে শুধু একটা কথাই জানি আমরা, এই ঘর মাইনাররা বানায়নি। এত বড় একটা প্রজেক্ট, কোথাও না কোথাও উল্লেখ থাকত। মিস্টার ওয়ালডেন এই মাইনের পুরানো রেকর্ড আর ম্যাপ ঘেঁটে দেখেছেন–খাড়া কোন শাফট আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে নেমেছে, এ-ধরনের কিছু বলা হয়নি কোথাও। তার মানে জিনিসটা কাটা হয়েছে আঠারোশো পঞ্চাশ সালের আগে।'

'কিংবা হয়তো আরও অনেক পরে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন কোলরিজ। 'আমার ধারণা এই চেম্বার আর খুলি হাজার বছরের পুরানো, কিংবা আরও প্রাচীন।'

'হয়তো ইন্ডিয়ানদের কাজ,' বলল শাহানা।

মাথা নাড়লেন কোলরিজ। 'সম্ভব নয়। যাদের লেখার উপযোগী ভাষা নেই তাদের পক্ষে পাথরে লিপি খোদাই করা অসম্ভব।'

'তা ঠিক।' নোটপ্যাডে অস্বাভাবিক সংকেতগুলো কপি করছে শাহানা। 'অত্যন্ত উর্বর মস্তিষ্কের কাজ এটা।' গুণে দেখল সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশটা সংকেত রয়েছে। এরপর খোদাইয়ের গভীরতা আর সংকেত ও লাইনের দূরত্ব মাপল সে। সংকেতগুলো যতই পরীক্ষা করছে ততই তার বিস্ময় বাড়ছে। খোদাই করা এই লিপির মধ্যে রহস্যময় এমন একটা যুক্তি আছে, শুধুমাত্র নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদ করা গেলে তার সমাধান মিলবে। ওগুলোর আর সিলিঙের ম্যাপটার ফটো তোলা শেষ করেছে শাহানা, এই সময় ফাঁক গলে চেম্বারে উঠে এল ওয়ালডেন।

'এখানে আমাদেরকে বেশ কিছুটা সময় থাকতে হবে,' যতটা পারা যায় শান্তকণ্ঠে বলল সে। পাথর ধসে পড়ায় মাইন থেকে বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ওহ্, আল্লাহ!' ফিসফিস করল শাহানা।

'ভয় পাবার কিছু নেই,' আড়ষ্ট একটু হেসে অভয় দিল ওয়ালডেন। 'আমার স্ত্রীর এ-সব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। ফিরতে আমাদের দেরি হচ্ছে দেখলে জায়গা মত খবর পৌঁছে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে হেভি ইকুইপমেন্ট নিয়ে ছুটে আসবে রেসকিউ ইউনিট।'

'এখানে আমরা কতক্ষণ আটকা পড়ে থাকব?' জানতে চাইলেন কোলরিজ।

'কী পরিমাণ তুষার শাফট-ওপেনিং ব্লক করে রেখেছে না জেনে বলা কঠিন। হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। পুরো একটা দিনও লেগে যেতে পারে। তবে কোন বিশ্রাম ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করবে রেসকিউ ইউনিট, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

খানিকটা স্বস্তি বোধ করল শাহানা। 'সেক্ষেত্রে যতক্ষণ আপনার আলো পাচ্ছি, লিপিগুলো রেকর্ড করি আমরা।'

শাহানার কথা শেষ হতেই চেম্বারের গভীর কোথাও থেকে গুরুগম্ভীর গুড়গুড় আওয়াজ উঠে এল। পরমুহূর্তে যেন টিম্বার ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। তারপর শুরু হলো পাথর ধসের বিরতিহীন গর্জন, বিভিন্ন টানেলে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। প্রবল একটা ঝড়ো বাতাস সগর্জনে ফাটল দিয়ে চেম্বারের ভিতরে ঢুকল, ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল ওদেরকে।

এই সময় বারকয়েক মিট মিট করে নিভে গেল আলোটাও।

পাঁচ

পাথর ধসের শব্দ ধীরে ধীরে একসময় থেমে গেল। ধুলোয় ভরে গেছে বাতাস, খকখক করে কাশতে শুরু করল ওরা। মুখের ভিতর কাঁকরও ঢুকেছে।

প্রথমে কথা বলতে পারলেন ডক্টর কোলরিজ। 'ঘটলটা কী?'

'নিশ্চয়ই টানেলের ছাদ ভেঙে পড়েছে,' বেসুরো গলায় জানাল ওয়ালডেন।

'ডক্টর শাহানা!' চেঁচিয়ে উঠলেন কোলরিজ, অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন। 'আপনি ব্যথা পেলেন নাকি?'

'না,' কাশির দমক একটু কমতে জবাব দিল শাহানা। 'আমার দম ফুরিয়ে গেছে, তবে ঠিক আছি।'

তার হাতটা পেয়ে ধরলেন কোলরিজ, তারপর তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। 'নিন, আমার রুমালটা নাকে চেপে ধরুন।'

সেটা নিল শাহানা। 'মনে হচ্ছিল দুনিয়াটা আমার পায়ের নীচ থেকে সরে গেল।'

'হঠাৎ ছাদটা ভেঙে পড়ল কেন?' ওয়ালডেনকে জিজ্ঞেস করলেন কোলরিজ, যদিও অন্ধকারে তাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

'অসম্ভব মনে হলেও, আওয়াজটা আমার কানে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ বলে মনে হয়েছে।'

'প্রথম যে পাথর ধসটা হলো, তার আফটারশকের কারণে টানেলের ছাদ ভেঙে পড়তে পারে না?' জিজ্ঞেস করলেন কোলরিজ।

'না, আমি জানি, ডিনামাইটই ফেটেছে,' বলল ওয়ালডেন। 'বহু বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার, শব্দটা চিনি। আমাদের সরাসরি নীচের একটা টানেলে বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে। শকই বলে দিচ্ছে, বেশ বড়।'

'কিন্তু আমি তো জানি মাইনটা পরিত্যক্ত।'

'ঠিকই জানেন। আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া বহু বছর এখানে কেউ ঢোকে না।'

'তা হলে কে, কীভাবে–'

'কীভাবে নয়, জিজ্ঞেস করুন–কেন?' নৃ-বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের পায়ে ঘষা খেল ওয়ালডেন, হামাগুড়ি দিয়ে নিজের হার্ড হ্যাটটা খুঁজছে সে।

'আপনি বলতে চাইছেন মাইনটাকে সিল করে দেয়ার জন্যেই বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে?' জানতে চাইল শাহানা। 'কেন? কে এমন কাজ করবে?'

'বাইরে যদি বেরুতে পারি সেটাই প্রথমে জানতে চেষ্টা করব,' বলল ওয়ালডেন। হার্ড হ্যাট খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালল সে।

ছোট্ট বাতি চেম্বারের ভিতরটা সামান্যই আলোকিত করতে পারল। ওদের সবাইকে ধুলোয় ঢাকা স্ট্যাচুর মত লাগছে।

'আমার কিন্তু ভয় করছে,' বিড়বিড় করল শাহানা।

'বিপদের মাত্রা নির্ভর করবে ফাটলের কোনদিকের টানেল ভেঙে পড়েছে তার ওপর। মাইনের আরও অনেক ভেতর দিকে হলে, সহজেই উদ্ধার পাব। কিন্তু ছাদটা যদি এই জায়গা আর এগজিট শাফটের মাঝখানে কোথাও ভেঙে থাকে, বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে। আমি যাই, দেখে আসি।'

ফাঁক গলে নেমে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্ধকার হয়ে গেল চেম্বার। তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল ওয়ালডেন। তার চেহারাই বলে দিল, এই লোক নরক চাক্ষুষ করেছে।

'খবর ভাল নয়.' ধীরে ধীরে বলল সে। 'শাফটের দিকে

যাবার পথে একটু দূরেই ভেঙে পড়েছে টানেল। আমার হিসেবে পতনটা ত্রিশ গজ বা কিছু বেশি জায়গা জুড়ে। পাথর সরিয়ে পথ বের করতে উদ্ধারকর্মীদের কয়েক হপ্তাও লেগে যেতে পারে–কারণ শুধু আবর্জনার স্তূপ সরালেই হবে না, ছাদে নতুন করে টিম্বার লাগিয়ে এগোতে হবে।'

'না খেয়ে মরার আগে উদ্ধার পাব তো?' জানতে চাইলেন কোলরিজ।

'খিদে বা খাবার আমাদের সমস্যা নয়,' বলল ওয়ালডেন, হতাশার সুরটা গোপন করতে পারল না। 'টানেলে পানি বাড়ছে। এরই মধ্যে তিন ফুট ডুবে গেছে।'

এতক্ষণে শাহানা খেয়াল করল, ওয়ালডেনের ট্রাউজারের পায়া হাঁটু পর্যন্ত ভিজে। 'তারমানে বেরুবার কোন পথ নেই? আমরা এখানে ফাঁদে আটকা পড়েছি?'

'তা কখন বললাম আমি!' মেজাজ ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মাইনার ওয়ালডেন। 'প্রচুর সম্ভাবনা আছে চেম্বারের নাগাল পাবার আগেই একটা ক্রসকাট টানেলে নেমে যাবে পানিটা।'

'তবে আপনি নিশ্চিত নন,' বললেন কোলরিজ।

'কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে,' বিড়বিড় করল ওয়ালডেন।

চেম্বারের বাইরে পানির প্রথম কলকল আওয়াজ শুনে শিউরে উঠল শাহানা। সময়টা যেন দুঃস্বপ্নের ভিতর কাটছে। পানি দ্রুত বাড়ছে। ডক্টর কোলরিজের দিকে তাকাল সে। তিনিও নিজের চেহারায় ফুটে ওঠা আতঙ্কের ছাপ লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। 'ভাবছি,' নরম সুরে ফিসফিস করল শাহানা, 'ডুবে মরতে কেমন লাগে!'

এক মিনিট পার হতে যেন এক বছর সময় নিচ্ছে, পরবর্তী দুই ঘণ্টা সময় নিল দুই শতাব্দী। পানি উঁচু হতে হতে ফাঁক গলে চেম্বারে ঢুকেছে। ধীরে ধীরে ডুবে গেছে ওদের পা। আতঙ্কে পঙ্গু

কাঁধ আর পিঠ দেয়ালে চেপে ধরেছে শাহানা, পানির হামলা থেকে অতিরিক্ত কয়েক সেকেন্ড রক্ষা পাওয়ার বৃথা চেষ্টায়।

পুরুষ দু'জন কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন ডক্টর কোলরিজ, অচেনা একদল লোক তাদেরকে খুন করার চেষ্টা করছে, এ তিনি বিশ্বাস করেন না। এরকম কিছু করার পিছনে কারও কোন যুক্তি নেই, মোটিভ নেই, স্বার্থ নেই।

শাহানা নিজের মেয়ের কথা বলল। ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা আছে, লেখাপড়া শিখে তার মানুষ হতে কোন সমস্যা হবে না; তবে দুঃখ এই যে একমাত্র সন্তানের নারী হয়ে ওটা দেখে যেতে পারছে না সে। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু চোখের জল বেঁকে বসল–ঝরছে না।

পানি হাঁটু ছুঁতে সমস্ত কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কোমরে উঠে এল বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, খুদে পেরেকের মত মাংসে বিঁধছে। কাঁপুনি ধরে গেল শাহানার শরীরে।

ল্যাম্পের হলদেটে আলোয় চেম্বারের ভিতর কালো পানিকে পাক খেতে দেখছে শাহানা। হঠাৎ মনে হলো, কী যেন চোখে পড়ল তার! দেখল, নাকি অনুভব করল? 'আপনার আলোটা নেভান!' ওয়ালডেনের উদ্দেশে বিড়বিড় করল সে।

'কী?'

'আলোটা নেভান। মনে হয় নীচে কিছু একটা আছে।'

পুরুষ দু'জনের কাছেই মনে হলো, খুব বেশি ভয় পাওয়ায় হ্যালিউসিনেশনের খপ্পরে পড়েছে শাহানা। তবে কথা না বাড়িয়ে হার্ড হ্যাটের ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল ওয়ালডেন।

গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল চেম্বার।

'কী দেখলেন বলে মনে হলো?' নরম সুরে জানতে চাইলেন ডক্টর কোলরিজ।

'একটা আভা,' ফিসফিস করল শাহানা।

ওয়ালডেন বলল, 'কোথায়, আমরা তো কিছু দেখছি না।'

'ঠিক জায়গায় তাকিয়ে থাকলে আপনারাও দেখতে পেতেন,' বলল শাহানা, উত্তেজনায় আর ভয়ে হাঁপাচ্ছে। 'পানিতে অস্পষ্ট একটা আভা।'

ক্রমশ ফুলে ওঠা পানিতে চোখ বুলাচ্ছে তারা দু'জন। তবে অন্ধকার ছাড়া কিছুই ধরা পড়ছে না চোখে।

'সত্যি বলছি, দেখেছি আমি। ভুল দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ফাঁকের নীচে আবছা একটা আলোর আভাস।'

ঠকঠক করে কাঁপছে শাহানা। দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।

'আমরা শুধু তিনজন এখানে,' বললেন ডক্টর কোলরিজ। 'আর কেউ নেই।'

'ওই যে!' জোরে হাঁপিয়ে উঠল শাহানা। 'দেখলেন না?'

নিজের মাথাটা পানির নীচে নামিয়ে দিল ওয়ালডেন। এবার সে-ও দেখতে পেল–টানেলের দিক থেকে খুবই নিস্তেজ একটা আভা আসছে। মনে আশা নিয়ে দম আটকে রাখল সে। আরেকটু উজ্জ্বল হচ্ছে দেখে ভাবল কাছে সরে আসছে ওটা। পানির উপর মাথা তুলে দম নিল, তারপর আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। 'কিছু একটা...সত্যি আছে! লোকে ভূত না আত্মার কথা বলে, মাইন শাফটে ঘুরে বেড়ায়...নিশ্চয়ই সেরকম কিছু হবে। অসম্ভব, পানিতে ডোবা টানেলে কোন মানুষ নড়াচড়া করতে পারে না।'

শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলছে তারা। আতঙ্কে নীল হয়ে উঠল চেহারা, বিস্ফারিত চোখে দেখছে–আলোর আভাটা যেন ফাঁক গলে উঠে আসছে চেম্বারে। কী মনে করে নিজের ল্যাম্পটা আবার জ্বালল ওয়ালডেন। তিনজনই তারা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে–পানির উপর ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছে, পরে আছে কালো একটা হুড।

তারপর ঘোলা পানি থেকে একটা হাত উঁচু হলো, এয়ার

রেগুলেটর থেকে মাউথপিস সরাল সেটা, তারপর কপালে তুলে দিল একজন ডাইভারের ফেস মাস্ক। একজোড়া মায়াভরা কালো চোখ উদ্ভাসিত হলো মাইনার'স ল্যাম্পের আলোয়, চওড়া হাসি নিয়ে প্রসারিত হচ্ছে ঠোঁট জোড়া, বেরিয়ে পড়ল দু'সারি উজ্জ্বল সাদা দাঁত।

'মনে হচ্ছে,' সকৌতুক কণ্ঠস্বর, বন্ধুত্বপূর্ণ, চোস্ত ইংরেজিতে বলল, 'একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছি আমি। তাই না?'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না শাহানা। মনটা ভয়ে কাহিল আর শরীরটা ঠাণ্ডায় অবশ, এ অবস্থায় দৃষ্টিবিভ্রম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কোলরিজ আর ওয়ালডেন হকচকিয়ে গেছে, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কথা বলতে পারছে না। তবে ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে শুরু করল, তারপর হঠাৎ প্রকাণ্ড ঢেউ-এর মত গ্রাস করল পরম স্বস্তি—এমন একজনের সঙ্গ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে যোগাযোগ আছে বাইরের দুনিয়ার। ঠাণ্ডা ভয়ের জায়গায় উজ্জ্বল আশা জাগল মনে।

'কে···কো-কোত্থেকে এলেন আপনি?' উত্তেজনায় তোতলাচ্ছে ওয়ালডেন।

'পাশের বাকানির মাইন থেকে,' জবাব দিল আগন্তুক, চেম্বারের দেয়ালে ডাইভ লাইটের আলো ফেলছে, সেটা স্থির হলো অবসিডিয়ান খুলির উপর। 'এটা কি কারও সমাধি?'

'না,' জবাব দিল শাহানা। 'এটা একটা রহস্যময় জায়গা।'

'আপনাকে আমি চিনতে পারছি,' বললেন কোলরিজ। 'আজই সকালের দিকে কথা বলেছি আমরা। নুমার সঙ্গে আছেন আপনি।'

'ডক্টর কোলরিজ, তাই না? আবার দেখা হওয়ায় খুশি হয়েছি, এ-কথা বলতে পারছি না—দুঃখিত।' মাইনারের দিকে তাকাল রহস্যময় আগন্তুক। 'আপনি নিশ্চয়ই ম্যাক, ম্যাক ওয়ালডেন, এই

খনির মালিক। আপনার স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি ডিনারের আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে দেব আপনাকে।' ঘাড় ফিরিয়ে এবার শাহানার দিকে তাকাল। 'আর আপনি নিশ্চয় ডক্টর শাহানা সাজিদ।'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

'আপনি কে, কেন মাইনে ঢুকবেন ইত্যাদি সব তথ্য স্বামীর কাছ থেকে আগেই জেনেছিলেন মিসেস ওয়ালডেন,' বলল আগন্তুক। 'তিনিই সব বলেছেন আমাকে।'

'কিন্তু এখানে আপনি এলেন কীভাবে?' জানতে চাইল শাহানা, এখনও আচ্ছন্ন বোধ করছে সে।

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল আগন্তুক। নুমার একজন অস্থায়ী, অবৈতনিক স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর সে। এখানে উজান-ভাটি আর অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহ নিয়ে একটা গবেষণা করছে নুমা। উজানের দেশ পানির ন্যায্য অংশ দিতে অস্বীকার অথবা গড়িমসি করলে ভাটির যে-সব দেশ সমস্যায় পড়ে–যেমন বাংলাদেশ–সে-সব দেশ এই গবেষণা থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। তো শেরিফ তাকে জানায় ম্যাক ওয়ালডেনের প্যারাডাইস মাইনের প্রবেশপথ পাথর ধসে বন্ধ হয়ে গেছে। তার টিমের নুমা ইঞ্জিনিয়াররা সিদ্ধান্ত নেয় পাশের বাকানির মাইনের একটা টানেল ধরে প্যারাডাইস মাইনে ঢোকার চেষ্টা করবে। তার নেতৃত্বে টিমটা কয়েক শো ফুট এগোয়, তারপরই হঠাৎ বিস্ফোরণের আওয়াজে পাহাড়টা কেঁপে ওঠে। এরপর শাফটে পানি উঠতে দেখে তারা, দুটো মাইনেই বন্যা দেখা দেয়, বুঝতে পারে ওদের কাছে পৌঁছাবার একটাই উপায় আছে–টানেলের ভিতর দিয়ে সাঁতরান।

'আপনি বাকানির মাইন থেকে সাঁতরে এসেছেন এখানে?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন, চোখে-মুখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস। 'সে তো প্রায় আধমাইলের কম নয়!'

'আসলে সাঁতার শুরু করার আগে অনেকটা পথ হাঁটা গেছে,' ব্যাখ্যা করল আগন্তুক। 'তবে স্রোতটা আমার ধারণার চেয়েও জোরাল ছিল। লাইনে বেঁধে একটা ওয়াটারপ্রুফ প্যাক নিয়ে আসছিলাম, তাতে খাবারদাবার আর ওষুধ-পত্র ছিল–কিন্তু হঠাৎ একটা স্রোত এসে আছড়ে ফেলল আমাকে পুরানো একটা রিগের গায়ে, তারপর দেখি লাইনের মাথায় প্যাকটা নেই।'

'আপনি আহত হয়েছেন?' জানতে চাইল শাহানা।

'এখানে সেখানে এক-আধটু কেটে-ছিঁড়ে যেতে পারে, ও কিছু নয়।'

'এটাকে মিরাকলই বলতে হবে যে গোলকধাঁধার মত ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য টানেলের ভেতর থেকে নির্দিষ্ট একটাকে বেছে নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছেন আপনি।' একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নাকের পাশটা চুলকাচ্ছেন ডক্টর কোলরিজ।

ক্ষীণ একটু হেসে খুদে একটা মনিটর উঁচু করে দেখাল আগন্তুক, সবুজাভ আলোর আভা বেরুচ্ছে স্ক্রিন থেকে। 'আন্ডারওয়াটার কমপিউটার এটা, টেলুরাইড ক্যানিয়নের প্রতিটি শাফট, ক্রসকাট আর টানেল প্রোগ্রাম করে ভরে দেওয়া হয়েছে। ছাদ ভেঙে পড়ায় আপনাদের টানেল ব্লক হয়ে গেছে, কাজেই ঘুর-পথে আসতে হয়েছে আমাকে। নীচের লেভেলে নেমেছি, চক্কর দিয়েছি, সবশেষে উল্টোদিক থেকে এসেছি। টানেল ধরে সাঁতরাবার সময় আপনাদের ল্যাম্পের অস্পষ্ট আলো দেখতে পাই। তারপর...পৌঁছে গেলাম।'

'তা হলে মাটির ওপরে ওরা কেউ জানে না আমরা আসলে ছাদ ভেঙে পড়ায় এখান থেকে বেরুতে পারছি না,' মন্তব্য করলেন ডক্টর কোলরিজ।

'জানে,' বলল ডাইভার। 'কী ঘটেছে জানার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নুমা টিম শেরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।'

ডক্টর কোলরিজের চেহারায় অস্বাস্থ্যকর একটা ফ্যাকাসে ভাব

দেখা যাচ্ছে। বাকি সবার মত উৎসাহ দেখাতে কী কারণে যেন ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। 'আপনার পিছু নিয়ে আর কোন ডাইভার এসেছে?' জানতে চাইলেন।

ডাইভার সামান্য একটু মাথা নাড়ল। 'আমি একা। এক পর্যায়ে আমাদের মাত্র দুটো ট্যাংকে অক্সিজেন ছিল। বুঝলাম আপনাদের কাছে একজনের বেশি পৌঁছাতে চাইলে মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।'

'দেখা যাচ্ছে, এত কষ্ট করে শুধু শুধু এসেছেন আপনি, আমাদেরকে বাঁচাবার জন্যে তেমন কিছু করতে পারবেন বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমার সঙ্গে মাত্র একজন বাকানির মাইনে যেতে পারবেন।'

'সেক্ষেত্রে লেডিস ফার্স্ট–ডক্টর শাহানাকে নিয়ে যান, প্লিজ।'

'আমিও তাই বলি,' জানাল ওয়ালডেন। 'এখনও পানি বাড়ছে, তাড়াতাড়ি করুন–ডক্টর শাহানাকে বাঁচান।'

শাহানার হাত ধরল আগন্তুক। 'আগে কখনও স্কুবা গিয়ার ব্যবহার করেছেন?'

মাথা নাড়ল শাহানা।

আগন্তুক তার ডাইভ লাইট ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের দিকে তাক করল। 'আপনারা?'

'ব্যবহার করতে জানাটা কি সত্যি দরকার?' কোলরিজ গম্ভীর।

'আমি মনে করি।'

মাথা ঝাঁকালেন কোলরিজ। 'আমি একজন কোয়ালিফাইড ডাইভার।'

'যেমন ধারণা করেছি। আর আপনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ালডেন। 'আমি কোনও রকম সাঁতার জানি।'

শাহানা তার নোটপ্যাড আর ক্যামেরা যত্নের সঙ্গে প্লাস্টিকে মুড়ছে। আগন্তুক তাকে বলল, 'আপনি আমার পাশে সাঁতরাবেন।

এয়ার-রেগুলেটরের মাউথপিস পালা করে ব্যবহার করব আমরা–আপনি একটা শ্বাস নিয়ে আমাকে ফেরত দেবেন জিনিসটা, তারপর আমি শ্বাস নিয়ে আপনাকে ফেরত দেব। এই চেম্বার থেকে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমার ওয়েট বেল্ট ধরবেন।'

এরপর ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের দিকে তাকাল আগন্তুক। 'যদি ভেবে থাকেন আপনারা মারা যাবেন, ভুলে যান। সে সুযোগ আপনাদের দেওয়া হবে না–ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি আমি।'

'ভাল হয় আরও একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে,' শুকনো গলায় বলল ওয়ালডেন। 'বিশ মিনিটের মধ্যে পানি আমাদের মাথাও ডুবিয়ে দেবে।'

'সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো আপনারা পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবেন।' শাহানার হাত ধরে নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডুব দিল, চোখের পলকে হারিয়ে গেল ঘোলা পানিতে।

ডাইভ লাইট টানেলের সামনের দিকে তাক করল ডাইভার, অনুসরণ করছে ছোট্ট কমপিউটারে ফুটে ওঠা আলোকিত রেখাগুলোর একটাকে। পানির সারফেস টানেলের ছাদ স্পর্শ করেছে, স্রোতের গতি কমে যাওয়ায় আগের সেই আলোড়নও নেই। পানি ভর্তি টানেলের ভিতর সবেগে ফিন ছুঁড়ছে সে, টেনে নিয়ে চলেছে শাহানাকে। ঝট্ করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল, তার ওয়েট বেল্ট শক্ত করে ধরে আছে মেয়েটি, তবে চোখ দুটো চেপে বন্ধ করে রেখেছে। এয়ার রেগুলেটরের মাউথপিস ঠিক সময় মতই গ্রহণ করছে মুখে, চোখ না খুলেই।

ঘোলা পানিতে ডাইভ লাইটের আলো দশ ফুটের বেশি এগোয় না। পাশ কাটাবার সময় কাঠের অবলম্বনগুলো গুনছে

আগন্তুক, আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করছে কতদূর এগোল। অবশেষে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল টানেল, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একটা গ্যালারিতে পৌঁছাল, সেখানে পাওয়া গেল খাড়া একটা শাফট।

শাফটটার ভিতর ঢোকার পর তার অনুভূতি হলো গহন গভীরতার কোন অচেনা দানব গিলে ফেলেছে তাকে। দু'মিনিট পর পানির সারফেস ভাঙল তাদের মাথা, উপরের অন্ধকারের দিকে ডাইভ লাইট তাক করল সে। একটা টানেল প্যারাডাইস মাইনের পরবর্তী লেভেলে উঠে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছে–শেষ মাথায় চল্লিশ ফুট লম্বা একটা মই।

মুখ থেকে চুল সরিয়ে, বড় বড় চোখ করে, আগন্তুকের দিকে তাকাল শাহানা। 'পৌঁছে গেছি!' হাঁপিয়ে উঠল সে, কাশল, পানি ফেলল মুখের ভিতর থেকে। 'আপনি এই শাফটের কথা জানতেন?'

ডিরেকশনাল কমপিউটারটা দেখাল আগন্তুক, বলল, 'পথ দেখিয়েছে এই রত্নটি।' মইয়ের মরচে ধরা ধাপে একটা হাত রাখল। 'কী মনে হয়, পরবর্তী লেভেলে একা যেতে পারবেন?'

'প্রয়োজনে উড়ে হলেও চলে যাব,' বলল শাহানা, নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পেরে আনন্দে আত্মহারা।

তার হাতে একটা ওয়াটারপ্রুফ লাইটার ধরিয়ে দিল আগন্তুক। 'এটা রাখুন। কিছু শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালবেন। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা পানিতে ছিলেন।'

ডাইভ মাস্কটা আবার মুখে লাগাল আগন্তুক। পানির নীচে ডুব দিতে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার কাঁধে একটা হাত রাখল শাহানা। 'আপনি ওদেরকে আনার জন্যে ফিরে যাচ্ছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল ডাইভার। 'চিন্তা করবেন না, যথেষ্ট সময় আছে। দু'জনকেই আমি নিয়ে আসতে পারব।'

'এখনও কিন্তু জানা হলো না কে আপনি।'

'আমি মাসুদ রানা,' পরিষ্কার বাংলায় বলল ও। 'বাংলাদেশের অযোগ্য এক সন্তান।'

'আরে! আপনি বাঙালী!'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর দাঁতের ফাঁকে মাথউপিস ঢুকিয়ে নিয়ে ডুব দিল ঘোলা পানিতে।

ছয়

প্রাচীন চেম্বারে ওদের দু'জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যমদূত। ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের কাঁধ পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি।

'ভদ্রলোক ফিরে আসবেন বলে মনে হয়?' ওয়ালডেনের গলায় জোর নেই।

'মনে হয় না। কিংবা এলেও অনেক দেরি করে ফেলবে। কে জানে, হয়তো জেনেশুনেই মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে গেছে।'

'আমার তা হলে কেন মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

'বোধহয় করাই উচিত,' বললেন কোলরিজ, পানির তলা থেকে আলোর একটা আভাকে উঠে আসতে দেখছেন।

'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ!' ওয়ালডেন দেখল পানির সারফেস ভেঙে উপরে উঠল রানার মাথা। 'আপনি সত্যি ফিরে এসেছেন!'

'কোন সন্দেহ ছিল কি?' হালকা সুরে জানতে চাইল রানা।

'ডক্টর শাহানা কোথায়?' ডাইভ মাস্কের ভিতর থেকে রানা তাকাতেই জেরা করার সুরে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর কোলরিজ।

'তিনি নিরাপদ,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'টানেল ধরে আশি ফুট গেলে শুকনো একটা শাফট পাবেন।'

'ওটা আমি চিনি,' বলল ওয়ালডেন, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যাওয়ায় কোন রকমে বোঝা গেল। 'ওটা প্যারাডাইসের পরবর্তী লেভেলে নিয়ে যাবে।'

মাইনার ওয়ালডেনের মধ্যে হাইপথারমিয়ার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে রানা। 'আপনাকে পরের বার নিয়ে যাব, মিস্টার কোলরিজ,' বলল ও।

'ডুব দেয়ার পর আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে?' গুঙিয়ে উঠল ওয়ালডেন।

শক্ত করে তার কাঁধ ধরল রানা। 'আমি থাকতে আপনার কোন চিন্তা নেই।'

'গুড লাক,' বললেন কোলরিজ।

নিঃশব্দে হাসল রানা, তারপর বন্ধুত্বসুলভ একটা টোকা দিল তাঁর কাঁধে। 'কোথাও চলে যাবেন না আবার!'

'ফিরে এসে এখানেই পাবেন।'

ওয়ালডেনকে নিয়ে যেতে কোন সমস্যায় পড়তে হলো না। মইয়ের কাছে পৌঁছে থামল রানা, কয়েকটা ধাপ বেয়ে উঠতে সাহায্য করল ওয়ালডেনকে। 'বাকিটা আপনি একা উঠতে পারবেন বলে মনে হয়?'

হাঁপাচ্ছে ওয়ালডেন। 'পারতেই হবে আমাকে...'

তাকে রেখে ডক্টর কোলরিজের কাছে ফিরে এল রানা। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, তাঁর অবস্থা ভাল নয়। কপালে হাত দিয়ে রানা আন্দাজ করল হাইপথারমিয়ার কারণে, অর্থাৎ ব্লাডপ্রেশার কমে যাওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা বিরানব্বুইয়ে নেমে এসেছে। আর দুই ডিগ্রি কমলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। তাঁর মুখে

মাউথপিসটা ঢুকিয়ে দিল রানা, তারপর তাঁকে নিয়ে ফাঁক গলে বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে।

পনেরো মিনিট পর দেখা গেল শাহানার জ্বালা আগুনটাকে ঘিরে বসে আছে সবাই। কাছাকাছি একটা ক্রসকাট প্যাসেজ থেকে কাঠগুলো কুড়িয়ে এনেছে সে।

সবাই যখন আঁচ পোহাচ্ছে, রানা ব্যস্ত হয়ে উঠল কমপিউটার নিয়ে–একটা প্ল্যান তৈরি করতে বলছে ওটাকে, ঘুরপথ ধরে কীভাবে জমিনের উপর ওঠা যায়।

টেলুরাইড উপত্যকা অসংখ্য পুরানো খনির সমষ্টি। শাফট, ক্রসকাট, ড্রিফট্ আর টানেল–সব মিলিয়ে ৩৬০ মাইলেরও বেশি হবে। রানা ভাবল, ভিজে স্পঞ্জের মত গোটা উপত্যকাটা যে দেবে যায়নি, এটাই তো আশ্চর্য।

বিশ্রাম নেওয়া আর গরম হওয়ার জন্য এক ঘণ্টা যথেষ্ট সময়, তারপর ওদেরকে মনে করিয়ে দিল রানা, বিপদ এখনও কাটেনি, আবার নীল আকাশ দেখতে হলে একটা এস্কেপ প্ল্যান ধরে কাজ শুরু করতে হবে।

'এত তাড়া কীসের?' জানতে চাইল ওয়ালডেন। 'এই টানেল ধরে এন্ট্রান্স শাফটে পৌঁছাতে পারলেই তো চলে। ওখানে আমরা বসে থাকব, পাথর ধস সরিয়ে রেসকিউ টিম আমাদের কাছে চলে আসবে।'

'সরু রাস্তায় বিশ ফুট গভীর তুষার জমে যাওয়ায় ভারী ইকুইপমেন্ট নিয়ে মাইনের কাছে আসতেই পারেনি রেসকিউ টিম,' জানাল রানা। 'অপারেশন থেকে আরও একটা কারণে সরিয়ে নেয়া হয়েছে তাদেরকে–এয়ার টেমপারেচার বাড়তে শুরু করায় আরেকটা পাথর ধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

'সব দেখছি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।' একদৃষ্টে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়ালডেন।

'আমাদের সঙ্গে তাপ আর খাবার পানি আছে, যতই লবণাক্ত

হোক,' বলল রানা। 'যে ক'টা দিন লাগে খাবার ছাড়াই নিশ্চয় টিকতে পারব।'

ক্ষীণ হাসি দেখা গেল ডক্টর কোলরিজের ঠোঁটে। 'না খেয়ে মরতে সাধারণত ষাট থেকে সত্তর দিন লাগে।'

'কিংবা স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার আগে হেঁটেও বেরিয়ে যেতে পারি,' আশার কথা শোনাচ্ছে রানা।

মাথা নাড়ল ওয়ালডেন। 'বাকানির মাইন থেকে মাত্র একটা টানেলই প্যান্ডোরায় গেছে, কিন্তু পানিতে ডুবে আছে সেটা। তার মানে আপনি যে পথে এসেছেন সেটা দিয়ে আমরা বেরুতে পারব না।'

'প্রয়োজনীয় ডাইভিং গিয়ার ছাড়া তো প্রশ্নই ওঠে না,' বললেন ডক্টর কোলরিজ।

'তা বটে,' বলল রানা। 'তবে আমার কমপিউটারাইজড রোড ম্যাপ বলছে আপার লেভেলে অন্তত আরও দুই ডজন শুকনো টানেল আর শাফট রয়েছে, গ্রাউন্ড সারফেসে পৌঁছাবার জন্যে যে-কোন একটা ব্যবহার করতে পারি আমরা।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বলল ওয়ালডেন। 'তবে দুঃসংবাদ হলো, টানেলগুলোর বেশিরভাগই গত নব্বুই বছরে ভেঙে পড়েছে।'

'তারপরও,' বললেন কোলরিজ, 'হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে ঢুঁ মেরে দেখা উচিত।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বলল শাহানা। 'চুপচাপ বসে থাকতে রাজি নই আমি।'

তার কথায় উৎসাহিত হয়ে শাফটের কিনারা পর্যন্ত হেঁটে এসে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল রানা। টানেলের মেঝে থেকে তিন ফুট নীচে উঠে এসেছে পানি, আগুনের চঞ্চল শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে সারফেস থেকে। 'আমাদের কোন বিকল্প নেই। আর বিশ মিনিটের মধ্যে পানিতে ভরে যাবে শাফট।'

ওর পাশে এসে দাঁড়াল ওয়ালডেন, পানির উঠে আসা দেখছে। 'এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল,' বিড়বিড় করল সে। 'মাইনের এই লেভেলে পানি ওঠার কথা এতদিন কারও কাছে শুনিনি। আমার জেমস্টোন মাইনিং শেষ!'

'বোধহয় ভূমিকম্পের সময় পাহাড়ের নীচের কোন প্রবাহ মাইন ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

'ওটা ভূমিকম্প ছিল না,' রেগেমেগে বলল ওয়ালডেন। 'ছিল ডিনামাইটের বিস্ফোরণ।'

তার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

রানার দিকে হঠাৎ চোখ সরু করে তাকাল ওয়ালডেন। 'বাজি ধরে বলতে পারি, মাইনে আমরা ছাড়াও অন্য কেউ আছে।'

পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'সেক্ষেত্রে,' ভারী গলায় বলল ও, 'আপনাদের তিনজনকে কেউ খুন করতে চায়।'

'আপনি সামনে থাকুন,' ওয়ালডেনকে নির্দেশ দিল রানা। 'ব্যাটারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার ল্যাম্পের পেছনে থাকব আমরা। বাকি পথটা পার হব ডাইভ লাইটের আলোয়।'

বিকেল পাঁচটার দিকে রানার ডাইভ কম্পাস দেখে পশ্চিম দিকে রওনা হলো ওরা। বাকি সবার চেয়ে আলাদা দেখাচ্ছে ওকে—পরনে ড্রাই সুট, গ্লাভস, স্টিল টো লাগানো ডাইভ বুট; সঙ্গে রয়েছে কমপিউটার, কম্পাস, আন্ডারওয়াটার ডাইভ লাইট, ডান পায়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকান ছুরি। বাকি গিয়ার নিস্তেজ আগুনের পাশে ফেলে রেখে এসেছে ও।

প্রথম একশো গজ টানেল পেরুতে কোন সমস্যা হলো না। সবার পিছনে রয়েছে রানা, ওর সামনে শাহানা আর কোলরিজ, ওদেরকে পথ দেখাল ওয়ালডেন। টানেলের দেয়াল আর ওর ট্র্যাক-এর মাঝখানে হাঁটার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। একটা

শাফটকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। তারপর আরেকটাকে। পরবর্তী লেভেলে ওঠার জন্য এগুলোয় কোন মই নেই। তারপর ছোট একটা খোলা গ্যালারিতে পৌঁছাল ওরা, তিন দিকে তিনটে টানেল অন্ধকারে মিশে গেছে।

'মাইনের লেআউট যদি ভুলে গিয়ে না থাকি,' বলল ওয়ালডেন, 'আমাদেরকে বাঁ দিকের টানেলটা ধরতে হবে।'

'রাইট!' বিশ্বস্ত কমপিউটারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল রানা।

আরও পঞ্চাশ গজ এগোবার পর একটা পাথর ধসের সামনে পড়ল ওরা। আলগা পাথর পরিমাণে খুব বেশি নয়। ক্রল করে এগোবার মত একটা পথ তৈরি করার জন্য শাহানা বাদে বাকি তিনজন পাথর সরাতে শুরু করল। এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর নিজেদের তৈরি ফাঁক গলে বেরিয়ে এল পাথর ধসের আরেক দিকে। টানেলটা একটা চেম্বারে পৌঁছেছে, এটার শাফট রয়েছে পুরানো একটা মেকানিকাল হোয়স্টসহ। খাড়া প্যাসেজে আলো ফেলল রানা। শেষ মাথাটা আলোর নাগালের বাইরে। তবে মনে আশা জাগাচ্ছে এই শাফট। একদিকের দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে মেইনটেন্যান্স মই, লিফট ওঠা-নামা করাবার কেইব্‌ল এখনও জায়গামত ঝুলছে।

'আমি প্রথমে উঠব,' বলে মইটা ধরল রানা, কয়েক ধাপ উপরে উঠে ইতস্তত করছে—মইয়ের অনবরত দোলা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে ওকে। তারপর অভয় দিল নিজেকে, মইটা কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখলে হাত বাড়িয়ে কেইব্‌লটা ধরে ঝুলে পড়া যাবে। তবে কোন সমস্যা হলো না, ধীরে ধীরে পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে এল ও।

এখান থেকে রানা ডাইভ লাইটের আলোয় দেখতে পাচ্ছে ওর ছয় ফুট সামনে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে মইটা, কিন্তু উপরের টানেলের মেঝের নাগাল পেতে হলে আরও বারো ফুট উঠতে হবে ওকে।

আরও দুই ধাপ ওঠার পর হাত বাড়িয়ে কেইব্‌লগুলোর একটা ধরল রানা। যথেষ্ট মোটা এগুলো, মুঠোর ভিতর শক্ত করে ধরা যায়। মই ছেড়ে দিয়ে কেইব্‌ল বেয়ে উঠছে ও। টানেলের মেঝে থেকে চার ফুট বেশি উঠল, তারপর ছোট একটা দোল খেয়ে লাফ দিল সমতল পাথরে।

'কী অবস্থা?' নীচ থেকে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল ওয়ালডেন।

'টানেলের ঠিক নীচে মই ভেঙে গেছে, তবে এটুকু আমি আপনাদেরকে টেনে তুলে নিতে পারব। ডক্টর শাহানাকে মই বেয়ে উঠে আসতে বলুন।'

কোন বিপদ ছাড়াই রানার সাহায্য নিয়ে উপরের টানেলে উঠে এল ওরা তিনজন। সময় নষ্ট না করে তাগাদা দিল রানা, 'আমরা আপনার ঠিক পেছনে আছি, মিস্টার ওয়ালডেন।'

'তিন বছর আগে এই টানেলটায় কিছু কাজ করেছিলাম,' বলল ওয়ালডেন। 'ভুলে গিয়ে না থাকলে, এটা আমাদেরকে প্যারাডাইস মাইনের এন্ট্রান্স শাফটে পৌঁছে দেবে।'

'পাথর ধসের কারণে ওই পথে বেরুনো সম্ভব নয়,' বললেন কোলরিজ।

'আমরা ওটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি,' বলল রানা, কমপিউটারের মনিটরে চোখ। 'পরবর্তী ক্রসকাট ধরে দেড়শো গজ এগোলে যে টানেলটা পাব, সেটা নর্থ স্টার নামে একটা মাইন থেকে বেরিয়েছে।'

'ক্রসকাট বলতে ঠিক কী বোঝায়?' জানতে চাইল শাহানা।

'প্রচুর ওর আছে এমন একটা শিরার ভেতর দিয়ে যাওয়া টানেল, কিংবা শাফট থেকে শিরায় যাওয়া টানেল। ডিগিং অপারেশনের সময় আলো-বাতাস চলাচল আর যোগাযোগ রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়,' জবাব দিল ওয়ালডেন। রানার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'এ-ধরনের কোন প্যাসেজ আমি

কখনও দেখিনি। আর থাকলেও বোধহয় ভরাট হয়ে আছে।'

'টানেলের বাম দিকের দেয়ালে কড়া নজর রাখুন,' পরামর্শ দিল রানা।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু টানেলটা শেষ হচ্ছে না। এক সময় থামল ওয়ালডেন। দুই প্রস্থ কাঠের সিলিঙের সরাসরি নীচে পাথর ভর্তি একটা জায়গা। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে, রানাকে ওর ল্যাম্পের জোরাল আলোটা ফেলতে বলল ওখানে। 'দেখে মনে হচ্ছে এটাকেই আমরা পাশ কাটাতে চাই,' বলল সে, আলগা পাথরের উপর কঠিন গ্র্যানিটের তৈরি একটা খিলানের দিকে আঙুল তুলল।

পুরুষ তিনজন দেরি না করে পাথর সরাতে লেগে গেল। কয়েক মিনিট পর একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। কম্পাস চেক করল রানা। 'ঠিক দিকেই এগোচ্ছি।'

প্যাসেজ বা টানেলটা খুব সরু, ওর-কার্ট ট্র্যাক-এর জোড়ে পা বেধে যাওয়ায় বারবার হোঁচট খাচ্ছে ওরা।

সামনে দেখা গেল আরেক জায়গার ছাদ ভেঙে পড়েছে। পাথর সরিয়ে পথ বের করা সম্ভব বলে মনে হলো না। ঘুর পথ ধরে ওপারে পৌঁছাতে বেরিয়ে গেল দুই ঘণ্টা। অন্ধকারে হাঁটার পরিশ্রম ওদের সমস্ত শক্তি কেড়ে নিচ্ছে। অবশেষে বড়সড় একটা শাফট পাওয়া গেল, ঢালু হয়ে একে একে তিনটে লেভেল পার হয়ে থেমেছে এমন একটা গ্যালারিতে, যেখানে মরচে ধরা স্টিম হোয়েস্টের ভাঙা কাঠামো দেখা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে এল ওরা, পাশ কাটাল প্রকাণ্ড রিল আর স্টিম সিলিন্ডারকে। এখনও এক মাইল লম্বা কেইব্‌ল রয়েছে ওগুলোর সঙ্গে।

একটানা কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমে সবচেয়ে বেশি ভুগছে ওয়ালডেন। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। তার চেয়ে বয়স বেশি হলেও, ডক্টর কোলরিজকে দেখে মনে হচ্ছে পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছেন। শাহানা যথেষ্ট ক্লান্ত, তবে কিছু বলছে না।

'আর পারছি না!' বলে দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়ালডেন। 'আমার বিশ্রাম দরকার।'

দেয়ালে হেলান দিলেন কোলরিজ। 'উচিত হবে হাল ছেড়ে না দিয়ে হাঁটতে থাকা।'

'ভোটে হারবেন আপনি,' বলল শাহানা। 'বিশ্রাম না দিলে পা দুটো মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে।'

বস্তার মত মেঝেতে কাত হলো ওরা তিনজন, একা শুধু রানা দাঁড়িয়ে থাকল।

'কোন ধারণা আছে, আর কত দূর?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'আরও দুটো লেভেল উঠতে পারলে,' কমপিউটারে চোখ রেখে বলল রানা, 'এক ঘণ্টার ভেতরে এখানে পৌঁছাব।'

'এখানে মানে কোথায়?'

'সম্ভবত টেলুরাইড শহরের ঠিক নীচে কোথাও।'

'তার মানে ওটা জনসন ক্লেইম। একটা ভাঙা শাফট আছে, কাছাকাছি জায়গা থেকে গনডালাগুলো পাহাড়ের ওপর দিয়ে রওনা হয়, পৌঁছায় মাউন্টেন ভিলেজ নামে গ্রামটার স্কি ঢালে। তবে একটা সমস্যা আছে।' হার্ড হ্যাট খুলে মাথা চুলকাচ্ছে ওয়ালডেন।

'কী?'

'দা নিউ ওয়ান্ডার হোটেল এখন বসে আছে সরাসরি মাইনটার প্রবেশ পথের মাথায়।'

নিঃশব্দে হাসছে, রানা বলল, 'আপনার কথা সত্যি হলে ডিনারের বিলটা আমি দেব।'

আবার রওনা হয়ে দু'মিনিট চুপচাপ হাঁটল ওরা।

রানার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, পুরুষদের চেয়ে কানে বেশি শোনে মেয়েরা। অনেক মেয়েই অভিযোগ করে, ওর টিভি একটু জোরে চলে। ওর সন্দেহ যে অমূলক নয় সেটা শাহানার কথা শুনে বোঝা গেল।

সে বলল, 'আমি একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ পাচ্ছি।'

হেসে ফেলল ওয়ালডেন। 'হোন্ডা, নাকি হারলি-ডেভিডসন?'

'না, আমি সিরিয়াস,' জোর দিয়ে বলল শাহানা। 'শব্দটা ঠিক একটা মোটরসাইকেলের মত।'

এই সময় কী যেন একটা রানাও শুনতে পেল। ভুরু কুঁচকে ওয়ালডেনের দিকে তাকাল ও। 'স্থানীয় কিছু ছোকরা মজা করার জন্যে পুরানো খনিতে মোটরসাইকেল চালায় না তো?'

মাথা নাড়ল মাইনার। 'সবাই জানে প্রতিটা খনি অসংখ্য মরণ ফাঁদের সমষ্টি।'

আওয়াজটা এখন সবাই শুনতে পাচ্ছে।

'কোত্থেকে আসছে তা হলে?' জানতে চাইল শাহানা।

'এখনও আসা-যাওয়া করা যায় এমন একটা মাইন থেকে। একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন আমরা যে টানেলে আছি সেটায় কেউ আসবে কীভাবে।'

'অদ্ভুত একটা কাকতালীয় ব্যাপার,' বলল রানা, টানেল বরাবর দূরে চলে গেছে দৃষ্টি। এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছে ও। কেন? কান পেতে রয়েছে, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে আওয়াজটা। তারপর টানেলের দূর প্রান্তে আলো পড়তে দেখা গেল।

মোটরসাইকেল একটা, না কয়েকটা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে যে বা যারাই আসুক, রানা হুমকি হিসেবেই দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সাবধানের মার নেই।

ঘুরল রানা, নিঃশব্দ পায়ে ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনকে পাশ কাটাল। মোটরসাইকেলের হেডলাইট ছুটে আসছে, মগ্ন হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই। কিছুটা সামনে এগিয়ে টানেলের দেয়ালে তৈরি একটা অন্ধকার ফাটলের ভিতর গা ঢাকা দিল রানা। একা শুধু শাহানা লক্ষ করল ব্যাপারটা।

মোটরসাইকেল আরোহীরা তিনজন। তাদের বাইকের সামনে এক ঝাঁক হ্যালাজেন আলো ক্লান্ত দলটাকে অন্ধ করে দিল। চোখে

হাত তুলল তারা, মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাইকগুলোর ইঞ্জিন নিস্তেজ হলো। দু'জন আগন্তুক সিট থেকে নেমে কয়েক পা এগোল, পিছনের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল তাদের দেহরেখা। মাথায় কালো চকচকে হেলমেট, পরনে চেস্ট প্রোটেক্টর-এর উপর টু-পিস জার্সি–যেন ভিন গ্রহ থেকে আসা এলিয়েন। বুটগুলো হাঁটুর দিকে অর্ধেক পথ উঠে এসেছে। হাতে পরেছে কালো চামড়ার দস্তানা। তৃতীয় বাইকার নিজের সিটে বসে থাকল, বাকি দু'জন এগিয়ে এসে হেলমেটের ভাইজর তুলল।

শাহানা উত্তেজিত। 'ভাবতেও পারবেন না আপনাদের দেখে কী খুশি হয়েছি আমরা,' আবেগে গলাটা কেঁপে গেল তার।

'তোমাদের সাহায্য আরও আগে পেলে আরও বেশি খুশি হতাম,' বললেন ডক্টর কোলরিজ।

'এত দূর আসতে পেরেছ, সেজন্যে তোমাদের প্রশংসা না করে পারা যায় না,' ডানদিকের লোকটা বলল, কণ্ঠস্বরে অহেতুক কর্কশ আর হিংস্র ভাব। 'আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমিনিস চেম্বারেই ডুবে মরবে তোমরা।'

'আমিনিস?' প্রশ্ন করল শাহানা, বিস্মিত।

'জানতে পারি আপনারা কোত্থেকে আসছেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'সেটার কোন গুরুত্ব নেই,' বলল বাইকার লোকটা, যেন ক্লাসরুমে কোন ছাত্রকে ধমক দিল।

'আপনারা জানতেন পাথর ধস আর বন্যায় আটকা পড়েছিলাম আমরা?'

'জানতাম।' বিচ্ছিরি শব্দে হেসে উঠল বাইকার।

'অথচ কিছু করেননি?' ওয়ালডেনের চোখে-মুখে অবিশ্বাস। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

ডানপিটে অ্যাডভেঞ্চারার নয়, ভাবল রানা। কথাবার্তা আর ভাবসাবই বলে দিচ্ছে প্রফেশনাল খুনি ওরা। সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রও

আছে। কারণটা জানা নেই, তবে এটুকু পরিষ্কার যে মাইন থেকে ওদেরকে জীবিত ফিরতে দিতে চায় না লোকগুলো।

খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হাতে নিল রানা। এটাই ওর একমাত্র অস্ত্র। বড় করে শ্বাস নিল কয়েকটা, আড়ষ্টতা দূর করার জন্য আঙুলগুলো বারকয়েক নাড়ল। কিছু করলে এখনই, পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

'আরেকটু হলে ডুবে মরছিলাম আমরা,' শুরু করল শাহানা, ভাবছে রানার প্ল্যানটা আসলে কী···নাকি স্রেফ একটা কাপুরুষ, ভয় পেয়ে লুকিয়েছে?

'জানি আমরা। সেটাই তো আমাদের প্ল্যান ছিল।'

'প্ল্যান? কী প্ল্যান?'

'তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলার,' হাসতে হাসতে বলল বাইকার।

সবাই হতভম্ব। কারও মুখে কথা নেই।

'ইচ্ছে শক্তির জোরে এখনও বেঁচে আছ তোমরা। তবে সেটা কোন ব্যাপার নয়। মরতে তোমাদেরকে হবেই।'

'ডিনামাইটের বিস্ফোরণ,' বিড়বিড় করল ওয়ালডেন। 'তোমাদের কাজ?'

'নয়তো কাদের?' উৎসাহের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল বাইকার। 'হ্যাঁ, আমরাই ফাটাই ওগুলো।'

সন্ত্রস্ত হরিণীর মত লাগছে শাহানাকে। তবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে সে। লোকগুলো জানে না তাদের পিছনে আমাদের একজন লুকিয়ে আছে।

ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের ধারণা রানা এখনও তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে।

'কী কারণে আমাদেরকে আপনারা খুন করতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল শাহানা, গলার আওয়াজ কাঁপছে। 'আমরা আপনাদের কী করেছি?'

'খুলি আর লিপি দেখে ফেলেছ তোমরা।'

একাধারে আতঙ্ক আর রাগে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওয়ালডেনকে। 'তাতে কী হলো?' জানতে চাইল সে।

'তোমাদের আবিষ্কার এই মাইনের বাইরে জানাজানি হওয়া চলবে না।'

'আমরা অন্যায় কিছু করিনি,' বললেন ডক্টর কোলরিজ, আশ্চর্য শান্ত। 'আমরা বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক বিস্ময় পরীক্ষা করছি। এ কারণে খুন হয়ে যাচ্ছি, এটা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল বাইকার। 'হে-হে,' যেন কৌতুক করছে সে, 'আমরা হুকুমের দাস মাত্র।'

'তোমরা জানলে কীভাবে আমরা চেম্বারে ঢুকেছি?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'আমাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'কিন্তু কে খবর দিল? ওখানে আমাদের ঢোকার ব্যাপারটা মাত্র পাঁচজন মানুষ জানে।'

'আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল দ্বিতীয় বাইকার। 'এসো কাজটা শেষ করি, তারপর লাশগুলো কাছাকাছি শাফটে ফেলে কেটে পড়ি।'

'এ স্রেফ পাগলামি,' বিড়বিড় করলেন কোলরিজ, কণ্ঠস্বরে কোন রকম আবেগ নেই।

পাথরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল রানা। বাইকের এগজস্ট থেকে মৃদু আওয়াজ বেরুচ্ছে, ওর পায়ের শব্দ চাপা পড়ে যাবে। কথাবার্তায় মন রয়েছে, বাইকে বসা তৃতীয় লোকটা পিঠের কাছে রানার উপস্থিতি টেরই পেল না।

এই মুহূর্তে রানার সমস্যা হলো, শত্রু যত জঘন্য চরিত্রের লোকই হোক, পিছন থেকে তাকে ছুরি মারা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। হেলমেটের নীচে, লোকটার ঘাড়ে মারল ও, তবে উল্টো করে ধরা

ছুরি দিয়ে। হাতলটা বেশ মোটা আর ভারি, ঠিকমত লাগাতে পারলে শত্রুর মারা যাবারই কথা; তবে রানা শুধু অজ্ঞান করার জন্য মেরেছে।

নিজের সিটে নিঃশব্দে ঢলে পড়ল বাইকার, জ্ঞান হারিয়ে কাত হলো রানার গায়ে। ঝুঁকে তাকে ধরল রানা, বাইক সহ ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল ওর-কার্ট ট্র্যাকের উপর। বাইকটার ইঞ্জিন এখনও অলস আওয়াজ করছে।

দ্রুত হাত চালাল রানা, বাইকারের চেস্ট প্রটেক্টর সরিয়ে দিয়ে বগলের তলায় আটকান শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে আনল পিস্তল–প্যারা-অর্ডন্যান্স ১০+১ রাউন্ড, .৪৫-ক্যালিবার অটোমেটিক। ওর ডানদিকে দাঁড়ানো বাইকারের দিকে তাক করল অস্ত্রটা, তারপর টেনে ধরল হ্যামার। এর আগে পি-১০ ব্যবহার করেনি ও, তবে অনুভবের সাহায্যে বুঝল নুমা ভেহিকেলে রাখা ওর কোল্ট .৪৫-এর মতই এটা, ম্যাগাজিন পুরোপুরি ভর্তি।

বাইকগুলোর আলোয় ভেসে যাচ্ছে খুনি দু'জন। নিজেদের পিছনে রানার উপস্থিতি এখনও টের পায়নি তারা। তবে ডক্টর কোলরিজ হঠাৎ দেখে ফেললেন ওকে। বিস্মিত হয়ে বললেন তিনি, 'আপনি ওদিকে গেলেন কখন?'

'কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি?' জানতে চাইল প্রথম বাইকার।

তার পিছন থেকে শান্ত স্বরে জবাব দিল রানা, 'এই যে, আমার সঙ্গে।'

এক ঝটকায় যে যার অস্ত্র বের করে একযোগে ঘুরল তারা মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে।

রানার দুই হাতে ধরা অস্ত্রটা সামনে লম্বা করা, হাঁটু দুটো সামান্য বাঁকান, অ্যাকশন মুভিতে যেমনটি দেখা যায়। ওর প্রথম গুলি ডানদিকে দাঁড়ান বাইকারের গলায় লাগল। চুল পরিমাণ সরে গেল পি-১০, দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল রানা। বাম দিকের বাইকার বুকে খেল গুলিটা, ঠিক যে মুহূর্তে তার নিজের অস্ত্র আলোর

সামনে দাঁড়ান রানার দেহরেখায় লক্ষ্যস্থির করছে। রানা ভাবতে পারেনি এভাবে চোখের পলকে রিয়্যাক্ট করবে তারা। গুলি করতে যদি আর মাত্র এক সেকেন্ড দেরি হত, এই মুহূর্তে রানারই লাশ পড়ে থাকত গ্র্যানিটের মেঝেতে।

গুলির আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে ওদের কাছে। হয়তো দশ সেকেন্ড, কিংবা বিশ সেকেন্ড, কারও মুখ থেকেই কোন শব্দ বেরুল না–শাহানা, কোলরিজ আর ওয়ালডেন বিস্ফারিত চোখে তাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকা লাশ দুটো দেখছে।

'আল্লাহর দোহাই লাগে, কেউ বলবেন এ-সব কী হচ্ছে এখানে?' বলল শাহানা, গলায় জোর নেই। তারপর রানার দিকে মুখ তুলল সে। 'আপনি ওদেরকে খুন করলেন?'

'হ্যাঁ, তা না হলে আপনাদের লাশ পড়ে থাকত এখানে,' বলল রানা, তার কাঁধে মৃদু চাপড় দিল।

এগিয়ে এসে ঝুঁকল ওয়ালডেন, লাশগুলো খুঁটিয়ে দেখছে। 'কারা এরা?'

'সেটা নিশ্চয় একটা রহস্য,' বললেন কোলরিজ। 'তবে পুলিশই সব তদন্ত করে বের করবে।' ঝট করে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আমি আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে চাই, মিস্টার…' হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন, চোখে-মুখে বিস্ময়। 'কী আশ্চর্য, যিনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, আমি তাঁর নামটা পর্যন্ত জানি না!'

'ওঁর নাম মাসুদ রানা,' বলল শাহানা।

'মনে হয় না এত বড় ঋণ কোনদিন শোধ করার সুযোগ পাব আমরা…' চেহারা দেখে মনে হলো, যতটা না স্বস্তি বোধ করছেন তারচেয়ে বেশি যন্ত্রণায় ভুগছেন ডক্টর কোলরিজ।

'সত্যি, অসম্ভব কৃতজ্ঞ বোধ করছি,' বলল ওয়ালডেন, রানার পিঠে হাত চাপড়াল।

'এখানে আসার জন্যে কোন্ মাইনটায় ঢুকতে হয়েছিল ওদেরকে?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল সে, 'খুব সম্ভব প্যারাডাইস মাইন।'

'এর অর্থ, 'ডিনামাইটের সাহায্যে পাথর ধস ঘটিয়ে নিজেদেরকেও তারা ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল–জেনেশুনে,' বললেন কোলরিজ।

মাথা নাড়ল রানা। 'জেনেশুনে নয়। তারা জানত অন্য একটা রুট ধরে সারফেসে ফিরে যেতে পারবে। মারাত্মক ভুলটা করেছে পরিমাণে খুব বেশি ডিনামাইট ব্যবহার করে। ধারণা করতে পারেনি মাটি থরথর করে কেঁপে উঠবে, ফলে ভেঙে পড়বে টানেল, খুলে যাবে আন্ডারগ্রাউন্ড ফাটলের মুখ। ওগুলো খুলে যাওয়াতেই তো পানি উঠে এসেছে।'

'মাইনের ভিতর পথ হারিয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘোরাফেরা করেছে তারা,' বললেন কোলরিজ। 'তারপর আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে।'

'প্রশ্ন হলো, কে তাদেরকে পাঠিয়েছে?' বলল রানা।

'ওই লোককে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে,' অজ্ঞান বাইকারের দিকে হাত তুলে বলল ওয়ালডেন। 'ভাল কথা, ওকে নিয়ে কী করব আমরা?'

'হাত-পা বাঁধার মত রশি নেই, কাজেই তার বুট জোড়া খুলে নেব,' বলল রানা। 'খালি পায়ে মাইনের টানেল ধরে বেশি দূর কেউ যেতে পারে না।'

'আপনি ব্যাটাকে ফেলে রেখে যেতে চান?'

'অচল একটা শরীরকে বয়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। শেরিফকে খবর দেব আমরা, তিনিই ডেপুটি পাঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। আপনারা কেউ বাইক চালাতে জানেন?'

ওয়ালডেন জানে। জানে শাহানাও, কলেজে পড়ার সময়

হপ্তায় একদিন বাবার মোটরসাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরুত।

'আপনি?' ডক্টর কোলরিজকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না–চড়িনি, চড়তে চাইও না। কেন জানতে চাইছেন?'

'খুনিদের সুজুকি তিনটে ব্যবহার করব আমরা।'

চওড়া হাসি হেসে ওয়ালডেন বলল, 'আমি রাজি।'

'আমি শেরিফ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই,' বললেন কোলরিজ। 'আপনারা যান।'

'কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, ডক্টর কোলরিজ। একজন খুনির সঙ্গে আপনাকে একা রেখে যেতে চাই না।'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কোলরিজ। 'চিন্তা করবেন না, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি। তা ছাড়া, বাইকের সামনে হোক আর পিছনে, চড়তে না হলেই আমি খুশি হই।'

'আপনার ইচ্ছে।' হার মানল রানা। ঝুঁকে লাশ দুটোর আগ্নেয়াস্ত্র কুড়িয়ে নিল ও। একটা পি-১০ বাড়িয়ে ধরল কোলরিজের দিকে। 'খুনিটার কাছ থেকে অন্তত বিশ ফুট দূরে থাকবেন।' ডাইভ লাইটটাও দিল তাকে। 'শেরিফের লোকজন না আসা পর্যন্ত ব্যাটারি শেষ হবে না।'

খানিক ইতস্তত করে অস্ত্রটা নিলেন ডক্টর কোলরিজ। 'একজন মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে আমি খুন করতে পারব কি না সন্দেহ আছে আমার,' প্রতিবাদের সুরে বললেন তিনি, তবে তাঁর কণ্ঠস্বরে ঠাণ্ডা হিম আর ধারাল একটা ভাব ফুটল।

'এদেরকে মানুষ বলে ধরে নিলে ভুল করবেন। এরা একটা মেয়েকে জবাই করে হাত পর্যন্ত ধোবে না, আইসক্রিম খেতে বসে যাবে।'

বাইকগুলোর ব্রেক, থ্রটল কলাম ইত্যাদি কীভাবে কাজ করে দেখে নিতে এক মিনিটের বেশি লাগল না ওদের। ডক্টর কোলরিজের উদ্দেশে হাত নেড়ে সগর্জনে রওনা হলো রানা। ওর পিছনে থাকল শাহানা আর ওয়ালডেন।

মিনিট দশেক সাবধানে এগিয়ে মাত্র তিন মাইল পার হলো ওরা, তবে একটা লিফট শাফটে চড়ে অন্য একটা মাইনের আপার লেভেলে উঠে এসেছে, রানার ডিরেকশনাল কমপিউটারে সেটার নাম দেখা গেল 'দ্য সিটিজেন'। টানেলের একটা তেমাথায় এসে বাইক থামাল ও, খুদে মনিটর দেখছে।

'আমরা কি পথ হারিয়েছি?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল শাহানা।

'বাঁ দিকের টানেল ধরে আর দুশো গজ এগোলে নিউ ওয়াল্ডার হোটেলের নীচে পৌঁছাব আমরা।'

'জনসন ক্লেইমে ঢোকার পথটা প্রায় একশো বছর ধরে চাপা পড়ে আছে,' বলল ওয়ালডেন। 'ওই পথ দিয়ে বেরুনো অসম্ভব।'

'দেখতে অসুবিধে কী,' বলে বাইক ছেড়ে দিল রানা। বাকি দুজন পিছু নিল। দু'মিনিট পর আবার থামল সবাই। সামনে ইটের পাঁচিল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

'ঘুরুন, মিস্টার রানা,' বলল ওয়ালডেন। 'বেরুনোর অন্য পথ খুঁজতে হবে।'

মনে হলো তার কথা যেন শুনতে পায়নি রানা। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ইটের পাঁচিলটা ছুঁলো ও। 'আপনারা বাইক নিয়ে সাইড টানেলে ঢুকে পড়ুন,' বলে নিজের বাইক নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

মিনিট খানেক পিছু হটার পর থামল রানা। তারপর স্পিড বাড়িয়ে ইটের দেয়ালটার দিকে ছুটে গেল।

সাইড টানেল থেকে উঁকি দিয়ে ওয়ালডেন আন্দাজ করল, রানার বাইক ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটছে। ইটের দেয়াল যখন আর বিশ গজ দূরে, হ্যান্ড কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, তারপর মাথার উপর হাত তুলে ছাদ ঢাকা টিম্বারের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল।

সবেগে ছুটছে বাইক। সংঘর্ষের আওয়াজে কেঁপে উঠল

টানেলের পাথুরে গা। ইটের দেয়াল বিস্ফোরিত হয়েছে, ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে মোটর বাইকটা। ধুলোর মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল।

টিম্বারের কিনারা ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে নীচে পড়ল রানা, তারপর ছুটল সদ্য ভাঙা দেয়ালটার দিকে। এরই মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে ওয়ালডেন, আলগা ইট সরিয়ে বাইকের তৈরি গর্তটাকে আরও বড় করছে। তারপর সে তার মাইনার ল্যাম্পের আলো ফেলল ভিতরে। কয়েক সেকেন্ড পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। 'আমরা বোধহয় খুব বড় একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি।'

'কেন, কী হয়েছে?' জানতে চাইল শাহানা। 'এ পথ দিয়েও বেরুতে পারব না?'

'বেরুতে পারব,' বলল ওয়ালডেন। 'তবে খরচটা খুব বেশি পড়ে যাবে।'

'খরচ?'

হেঁটে এসে ফাঁকটায় মাথা গলিয়ে ভিতরে তাকাল রানা। 'ওহ্, গড, নো!' গুঙিয়ে উঠল ও।

'কী ব্যাপার?' ধৈর্য হারিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শাহানা।

'মোটরসাইকেল,' বলল রানা। 'রেস্তোরাঁর ওয়াইন সেলারে বিধ্বস্ত হয়েছে ওটা। পুরানো মদের এক-দেড়শো বোতল গুঁড়িয়ে গেছে। মদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে মেঝেতে।'

সাত

পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে ওরা তিনজন খুব বেশি সময় নিল না, কিন্তু শেরিফ চাক রেগান ওদের কথা সহজে বিশ্বাস করতে রাজি না হওয়ায় ঘণ্টা খানেক সময় অযথা নষ্ট হলো। অবশেষে বন্দি খুনি আর তার দুই সঙ্গীর লাশ দেখতে চাইল সে।

শাহানাকে হোটেলের একটা কামরায় তুলে দিয়ে রওনা হলো ওরা।

রানার হিসাবে হোটেল থেকে জায়গাটার দূরত্ব হবে ছয়শো গজ। শেরিফের সঙ্গে একজন ডেপুটি আছে, তার কাছ থেকে একটা টর্চ চেয়ে নিল ও, কয়েক শো ফুট পর পর একবার করে জ্বেলে সামনেটা দেখে নিচ্ছে। অন্ধকারের উপরও কড়া নজর রাখছে ও, ডক্টর কোলরিজের কাছে রেখে যাওয়া ডাইভ লাইটটা জ্বললে যাতে দেখতে পায়।

এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা। চিন্তাটা মাথায় আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আলোটা একবার জ্বালল, তারপরই নিভিয়ে ফেলল। সামনে গাঢ় অন্ধকার। 'আমরা পৌঁছে গেছি,' ওয়ালডেনকে বলল ও।

'তা কী করে সম্ভব!' ওয়ালডেন বিস্মিত। 'তা হলে তো ডক্টর কোলরিজ আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে, আলো দেখে···চিৎকার করতেন বা সংকেত দিতেন···' কথা থেমে গেল তার।

'কী যেন ঠিক নেই।' টানেলের একটা দেয়ালের ফাঁকে আলো ফেলল রানা। 'বাইকাররা আসছে দেখে এই ফাঁকটায়

আমি লুকিয়ে ছিলাম।'

ওর পাশে এসে দাঁড়াল শেরিফ রেগান। 'আমরা থেমেছি কেন?'

'শুনে যা-ই মনে হোক,' জবাব দিল রানা, 'তারা গায়েব হয়ে গেছে।'

'মানে?'

'যিশুর কিরে, যিশুর মায়ের কিরে,' আপন মনে বিড়বিড় করছে ওয়ালডেন। 'দুটো লাশ, একটা অজ্ঞান দেহ আর ডক্টর কোলরিজকে ঠিক এই জায়গায় রেখে গেছি আমরা। ডক্টরের হাতে পিস্তল আছে...'

মেঝেতে হাঁটু গাড়ল রানা, ধীরে ধীরে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরাচ্ছে টর্চের আলোটাকে, চোখ দুটো জমিন আর ওর-কার ট্র্যাকের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখছে।

'মিস্টার রানা,' শুরু করল ওয়ালডেন, তবে রানা হাত নাড়তে চুপ করে গেল।

রানা ভাবছে, ডক্টর কোলরিজ আর খুনিটা যদি চলে গিয়ে থাকে, নিজেদের উপস্থিতির ক্ষুদ্র কিছু নমুনা নিশ্চয়ই ফেলে যাবে। তা ছাড়া, খুনিদের খুন করার জন্য পি-১০ ব্যবহার করেছিল ও, অস্ত্রটা থেকে ইজেক্ট হওয়া শেল কেসিংও পড়ে থাকার কথা এখানে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

রানার ঘাড়ের পিছনটা সড়সড় করছে।

হঠাৎ চোখের কোণে ধরা পড়ল জিনিসটা। কালো একটা তার, আঠারো ইঞ্চি দূরে, এত পাতলা যে গায়ে টর্চের আলো লাগলেও ছায়া পড়েনি।

তারটাকে অনুসরণ করল টর্চের আলো। রেইল ট্র্যাক টপকাল। দেয়াল বেয়ে উঠছে। ওভারহেড টিম্বারে আটকানো কালো ক্যানভাসের বান্ডিলে গিয়ে ঢুকেছে।

'শেরিফ,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনার নিশ্চয় বম্ব

ডিজপোজাল ট্রেনিং নেয়া আছে।'

'আর্মিতে ডেমোলিশন এক্সপার্ট ছিলাম। কেন জানতে চাইছেন, মিস্টার রানা?'

হাত তুলে তারটা দেখাল রানা। 'ওখানে ওটা একটা বুবি ট্র্যাপ। খুনিরা আমাদেরকে যমের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করে রেখে গেছে।'

ক্যানভাসের কালো বান্ডিলটা কাছ থেকে ভাল করে পরীক্ষা করল শেরিফ রেগান। মাথা ঝাঁকাল সে। 'ইয়েস, মিস্টার রানা। আপনি ঠিকই ধরেছেন। এখানে আপনাদের শত্রু আছে।'

'তারা আপনারও শত্রু, শেরিফ। কারণ তারা জানত আমাদের সঙ্গে আপনারাও ডক্টর কোলরিজের কাছে আসছেন।'

'প্রফেসর কোথায়?' জানতে চাইল ওয়ালডেন। 'তিনি বা খুনিটা কোথায় গেল?'

'দুটো সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমি,' বলল রানা। 'জ্ঞান ফিরে পেয়ে ডক্টর কোলরিজকে কাবু করে ফেলে খুনি। তার হাতে মারা গেছেন ভদ্রলোক। লাশটা কাছাকাছি কোন শাফটে ফেলে দেয়া হয়েছে। তারপর বিস্ফোরক ফিট করে আরেকটা টানেল ধরে পালিয়েছে খুনি।'

'মিস্টার রানা, আপনার উচিত রূপকথা লেখা।'

'তা হলে বুবি ট্র্যাপটার একটা ব্যাখ্যা দিন।'

'আমরা এখনও জানি না বান্ডিলটায় সত্যি বিস্ফোরক আছে কিনা।'

সবাইকে নিয়ে পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে এল রানা। তারপর ট্র্যাকের উপর দিয়ে একটা ওর কার ঠেলে দিল। ঢালু লাইন ধরে দ্রুত ছুটল কার। ওই লাইনের উপর দিয়েও দেয়ালের দিকে গেছে কালো তারটা।

বিশ সেকেন্ড পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে প্রায় ছিটকে পড়ার অবস্থা হলো ওদের। ধুলোর আলোড়িত মেঘটা পাশ কাটিয়ে গেল

ওদেরকে। কয়েক টন পাথর ধসে পড়ল টানেলের ভিতর।

শেরিফের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালডেন। 'আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

রানার দিকে ফিরল শেরিফ। 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা ব্যাপার একদম ভুলে গেছেন,' বলল সে।

'কী?'

'ডক্টর কোলরিজ। ওই যে পাথর ধস হলো, তিনি হয়তো ওটার ওদিকে কোথাও বেঁচে আছেন। এমনকী যদি মারাও গিয়ে থাকেন, তাঁর লাশ উদ্ধার করার কোন উপায় রইল না।'

'সেটা সময়ের অপচয়,' সংক্ষেপে মন্তব্য করল রানা।

'আপনি মাত্র একটা সম্ভাবনার কথা বলেছেন,' মিস্টার রানা, মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল শেরিফ। 'দ্বিতীয়টার কথা বলবেন না?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ডক্টর কোলরিজ,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও, 'মারা যাননি।'

'আপনি বলতে চাইছেন তৃতীয় খুনিটা তাঁকে খুন করেনি?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'নিজের বস্‌কে কেন সে খুন করতে যাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'বস্?'

নিঃশব্দে একটু হেসে জোর দিয়ে বলল রানা, 'ডক্টর কোলরিজ খুনিদেরই একজন।'

ওয়ালডেনের স্ত্রী আমান্ডা খুব যত্ন করে ডিনার খাওয়াল ওদেরকে। তার আগে, মাইনের ভিতর কী ঘটেছে শোনার পর, 'আপনি আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, এই ঋণ কী করে শোধ করব,' বলে সাদরে রানাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

'আমি আসলে চিট করেছি,' মুখে স্মিত, ট্রেডমার্ক হাসিটা

নিয়ে বলল রানা। 'আপনার স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকে আমার বাঁচাতে হয়েছে।'

'এ স্রেফ আপনার বিনয়।'

বিব্রত বোধ করে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, এটা দেখে বিস্মিত হলো শাহানা। সে বলল, 'এই ভদ্রলোক একা শুধু আপনার স্বামীকেই বাঁচাননি।'

ডিনারের পর কিচেন হয়ে বাড়ির পিছনের বাগানে চলে এল ওরা, কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা কামরায় বসে গল্প করার সময় ওয়ালডেন বলল, 'ডক্টর কোলরিজ সম্পর্কে আপনার ধারণা আমি মেনে নিতে পারছি না, মিস্টার রানা। আমার মনে হচ্ছে, তৃতীয় লোকটার হাতে খুন হয়েছেন তিনি।'

শাহানা বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত। একজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী কখনও এ-ধরনের কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারেন না।'

'কোলরিজের সঙ্গে আজই তো আপনার প্রথম দেখা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, তবে তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে জানা আছে আমার।'

'কী করে বুঝলেন ওই লোকটা ডক্টর কোলরিজের ভূমিকায় অভিনয় করছিল না?'

'ঠিক আছে,' বলল ওয়ালডেন, 'ধরে নেয়া যাক লোকটা জাল, উন্মাদ বাইকারদের সঙ্গে কাজ করছিল। তা হলে এটা ব্যাখ্যা করবেন কীভাবে যে আপনি হাজির না হলে আমাদের সঙ্গে সে-ও নির্ঘাত ডুবে মারা যেত?'

'ঠিক,' বলল শাহানা। 'খুনিরা তাকেও যদি মেরে ফেলার চেষ্টা করে থাকে, তা হলে সে তাদের দলের লোক হতে পারে না।'

'তার সঙ্গীরা ব্যাপারটা লেজে-গোবরে করে ফেলেছিল। তারা ডেমোলিশন এক্সপার্ট হতে পারে, কিন্তু ওয়ালডেনের মত

প্রফেশনাল হার্ডরক মাইনার নয়। ছাদ ধসিয়ে দিয়ে একটা টানেল ব্লক করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করায় এমন কিছু জায়গার পাথর ভেঙে পড়ে, যে পাথরগুলো একটা আন্ডারওয়াটার নদীকে আটকে রেখেছিল।

'হিসেব গোলমাল করে ফেলায় প্ল্যানটা ভেস্তে যায় তাদের। বসকে উদ্ধার করার জন্যে ভেঙে পড়া জায়গাটাকে ঘুরে আসার আগেই শাফট আর কালো খুলির চেম্বার ডুবে যায়।'

'টানেলের ছাদ ভেঙে ফেলতে চাইল কেন?' প্রশ্ন করল ওয়ালডেন। 'তাতে কী লাভ হয়েছে তাদের?'

'তারা পারফেক্ট মার্ডার চাইছিল,' বলল রানা। 'তাদের ইচ্ছে ছিল মাথায় পাথর ঠুকে আপনাদের দু'জনের মগজ বের করবে, তারপর ভাঙা টানেলের আবর্জনার নীচে ঢুকিয়ে রাখবে লাশগুলো। পরে যদি পাওয়া যায় ওগুলো, সবাই মাইনিং অ্যাক্সিডেন্ট বলে রায় দেবে।'

'কিন্তু কেন মারবে আমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করল শাহানা, চোখেমুখে অবিশ্বাস। 'কী উদ্দেশ্যে?'

'কারণ আপনারা একটা হুমকি।'

'মিস্টার ওয়ালডেন আর আমি হুমকি?' হতভম্ব দেখাল শাহানাকে। 'কার জন্যে?'

'টাকা-পয়সা আর গোপন স্বার্থ আছে এমন কোন অর্গানাইজেশন বা দলের জন্যে, যারা চাইছে না কালো খুলিটাসহ ওই চেম্বারের কথা জানাজানি হয়ে যাক।'

'বড় মাপের একটা আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার কী কারণে কেউ চেপে রাখতে চাইবে?'

'কেন চাইবে জানি না। তবে আমার ধারণা, এটা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এরকম বড় মাপের আবিষ্কারে আরও অনেক লাশ পড়েছে।'

'আরিজোনা স্টেট ভার্সিটির ডক্টর ক্লিফ ময়নিহানের কথা মনে

পড়ে যাচ্ছে আমার,' বলল শাহানা, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে। 'তাঁর নেতৃত্বে একটা আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনে এ-ধরনের রহস্যময় কাণ্ড ঘটেছে। চিলির মাউন্ট লামকার-এ একটা কেইভ এক্সপ্লোর করার সময় কয়েকজন ছাত্রসহ খুন হন তিনি।'

'মৃত্যুর কারণ কী ছিল?'

'তাঁরা ঠাণ্ডায় জমে মারা যান,' বলল শাহানা। 'ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, অন্তত লাশগুলো উদ্ধার করার পর রেসকিউ টিমের রিপোর্টে তাই বলা হয়। আবহাওয়া ঠিক ছিল, ঝড়-টড় ওঠেনি, টেমপারেচার ছিল ফ্রিজিং পয়েন্টের ঠিক নীচে। কেন ময়নিহান আর তাঁর ছাত্ররা হাইপথারমিয়ায় আক্রান্ত হলো, তদন্ত করে তার কারণ বের করা যায়নি।'

'ওই কেইভে আর্কিওলজিকাল কী জিনিস ছিল?' জানতে চাইল রানা।

'নিশ্চিতভাবে কেউ ব্যাপারটা জানে না। নিউ ইয়র্কের দু'জন সফল ট্যাক্স অ্যাটর্নি, অ্যামেচার মাউন্টেইন ক্লাইম্বার, চূড়া থেকে নামার সময় কেইভটা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢোকে। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় কেইভের ভেতরে প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট নিপুণভাবে সাজানো ছিল। এই বর্ণনা দেয়ার কিছুক্ষণ পরেই নিহত হয় তারা।'

রানার দৃষ্টি অপলক হয়ে উঠল। 'তারাও মারা গেল?'

'বাড়ি ফেরার পথে, সান্টিয়াগো এয়ারপোর্টে টেক-অফ করার সময়, তাঁদের প্রাইভেট প্লেনটা ক্র্যাশ করে।'

'দেখা যাচ্ছে বিরাট রহস্য!'

'কিন্তু কেইভে তল্লাশী চালিয়ে কিছুই পাওয়া যায়নি,' বলল শাহানা। 'হয় অ্যাটর্নিরা অতিরঞ্জিত করেছিলেন, নয়তো...'

'নয়তো আর্টিফ্যাক্টগুলো কেউ সরিয়ে ফেলেছে,' শাহানার হয়ে রানাই শেষ করল বাক্যটা।

'আমি ভাবছি অ্যাটর্নিরা কালো কোন খুলি পেয়েছিলেন কিনা,'

মৃদুকণ্ঠে বলল ওয়ালডেন।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সেটা কোনদিন জানা যাবে না।'

'কালো খুলির চেম্বারে যে নোট নিয়েছিলেন, সব ঠিক আছে তো?' শাহানাকে জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'মাইনে সাঁতরাবার সময় পাতাগুলো ভিজে গিয়েছিল, হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিয়েছি। তবে লিপিগুলোর কী অর্থ জিজ্ঞেস করলে আমি কিছু বলতে পারব না। পরিচিত কোন রাইটিং ফর্ম-এর সঙ্গে সংকেতগুলো মেলে না।'

'তা হলে কি ওগুলোর অর্থ করা যাবে না?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা কমপিউটার ল্যাবে বসে ভাল করে পরীক্ষা করার পর বলতে পারব।'

'তবে বলে রাখি, আমি ছাড়া ওই চেম্বারে বহু বছর কেউ ঢোকেনি,' জোর দিয়ে বলল ওয়ালডেন। 'আশপাশের পাথরে খোঁড়াখুঁড়ির কোন দাগ নেই।'

চোখ থেকে চুল সরাল শাহানা। 'ধাঁধাটা হলো, কী উদ্দেশ্যে কে ওটা বানায়।'

'এবং কখন,' জুড়ে দিল রানা। 'ওই কালো খুলির চেম্বার আর খুনিরা কীভাবে যেন এক সুতোয় বাঁধা।'

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস শিস দিয়ে ক্যানিয়নের মাথায় উঠে এল, কাঁচ দিয়ে মোড়া কামরার জানালাগুলোকে ঝলমল শব্দে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল শাহানা। 'যাই, কোটটা নিয়ে আসি।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ির দিকে তাকাল ওয়ালডেন। 'কে জানে আমান্ড কী করছে...'

লাফ দিয়ে রানাকে সিধে হতে দেখে থেমে গেল সে। বিদ্যুৎগতিতে নড়াচড়ায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে মাইনারকে কাঠের টেবিলের নীচে ঠেলে দিল রানা, তারপর শাহানাকে ফেলে

দিল মেঝেতে, নিজের শরীর দিয়ে দ্রুত ঢেকে ফেলল তাকে।

বাগানের ভিতর, বাড়ির ডান পাশেও, ছায়ার ভিতর আরও গাঢ় ছায়ামূর্তির নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। পরমুহূর্তে কাছাকাছি একটা গাঢ় ছায়া থেকে দুটো গুলির আওয়াজ হলো।

দম ফুরিয়ে যাওয়ায় রানার শরীরের নীচে হাঁপাচ্ছে শাহানা।

'ধরেছি ব্যাটাকে!' রানার পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর, আশ্বস্ত করার সুরে বলল কথাটা।

শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে শাহানার উপর থেকে নামল রানা। নিজে সিধে হলো, তারপর দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল শাহানা।

টেবিলের তলা থেকে ওয়ালডেনকেও বের করল রানা, সাহায্য করল দাঁড়াতে।

'গুলির আওয়াজ...ওই কণ্ঠস্বর?' ফিসফিস করল ওয়ালডেন, এখনও আচ্ছন্ন বোধ করছে।

'চিন্তার কিছু নেই,' অভয় দিয়ে বলল রানা। 'পসি আমাদের দলে।'

'আমান্ডা, আমার বা-বাচ্চারা,' নার্ভাস হয়ে পড়ায় তোতলাচ্ছে ওয়ালডেন, ঘুরে বাড়ির দিকে ছুটল।

'বাথটাবে, নিরাপদে আছে,' বলল রানা, খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল।

'কীভাবে–?'

'কারণ আমিই ওদেরকে ওখানে লুকাতে বলে দিয়েছি।'

তেজী ষাঁড়ের মত শক্ত-সমর্থ এক লোক। বাড়িটাকে ঘিরে থাকা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। পরনে হুডসহ আর্কটিক হোয়াইট জাম্প সুট। তুষারের উপর দিয়ে একটা দেহকে টেনে আনছে সে, যাকে টেনে আনছে তার পরনে নিনজা সুট, মুখটা স্কি মাস্কে ঢাকা।

আকাশে এখনও অল্প যে আলো আছে তাতে পরিষ্কার দেখা

গেল, সাদায় মোড়া শক্ত-সমর্থ লোকটার মাথায় কোঁকড়ানো চুল, মুখে শব্দহীন ঝকঝকে হাসি। দেহটার একটা পা ধরে টেনে আনছে সে, দশ কেজি ওজনের আলুর বস্তার মত অনায়াস ভঙ্গিতে।

'কোনও সমস্যা?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা, কাঁচের ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে এসে তুষারের উপর দাঁড়াল।

'নাহ্,' জবাব দিল আগন্তুক। 'সাপের মত চুপিসাড়ে ঢুকতে চেয়েছিল, কল্পনাও করেনি অ্যামবুশের সামনে পড়তে হবে।'

মুখটা রক্তশূন্য লাগছে, শাহানা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার রানা, এটা আপনার প্ল্যান?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এই খুনিরা হলো...' পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখার জন্য থামল ও '...ফ্যানাটিক। ওই রহস্যময় চেম্বারে যারা ঢুকেছে তাদের মেরে ফেলতে চাওয়ার কী কারণ আমি জানি না। যাই হোক, ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেয়ায় তালিকায় আমার নামটা এক নম্বরে রাখে ওরা। ওদের দুটো ভয়-চেম্বারে ফিরে গিয়ে কালো খুলিটা নিয়ে আসতে চাইব আমি, আর শাহানা প্রাচীন লিপির অর্থ বের করে ফেলবে। জানতাম খুনিদের একজন পালিয়েছে, ধরে নিয়েছিলাম আড়াল থেকে খবর আর নজর রাখছে সে, সুযোগ মত ছোবল মারবে। কাজেই টোপ ফেলে অপেক্ষা করছিলাম।'

'এর মধ্যে শেরিফের থাকা উচিত ছিল না?' জানতে চাইল শাহানা।

'সম্ভবত এই মুহূর্তে আপনার হোটেল কামরা থেকে এই ফ্যানাটিকের সঙ্গীকে গ্রেফতার করছেন শেরিফ রেগান। আপনার নোটবুক আর ক্যামেরা চুরি করতে ওখানে ঢোকার কথা তার।'

'এই ভদ্রলোক কে, ওঁকে তো শেরিফের কেউ বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ওয়ালডেন, হাত তুলল তেজী ঘোড়ার মত আগন্তুকের দিকে।

সহাস্যে আগন্তুকের বৃষস্কন্ধে একটা হাত তুলে দিল রানা। 'এ আমার অতি পুরানো আর প্রিয় বন্ধু, ববি মুরল্যান্ড। ওই তো আততায়ীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। নুমায় আছে ও।'

করমর্দন আর কুশলাদি বিনিময়ের পালা দ্রুত শেষ হলো।

'গুলি খেল কে?' বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে আর আমি; দু'জন একসঙ্গে গুলি করি আমরা,' বলল মুরল্যান্ড, নিতম্বের কাছে সামান্য ছেঁড়া জাম্পসুটটা দেখাল। 'তার বুলেট আমার চামড়া ছুঁতে ছুঁতেও ছোঁয়নি। আর আমার বুলেট তার ডান ফুসফুসে ঢুকেছে।'

'তুমি ভাগ্যবান।'

'কী জানি।' কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'আমার লক্ষ্য স্থির ছিল, ওরটা ছিল না।'

'লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে?'

'বোধহয়। তবে এ জীবনে আর ম্যারাথনে নাম লেখাতে হবে না।'

'ওহ্, ডিয়ার গড!' অকস্মাৎ প্রায় আঁতকে উঠল শাহানা। ঝুঁকে তুষারের উপর পড়ে থাকা লোকটাকে দেখছিল সে, ঝট করে সিধে হলো। 'ইনি তো দেখছি ডক্টর কোলরিজ!'

'না, শাহানা,' নরম সুরে বলল রানা। 'এ লোক ডক্টর কোলরিজ নয়। আপনাকে আগেও বলেছি, আসল কোলরিজ সম্ভবত মারা গেছেন। এই ইতর প্রাণীটি আমাদেরকে খুন করার দায়িত্ব পেয়েছে এই জন্যে যে একমাত্র সে-ই আমাদেরকে চেনে।'

রূঢ় বাস্তবতা হজম করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল শাহানা। তারপর আবার লোকটার দিকে ঝুঁকল সে। 'ডক্টর কোলরিজকে তোমরা খুন করলে কেন?'

খুনির মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, সন্দেহ নেই ফুসফুস জখম হয়েছে। 'খুন করা হয়নি, দণ্ড দেয়া হয়েছে,' ফিসফিস করল সে।

'একটা হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল, কাজেই আমাদের বিচারে তাকে সাজা পেতে হয়েছে–ঠিক সেভাবে তোমাদেরকেও সাজা পেতে হবে।'

'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'মানুষ খুন করে সেটাকে ন্যায্য বলে চালাবার চেষ্টা করছ!'

'আমাদের নিউ ডেসটিনি-র সেটাই নীতি।'

'নিউ ডেসটিনি? সেটা আবার কী?'

'ফোর্থ এমপায়ার। তবে সেটা দেখার সুযোগ হবে না, তার আগেই তোমরা মারা যাবে।' লোকটার চেহারা আর কণ্ঠস্বরে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই, আছে শুধু প্রকৃত পরিস্থিতির সহজ বর্ণনা। খুনির বাচনভঙ্গিতে মৃদু ইউরোপিয়ান টান আছে।

'চেম্বার, কালো খুলি–এগুলোর তাৎপর্য কী?'

'অতীতের একটা বার্তা।' এই প্রথম ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রহস্য–সবচেয়ে গোপন বিষয়। তোমরা কেউ কোনদিনও এর বেশি কিছু জানতে পারবে না।'

'জানো তো বিচারে তোমার যাবজ্জীবন হবে?'

সামান্য মাথা নাড়ল লোকটা। 'বিচার হওয়া পর্যন্ত আমি টিকব না।'

'চিকিৎসা দিয়ে তোমাকে সুস্থ করে তোলা হবে।'

'না, তুমি ভুল করছ, মিস্টার রানা। এরপর আর আমাকে জেরা করার সুযোগ থাকবে না। মরেও আমি শান্তি পাব এ-কথা জেনে যে তোমরাও খুব শিগ্‌গির আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছ।'

কী ঘটতে যাচ্ছে রানা তা বুঝতে পারার আগেই জিভের ডগা দিয়ে মাড়ী থেকে একটা নকল দাঁত খসিয়ে গিলে ফেলল লোকটা। ওরা শুধু তাকে বড় করে ঢোক গিলতে দেখল। রানা ধারণা করল নকল দাঁতটা আসলে একটা ক্যাপসুল। তবে ক্যাপসুলটা না ভেঙেই গিলেছে খুনি। ওটায় যদি বিষ থাকে,

ক্যাপসুল গলে যাওয়ার পর সেই বিষ কাজ শুরু করবে। 'সায়ানাইড, মিস্টার রানা। ষাট বছর আগে হারমান গোয়েরিং খেয়েছিলেন, জিনিসটা এখনও সেই আগের মতই কাজ করে।' শেষ কথাটা তার মুখের কাছে কান নামিয়ে এনে শুনতে হলো রানাকে।

হঠাৎ খুনির চোখ দুটো স্থির আর দৃষ্টিহীন হয়ে গেল।

'মারা গেল?' ফিসফিস করল শাহানা।

'এরইমধ্যে বোধহয় ভূতও হয়ে গেছে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

'হায় কপাল।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'এ দুঃখ রাখি কোথায় যে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ শকুনকে দান করতে পারলাম না।'

হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে আছে শাহানা। 'আপনি আসলে কে বলুন তো?'

চোখ তুলে তাকাল রানা। 'হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন?'

'কারণ আছে। আপনার আচরণ স্বাভাবিক নয়।'

'মানে?'

'আপনি জানতেন,' শান্ত গলায় বলল শাহানা। 'কেউ লক্ষ না করলেও আমি করেছি–ওকে দেয়া পিস্তল থেকে আপনি বুলেট সরিয়ে নিয়েছিলেন।'

'আমাদের তিনজনকেই খুন করত লোকটা,' বিড়বিড় করে বলল ওয়ালডেন। 'আপনি তাকে সন্দেহ করলেন কীভাবে?'

'ঠিক সন্দেহ নয়, আন্দাজ,' জবাব দিল রানা। 'খুব বেশি হিসেবি আর ঠাণ্ডা লাগছিল লোকটাকে আমার। জাল ডক্টর কোলরিজের আচরণ দেখে আমার মনে হয়নি তার জীবন কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।'

পাশেই, কিচেনে, টেলিফোন বেজে উঠল। সেদিকে ছুটল ওয়ালডেন। দেড় মিনিট পর ফিরে এল আবার। 'শেরিফ রেগান,'

রিপোর্ট করল সে। 'ডক্টর শাহানার হোটেলে একটা বন্দুক যুদ্ধে শেরিফের দু'জন ডেপুটি মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে। সশস্ত্র প্রতিপক্ষের পরিচয় জানা যায়নি, গুলি খেয়ে মারা গেছে সে।'

'হুম।' গম্ভীর হলো রানা।

'এখন কি আমার বেরিয়ে আসাটা নিরাপদ?' নিচু গলায় জানতে চাইল আমান্ডা ওয়ালডেন। কিচেনের দোরগোড়া থেকে উঁকি দিচ্ছে সে, তুষারের উপর পড়ে থাকা লাশটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

তার দিকে হেঁটে এল রানা, একটা হাত ধরে বলল, 'সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

ওয়ালডেন এক হাতে স্ত্রীকে জড়াল। 'বাচ্চারা কেমন আছে?'

'তারা তো সেই কখন থেকে ঘুমিয়ে কাদা।'

'ছাদ ভেঙে পড়ায় টানেলে ঢোকার পথ চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে,' স্ত্রীকে বলল ওয়ালডেন। 'মাইনিং ব্যবসাটা এবার বোধহয় ছাড়তেই হলো।'

'এ নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই,' বলল আমান্ডা, হাসিটা বড় হচ্ছে মুখে। 'তুমি রীতিমত ধনী মানুষ, ম্যাক ওয়ালডেন। এবার আমাদের লাইফস্টাইল বদল করার সময় হয়েছে।'

'এমনিতেও এর বিকল্প নেই,' পরামর্শ দিল রানা, সাইরেনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল বাড়ির সামনের রাস্তায় শেরিফের গাড়ি আর অ্যামবুলেন্স পৌঁছাল। 'এই খুনিদের পরিচয় আর উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত টেলুরাইড ছেড়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে আপনাদেরকে।'

স্বামীর দিকে তাকাল আমান্ডা, তবে দৃষ্টি যেন বহুদূরে কোথাও চলে গেছে। 'ছোট একটা হোটেল, পাম গাছের সারি দিয়ে ঘেরা, মনে পড়ে? কাবো সান লুকাসের সৈকতে?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়ালডেন। 'ঠিক আছে, চলো তা হলে,

ওখানেই যাই।'

রানার বাহু স্পর্শ করল শাহানা। ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'বলতে পারেন, আমি কোথায় লুকাব? নরম গলায় জিজ্ঞেস করল শাহানা। 'আমি আমার অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার স্রেফ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি না। ভার্সিটির বিশেষ একটা জায়গায় পৌঁছাতে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে আমাকে।'

'ক্লাসরুম বা রিসার্চ ল্যাবে ফিরে গেলে দু'পয়সাও দাম থাকবে না আপনার জীবনের,' বলল রানা। 'যতক্ষণ না আমরা জানতে পারছি ওরা আসলে কারা, কী চায়।'

'কিন্তু আমি প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ, আর আপনি নুমার···সম্ভবত একজন বিজ্ঞানী। ধাওয়া করে খুনি ধরা তো আমাদের কাজ নয়।'

'না। আমি বিজ্ঞানী নই,' বলল রানা। 'নুমায় আমার পদটিকে স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর বলা হলেও, এটা একটা অনারারি পদ, মাঝে মাঝে প্রয়োজনে ওরা আমাকে ডাকে ওদের বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করতে।'

'দেশ? জাতীয়তা?'

'দেশীয় পরিচয় বাংলাদেশী। জাতিতে বাঙালী। আপনি?'

'এদেশেই আমার জন্ম, কাজেই আমি আমেরিকান,' বলল শাহানা। 'আমার বাবা সাজিদ চৌধুরী বাংলাদেশী হলেও, মা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর দু'জনেই মারা গেছেন।'

'সত্যি দুঃখিত,' বলে মুহূর্তের জন্য শাহানার কবজিটা একবার স্পর্শ করল রানা।

'অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা যাচ্ছে খুনিদের ধাওয়া করা আপনার কাজের মধ্যেই পড়ে। কোন ধারণা আছে, ব্যাপারটা আসলে কী?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জটিল কোন ষড়যন্ত্র, কিংবা কোন ম্যাকিয়াভেলিয়ান চক্রান্ত–এধরনের খুন-খারাবিকে ছাড়িয়ে আরও বিকট চেহারা নিতে পারে। প্রাচীন লিপি আর কালো খুলিটার

গভীর তাৎপর্য আছে, এটা বোঝার জন্যে সাইকিক গিফট থাকার দরকার নেই।'

শেরিফ রেগানকে আসতে দেখে রিপোর্ট করার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেল মুরল্যান্ড। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় হেঁটে এসে রাতের নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকাল রানা। ওয়ালডেনের বাড়িটা দশ হাজার ফুট উপরে হওয়ায় আলোকিত কার্পেটের মত ঝুলে থাকা ছায়াপথটাকে অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ও ভাবল, কী চাইছে শয়তানগুলো? তাদের নিউ ডেসটিনির মানে কী?

ঠাণ্ডা মাথায় একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। কাল সকালের প্রথম কাজ, কালো অবসিডিয়ান খুলিটা সংগ্রহ করার জন্য মাইনে ঢুকবে ও।

বুবি ট্র্যাপ বিস্ফোরিত হওয়ায় টানেলের ছাদ ধসে পড়েছে, কাজেই বাকানির মাইনের ভিতর দিয়ে প্রথমে যে পথ অনুসরণ করেছিল রানা সেটা ধরেই রওনা হলো ওদের দলটা।

দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে রানা, সঙ্গে রয়েছে মুরল্যান্ড, ওয়ালডেন, শেরিফ রেগান আর তার নতুন এক ডেপুটি। রানার ডিরেকশনাল কমপিউটারের সহায়তা নিয়ে দলটা খুব তাড়াতাড়িই পানি ভর্তি একটা শাফটে পৌঁছে গেল, এটার নীচের টানেলটাই প্যারাডাইস মাইনের দিকে চলে গেছে।

ওয়ালডেন তার তিন পরিচিত লোককে নিয়ে এসেছে, ডাইভিং ইকুইপমেন্ট বহন করছে তারা। রানা আর মুরল্যান্ড কাপড়চোপড় খুলে একটা ব্যাগে ভরল, পরে নিল ভালকানাইজড্ রাবার ড্রাই সুট–হুড, গ্লাভ আর ট্র্যাকশান বুট।

মুরল্যান্ডের বাঁ হাতে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা ডিকমপ্রেশন কমপিউটার রয়েছে। দু'জনেই ওরা মার্ক টু ফুল ফেস মাস্ক পরল, সঙ্গে বিল্ট-ইন আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যেন আমার মাথার ভেতর রয়েছ তুমি।'

ব্যাকপ্যাকের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকান একজোড়া করে এয়ার ট্যাংক নিয়েছে ওরা, সঙ্গে আরও আছে একটা করে রিজার্ভ ট্যাংক। সব মিলিয়ে দশটা এয়ার ট্যাংক, বাকি চারটে ওয়ালডেন আর তার লোকেরা মুরল্যান্ডের কমপিউটার নির্ধারিত গভীরতায় নামিয়ে দেবে ডিকমপ্রেশন-এর জন্য থামার সময়। ওদের দু'জনের সঙ্গে ডাইভ নাইফ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

'যাওয়া যায়, কী বলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছি তোমার পিছনে,' জবাব দিল মুরল্যান্ড।

শাফটের ভিতর, পানির সারফেসে, ডাইভ লাইটের আলো ফেলল রানা। কিনারা থেকে পাঁচ ফুট নীচে ঝপাৎ করে নেমে এল ও। ডুব দিয়ে পা ছুঁড়ল, দ্রুত নেমে যাচ্ছে নীচে। একটু পরেই আবার বিস্ফোরিত হলো পানির সারফেস। রানাকে অনুসরণ করছে মুরল্যান্ড।

শাফটের তলায়, গ্যালারিতে পৌঁছাল ওরা, দেখতে পাচ্ছে ওর-কার্ট ট্র্যাক ওদের দিকে উঠে আসছে। ডেপথ গজ চেক করল রানা। দৃষ্টিসীমা একশো ছিয়াশি ফুট। মুরল্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করছে ও।

'এখান থেকে কত দূর?' পাশে এসে জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'নব্বুই থেকে একশো গজ।' হাত তুলে দেখাল রানা। 'এই তো, টানেলটা যেখানে বাঁক নিয়েছে।'

কয়েক মিনিট পর। বাঁকটা ঘুরছে, হঠাৎ হাত উঁচু করে মুরল্যান্ডকে বাধা দিল রানা 'আলো নেভাও!' নির্দেশ দিল তাগাদার সুরে। নিজের আলো আগেই নিভিয়ে ফেলেছে।

আলো নিভিয়ে অন্ধকারে তাকাল মুরল্যান্ড। সামনে একটা নিস্তেজ আভা দেখা যাচ্ছে পানির ভিতর। 'সম্ভবত পোচার রয়েছে ওদিকে।'

*

চেম্বারের ভিতর দু'জন ডাইভার নিষ্ঠা আর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। দেয়ালে খোদাই করা প্রাচীন লিপির ফটো তুলছে তারা। স্ট্যান্ড-এর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একজোড়া আন্ডারওয়াটার ফ্লাডলাইট, পানিতে ডোবা চেম্বারটাকে হলিউডি স্টেজ-এর মত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করে রেখেছে। রানা তাকিয়ে আছে মেঝের ফাটলে চোখ রেখে, তবে শরীরটা ছায়ার ভিতর, যাতে চেম্বারের ডাইভাররা ওর ফেস মাস্কের প্লেট থেকে প্রতিফলিত আলো দেখতে না পায়।

'অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ফটো তুলছে ওরা,' বিড়বিড় করল রানা। 'লিপিতে যাই থাকুক, সেটার জন্যে খুন করতে বা খুন হতে বাধছে না ওদের।'

'ব্যাটাদের কমিউনিকেশনের ফ্রিকোয়েন্সি নিশ্চয়ই আলাদা, তা না হলে আমাদের কথা শুনতে পেত।'

'হয়তো পাচ্ছেও, প্ল্যান করেছে আমরা ভেতরে ঢুকলে ধরবে।'

'আমরা কি ওদেরকে শেষ করব?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'নাকি জ্যান্ত ধরতে চাও?'

'জ্যান্ত।'

'কঠিন।'

ব্যস্ত ডাইভারদের দিকে চোখ রেখে রানা বলল, 'আমি একটা সুযোগ দেখতে পাচ্ছি।'

'আমাকে উদ্বেগের মধ্যে রেখো না।' হাত থেকে গ্লাভ খুলে ফেলল মুরল্যান্ড।

'খেয়াল করো, ডাইভ নাইফগুলো পায়ের নীচের দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে রেখেছে।'

মাস্কের ভিতর প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে উঁচু হলো মুরল্যান্ডের ভুরু। 'তা তো আমরাও রেখেছি।'

'হ্যাঁ, তবে আমরা তো আর পেছন থেকে আক্রান্ত হতে যাচ্ছি না।'

নক্ষত্রের মানচিত্র আর প্রাচীন লিপির ফটো তোলা শেষ করল ডাইভাররা। একজন বড় একটা ব্যাগে ইকুইপমেন্টগুলো ভরছে, আরেকজন চেম্বারের কোণে ডিনামাইট বসাচ্ছে।

তারপর প্রথম লোকটা মেঝের ফাঁক গলে নীচে নেমে এল। ছোঁ দিয়ে তার ঠোঁটের মাঝখান থেকে ব্রিদিং রেগুলেটারের মাউথপিসটা খুলে নিল মুরল্যান্ড। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল বাতাসের সরবরাহ। লোকটার উন্মুক্ত ঘাড়টা এক হাতে চেপে ধরল সে, চাপ বাড়াতে থাকল যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়ে নিথর হয়ে গেল।

'আমারটা কুপোকাত,' ভারি গলায় বিড় বিড় করল মুরল্যান্ড।

জবাব দেওয়ার ঝামেলায় গেল না রানা। ফিন লাগানো পা দুটো সবেগে ছুঁড়ে ফাঁক গলে উঠে পড়ল চেম্বারে। দ্বিতীয় লোকটা কিছুই সন্দেহ করেনি, যত্নের সঙ্গে বিস্ফোরকে একটা টাইমার ফিট করছে সে। তার ডান পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরল্যান্ডের কায়দাটাই পুনরাবৃত্তি করল রানা–ছোঁ দিয়ে ছিনিয়ে নিল মাউথপিস, শক্ত হাতে চেপে ধরল গলাটা।

দু'মিনিট পর ফাঁক গলে অর্ধেকটা উঠে এল মুরল্যান্ড।

'তোমার লোকটার খবর কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওভারহেড লাইটিং সিস্টেম থেকে ইলেকট্রিক্যাল কর্ড নিয়ে বেঁধেছি ব্যাটাকে। কিছুটা কর্ড এখনও আছে, বললে তোমারটাকেও বাঁধতে পারি।'

'ওদের ছুরি আর অন্য যে-সব অস্ত্র পাও বের করে নাও। ডাইভ মাস্ক খুলে রাখো, জ্ঞান ফেরার পর সব যেন ঝাপসা দেখতে পায়।'

দ্বিতীয় ডাইভারকে কর্ড দিয়ে বেঁধে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল

মুরল্যান্ড। ওয়েট বেল্ট থেকে বড় একটা নাইলন ব্যাগ টেনে নিল রানা। মুখ তুলে কালো খুলিটার দিকে তাকাল ও। খালি অক্ষিকোটরের ভিতর থেকে ওটা যেন একদৃষ্টে দেখছে ওকে। নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা চলে এল মনে–খুলিটার সঙ্গে অতীতের কোনও অভিশাপও চলে আসেনি তো? গোপন কী তথ্য ধারণ করে আছে ওটা?

সেটা পরীক্ষা করে বলতে পারবে বিশেষজ্ঞরা, আর তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই জিনিসটা নিয়ে যাচ্ছে ও।

খুলিটা ব্যাগে ভরল রানা। তারপর ক্যামেরাটা ভরল আরেকটা ব্যাগে। ব্যাগের মুখ বন্ধ করার সময় ভাবল, পানির নীচে সহজেই নাড়াচাড়া করা গেল, তবে পানি থেকে তোলার পর দশ পাউন্ডের কম হবে না ওটার ওজন।

বন্দিদের পিছনে নিয়ে শাফট থেকে উঠে আসছে ওরা। ওয়ালডেনের ফেলা রশির মই বেয়ে প্রথমে উঠে এল রানা, খুলি আর ক্যামেরা ভরা ব্যাগ দুটো ধরিয়ে দিল শেরিফ রেগানের বাড়ানো হাতে। টানেলের মেঝেতে উঠে পিঠ থেকে এয়ারট্যাংক নামাল, ফেস মাস্ক খুলল, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল এক মিনিট।

'ওয়েলকাম হোম,' শেরিফ বলল। 'এত সময় লাগল কেন বলুন তো? দশ মিনিট দেরি করেছেন।'

'আপনার জেলখানায় ঢুকতে চায়, এরকম আরও দুই প্রার্থীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

শাফটের নীচ থেকে মাথা তুলল মুরল্যান্ড, একজন বন্দিকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে।

তিন মিনিট পর দেখা গেল, জ্ঞান ফিরে পাওয়া দুই বন্দির সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জেরা করছে শেরিফ। লোক দু'জন চোখে-মুখে আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে আছে, একটা প্রশ্নেরও জবাব দিচ্ছে না।

ঝুঁকে প্রথম বন্দির মাথা আর চিবুক থেকে ডাইভ হুড খুলে নিল রানা। এক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ও। 'আচ্ছা! তুমি! সেই বাইকার! তোমার ঘাড় কেমন আছে, হে?'

মুখ তুলল বন্দি, পাগলা কুত্তার মত দাঁত বের করে আছে। 'থোক!' করে থুথু ছুঁড়ল সে। মাথাটা সরিয়ে নেওয়ায় লাগল না রানাকে।

এই সময় একটা চিৎকার ভেসে এল। তারপর শোনা গেল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। টানেল ধরে কে যেন ছুটে আসছে। কয়েক সেকেন্ড পর সবাই ওরা দেখতে পেল লোকটাকে। শেরিফের একজন ডেপুটি। বার কয়েক হোঁচট খেয়ে ওদের সামনে থামল সে। এত বেশি ঝুঁকল, সমান্তরাল রেখায় চলে এল মাথা আর নিতম্ব। হোটেলের ওয়াইন সেলার থেকে ছুটে আসায় দম ফুরিয়ে গেছে তার।

'কী ব্যাপার, মাইক?' তাগাদা দিল শেরিফ। 'বলে ফেলো!'

'লাশগুলো,' ডেপুটি মাইক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'মর্গের লাশগুলো!'

মাইকের কাঁধ ধরে ধীরে ধীরে তাকে সিধে করল শেরিফ। 'লাশগুলো···কী?'

'ওগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মানে? কী বলছ!'

'করোনার বলছেন, গায়েব হয়ে গেছে। মর্গ থেকে কেউ সরিয়ে ফেলেছে ওগুলোকে।'

আট

২০০৫। ওকুমা বে, অ্যান্টার্কটিকা।

পোলার হোয়াইট, আট হাজার টন রিসার্চ আইসব্রেকার। চোখে বিনকিউলার তুলে রস সাগরের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে ক্যাপটেন ফার্দিনান্দ কক। এবার শীত আসার দেড় মাস আগেই সাগরে বরফ জমতে শুরু করেছে, কোথাও কোথাও তা দুই ফুট পুরু। পায়ের নীচে থরথর করে কাঁপছে জাহাজটা, প্রকাণ্ড বো বরফ ভেঙে পথ করে নিচ্ছে।

১৯৮১ সালে তৈরি, পোলার হোয়াইট একাধারে আইসব্রেকার ও রিসার্চ শিপ। ১৪৫ ফুট লম্বা, ২৭ ফুট চওড়া। আট হাজার টন ওজন হলেও, আইসব্রেকার হিসাবে ছোটই – মাত্র তিন ফুট পুরু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে জাহাজটা।

কোলের উপর ক্যামেরা আর নোটবুক নিয়ে ব্রিজের একটা চেয়ারে বসে রয়েছে গ্লোরিয়া ফ্যাশন। সাংবাদিক সে, বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে নিয়মিত লেখে। পোলার হোয়াইটের ক্যাপটেন অ্যান্টার্কটিকায় আসার পথে উরুগুয়ে থেকে তুলে নিয়েছে তাকে।

'আপনাদের প্ল্যানটা কী? সাগরের বরফ স্টাডি করার জন্যে বিজ্ঞানীদের একটা টিমকে প্যাক-এ নামিয়ে দেবেন?'

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন কক। 'সেটাই রুটিন। গ্লেসিয়োলজিস্টরা নমুনা সংগ্রহ করে জাহাজের ল্যাবে পরীক্ষা করেন।'

'বরফ কমে যাচ্ছে, এটা কি সত্যি?'

'দক্ষিণ মেরুর অটামে, মার্চ থেকে মে পর্যন্ত, মহাদেশটার চারদিকের সমুদ্র জমে বরফ হতে শুরু করে। সেটা এক সময় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দ্বিগুণ আকার পায়। বলা উচিত পেত। এখন সি আইস আকারেও অত বড় হয় না, তেমন পুরুও নয়।'

ওকুমা বে-র দিকে তাকিয়ে ফ্যাশন বলল, 'দক্ষিণে ওটা কী পাহাড়?'

'রকেফেলার মাউন্টেইন।'

'ভারি সুন্দর।' তুষার ঢাকা চূড়ার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল ফ্যাশন। কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল, 'আপনার বিনকিউলারটা একবার··· প্লিজ ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

চোখে বিনকিউলার তুলে এক ঝাঁক বড় আকারের দালানের দিকে তাকাল ফ্যাশন, রোদ লাগায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। দুই মাইল দক্ষিণে, টাওয়ার সদৃশ একটা কাঠামোর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দালানগুলো। ওগুলোর পিছনে একটা এয়ারফিল্ড দেখতে পাচ্ছে। আরও রয়েছে কংক্রিটের তৈরি একটা জেটি, নেমে গেছে বে-তে। জেটিতে বড় একটা কার্গো শিপ নোঙর ফেলেছে। ওভারহেড ক্রেনের সাহায্যে মাল খালাসের কাজ চলছে। 'পাহাড়টার গোড়ায় ওটা কি একটা রিসার্চ স্টেশন?'

সেদিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন জবাব দিল, 'না। ওটা একটা মাইনিং ফ্যাসিলিটি। বিরাট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, হেড অফিস আর্জেন্টিনায়। সাগর থেকে মিনারেল সংগ্রহ করছে ওরা।'

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল ফ্যাশন। 'আমার তো মনে হয় না সেটা লাভজনক হবে।'

'আমাদের রেসিডেন্ট জিয়োলজিস্ট জেরোম টাই বলছিল ওরা নাকি সাগরের পানি থেকে সোনা আর অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থ বের করার নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।'

'আশ্চর্য, কথাটা আমার কানে আসেনি।'

'ওদের অপারেশন খুব গোপনে চালান হয়। আমরা এখন যেখানে আছি তার চেয়ে একটু বেশি এগোলেই ওদের সিকিউরিটি বোট ছুটে এসে পিছু হটার জন্যে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। গুজব হলো, কাজটা তারা নতুন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে করছে–সেটাকে বলা হয় ন্যানোটেকনোলজি।'

'কিন্তু দুর্গম অ্যান্টার্কটিকায় কেন? কোন উপকূলে বা পোর্ট সিটিতে নয় কেন, যেখানে পরিবহনের সুযোগ-সুবিধে আছে?'

'টাই বলছিল ফ্রিজিং টেমপারেচার সাগরের লবণকে গভীরে নেমে যেতে বাধ্য করে, তাতে খুব ভাল ফল দেয় নিষ্কাশন পদ্ধতি...' থেমে গেল ক্যাপটেন, বো-র সামনের আইস প্যাক খুঁটিয়ে দেখছে। 'মাফ করবেন, মিস ফ্যাশন...সরাসরি সামনে একটা আইসবার্গকে এগিয়ে আসতে দেখছি আমি।'

ওটার খাড়া পাঁচিল সাগর থেকে একশো ফুটেরও বেশি উঁচু। ঝকঝকে নীল আকাশ আর গোলাপি একটা সূর্যের বিপরীতে ধবধবে সাদা বরফের সচল পাহাড়টা যেন মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের স্পর্শে কলুষিত হয়নি।

ক্যাপটেন কক হেলমসম্যানকে নির্দেশ দিল, 'সাবধানে পাশ কাটাও ওটাকে।'

হেলমসম্যান দক্ষ হাতে তিনশো গজ দূর থেকে আইসবার্গকে পাশ কাটাচ্ছে। নিরাপদ দূরত্ব, তা সত্ত্বেও যথেষ্ট কাছে–ক্রু আর বিজ্ঞানীরা ডেকে উঠে এসে আকাশ ছোঁয়া বরফের টাওয়ারটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

অকস্মাৎ আইসবার্গটার পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল আরেকটা জলযানকে। ওটা একটা সাবমেরিন, বুঝতে পেরে হকচকিয়ে গেল ক্যাপটেন কক। পানির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে আসছে সেটা। আসছে সরাসরি পোলার হোয়াইটের দিকে।

ক্যাপটেন নির্দেশ দেওয়ার আগেই রিয়্যাক্ট করল

হেলমসম্যান। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য ডিজেল ইঞ্জিনকে 'ফুল রিভার্স'-এ চালাল সে। তার সিদ্ধান্তে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারলে হোয়াইট স্টার লাইনার টাইটানিককে হয়তো রক্ষা করা সম্ভব হত।

ব্রিজ আর ডেকে দাঁড়ানো সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। জাহাজ দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে। সাবমেরিনের খোলের দিকে তাক করা ছিল বো, এখন সেটা ওটার লেজে তাক করা। সংঘর্ষ বোধহয় এড়ানো সম্ভব হবে না।

বিড় বিড় করছে হেলমসম্যান, 'ঘোরো, লক্ষ্মী! ঘোরো, ঘোরো!'

সবাই হতবিহ্বল হলেও, একজনকে দেখা গেল ব্যতিক্রম। সঙ্গে ক্যামেরা রয়েছে, গ্লোরিয়া ফ্যাশন একের পর এক ছবি তুলছে সাবমেরিনটার। রেঞ্জ ফাইন্ডারের সাহায্যে সাবটার ডেকে কোন ক্রু দেখল না সে, কনিং টাওয়ারের উপরও কোন অফিসার দাঁড়িয়ে নেই। লেন্স বদলের জন্য থেমেছে ফ্যাশন, দেখল সাবমেরিনটা আইস প্যাকের ভিতর নিজের বো ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ডুব মারবে।

তবে এখনও পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে জাহাজ আর সাবমেরিন। ক্যাপটেন কক নিশ্চিত ছিল, আইসব্রেকারের বো সাবমেরিনের প্রেশার হাল গুঁড়িয়ে দেবে। তবে সাবটা অকস্মাৎ দ্রুতগতি পাওয়ায় আর পোলার হোয়াইট তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরতে সমর্থ হওয়ায় অল্পের জন্য হয়তো দুর্ঘটনাটা এড়ানো যাবে।

ছুটে স্টারবোর্ড ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এল ক্যাপটেন। নীচে তাকিয়ে দেখল সারফেস ভেঙে পানির গভীরে নেমে যাচ্ছে সাবটা, ঠিক পরমুহূর্তেই সেটার উপর চলে এল জাহাজের বো। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে সংঘর্ষটা এড়ানো যেত না।

'মাই গড!' পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হেলমসম্যান। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম!'

'সাবমেরিন?' চোখ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিড়বিড় করল ফ্যাশন। 'কোত্থেকে এল? কোন্ দেশী?'

'আমি কোন মার্কিং দেখিনি,' বলল হেলমসম্যান।

'অত্যন্ত পুরানো,' বলল ক্যাপটেন, আরও কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। হেলমসম্যানকে নির্দেশ দিল, 'স্টারবোর্ড বো-র দিকে একটা আইস রিজ দেখছ? বিজ্ঞানীদের ওখানে নামাব আমরা। কেবিনে আছি আমি।'

নিজের কেবিনে ঢুকে বই-পত্রে ঠাসা বুক শেলফের সামনে দাঁড়াল ক্যাপটেন কক। সাগর অভিযান আর নৌ-যানের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ থাকায় নিয়মিত পড়াশোনা করে সে। পুরানো সাবমেরিনটাকে দেখে চিনতে পেরেছে, ধারণা আছে কোন্ বই খুললে বিশদ জানা যাবে।

শুধু তথ্য নয়, সাবমেরিনটার ছবিও পাওয়া গেল। নীচের ক্যাপশনে লেখা: ইউ-২০১৫। এই একটা ছবির কথাই জানা যায়। দুটো টোয়েন্টি-ওয়ান ইলেকট্রো বোট-এর একটা এটা, সার্ভিস দিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। দ্রুতগামী একটা ভেসেল, পানির তলায় অনির্দিষ্টকাল থাকতে পারে, ফুয়েল নিতে সারফেসে ওঠে দুনিয়ার প্রায় অর্ধেকটা ঘুরে আসার পর।

ক্যাপশনে আরও বলা হয়েছে, ট-২০১৫-কে শেষবার দেখা গেছে ডেনমার্কের উপকূলে, তারপর অ্যান্টার্কটিকার ওদিকে কোথাও গায়েব হয়ে যায়।

সব জানার পরও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ক্যাপটেন ককের। ছাপান্ন বছর পর নাৎসিদের একটা সাবমেরিন পোলার হোয়াইটকে ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছিল? লোকে শুনলে তাকে পাগল বলবে না?

ঢাকায়, বিসিআই হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে, প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দিল রানা। তারপর অবসিডিয়ান

খুলি, নিউ ডেসটিনি আর ফোর্থ এমপায়ার সম্পর্কে নিজের ধারণা কী তা-ও ব্যাখ্যা করল। সবশেষে জানতে চাইল, 'সার, এখন আপনি কী বলেন? কী করব আমি?'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ সাত সেকেন্ডের বিরতি। তারপর স্বভাবসুলভ গম্ভীর গলায় বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান বললেন, 'প্রতিপক্ষ খুবই শক্ত মনে হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর হলো অদৃশ্য একটা শক্তির অস্তিত্ব আমরা অস্পষ্টভাবে টের পাচ্ছি, সন্দেহ হচ্ছে এরা তারাই কিনা। ঠিক আছে, নুমা যদি ব্যাপারটা কী নেড়েচেড়ে দেখতে চায়, তুমি ওদের সঙ্গে থাকতে পার। তবে আমি বিসিআইকে জড়াতে চাই না।'

'কেন, সার?'

'আমার আশঙ্কা যদি সত্যি হয়,' রাহাত খান বললেন, 'ওদেরকে সামলাবার ক্ষমতা বিসিআই বা বাংলাদেশের নেই, দরকার নিদেনপক্ষে একটা সুপারপাওয়ার। আর সম্ভাব্য যে সুপারপাওয়ারের সঙ্গে তোমাকে কাজ করতে হবে বলে ধারণা করছি, বিসিআইকে আমি তার সঙ্গেও জড়াতে চাই না। গুড লাক, রানা।'

যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আর এফবিআই ডিরেক্টর এডউইন শার্প-এর সঙ্গে দীর্ঘ একটা টেলি-কনফারেন্স হলো রানার। ওঁদের দু'জনের অনুরোধে সশরীরে ওয়াশিংটনে উপস্থিত হয়ে প্যারাডাইস মাইনে যা-যা ঘটেছে প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে ইনভেস্টিগেটরদের ব্রিফ করবে ও। ওঁদেরকে জানিয়ে রাখল, ওর সঙ্গে মুরল্যান্ড আর ডক্টর শাহানাও যাচ্ছে।

রানার সঙ্গে দ্বিতীয় বার যোগাযোগ করে এফবিআই চিফ জানালেন, ফিলাডেলফিয়ার স্কুল বোর্ডিং থেকে ডক্টর শাহানার মেয়েকে ওয়াশিংটনের ঠিক বাইরে একটা সেফহাউসে নিয়ে আসা

হয়েছে। ডক্টর শাহানা এখানে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

রানাকে আরও জানান হলো, ম্যাক আর আমান্ডা ওয়ালডেনকেও, বাচ্চাদের সহ, হাওয়াই-এর গোপন একটা অবস্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শাহানা আর মুরল্যান্ডকে নিয়ে প্লেনে চড়ল রানা। এসকর্ট করে ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল শেরিফ রেগান ও তার দুই ডেপুটি।

'আপনি শিওর তো, আমার মেয়ে সত্যিই নিরাপদে আছে?' রানার পাশের সিট থেকে ফিসফিস করল শাহানা, ওদের প্লেন এইমাত্র আকাশে উঠেছে।

তার একটা হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। 'সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনি তাকে হাসতে দেখবেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল শাহানা। 'বাকি জীবন ধাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

'সেরকম কিছু ঘটবে না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'উন্মাদগুলো গ্রেফতার হলেই তাদের অবাস্তব চতুর্থ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে, সবাই তখন আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব।'

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল শাহানা, চাকাগুলো রানওয়ে থেকে ওঠার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার দৃষ্টি লক্ষ করে রানা বলল, 'যে-কোন জায়গায়, যে-কোন পরিস্থিতিতে ঘুমাতে পারে মুরল্যান্ড—বেড়ালের মত।' শাহানার দিকে চেয়ে হাসল ও। 'আপনারও ঘুম দরকার।'

'এত উত্তেজিত হয়ে আছি যে ঘুম আসবে না,' শাহানা লক্ষ করল, ওর হাতটা এখনও ছাড়েনি রানা। 'আমি বরং লিপিগুলো নিয়ে খানিক মাথা ঘামাই।'

'পেছনের কেবিনে কমপিউটার ফ্যাসিলিটি আছে,' বলল

রানা। 'প্রয়োজনে সাহায্য নিতে পারেন।'

'আমার নোটগুলোকে ডিস্কে ভরার জন্যে কি ওখানে স্ক্যানার আছে?'

'থাকার তো কথা।'

শাহানার চোখ-মুখ থেকে ক্লান্তির সমস্ত ছাপ মুছে গেল। 'তা হলে তো বিরাট উপকার হবে। জানেন, পানিতে ডুবে আমার সমস্ত ফিল্ম নষ্ট হয়ে গেছে।'

ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বের করল রানা, শাহানার কোলের উপর ফেলল সেটা। 'চেম্বারের কমপ্লিট ফটো সার্ভে।'

প্যাকেট খুলে ফিল্মের ছয়টা ক্যানিস্টার পেল শাহানা। 'কী আশ্চর্য! এ-সব আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

'ফোর্থ এমপায়ার-এর সৌজন্যে,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'চেম্বারে ফটো তোলা শেষ করেছে ওরা, এই সময় আমি আর মুরল্যান্ড ঢুকে পড়ি ওখানে। নুমার ফটো ল্যাবে পৌঁছেই রোলগুলো ডেভলপ করাব আমি।'

'ধন্যবাদ।' উৎফুল্ল হয়ে উঠল শাহানা, রানার হাতটা একবার ছুঁয়ে দিয়ে সিট ছাড়ল সে, দ্রুত পায়ে কমপিউটার কেবিনের দিকে চলে গেল।

রানাও উঠল, গ্যালিতে এসে রিফ্রিজারেটার থেকে একটা সফট্ ড্রিঙ্কের ক্যান বের করল। নুমার কোনও জাহাজ বা প্লেনে অ্যালকোহলিক বেভারেজ রাখার নিয়ম নেই।

ফেরার পথে খালি একটা সিটের উপর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো কাঠের বাক্সটার উপর চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চেম্বার থেকে বের করে আনার পর কালো অবসিডিয়ান খুলিটাকে পারতপক্ষে চোখের আড়াল হতে দেয়নি। প্যাসেজের উল্টোদিকের একটা সিটে বসে স্যাটেলাইট টেলিফোনের অ্যান্টেনা টেনে লম্বা করল ও, তারপর মেমোরিতে

রাখা একটা সংখ্যা টিপল।

দশবার রিঙ হবার পর গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বলছি।'

'বিউ মরটন।'

'রানা!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বিউ মরটন, গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছে। 'তুমি রিঙ করেছ জানলে আরও আগে ধরতাম।'

'আর নিজের চরিত্র ভেঙে বেরিয়ে আসতে? বিশ্বাস করি না।'

ছবিটা পরিষ্কার ভাসছে রানার চোখের সামনে—সিল্ক পা'জামায় মোড়া পুরো চারশো পাউন্ড ওজনের প্রকাণ্ড একটা শরীর নিয়ে পাহাড়ের মত উঁচু বই-পুস্তকের মাঝখানে ডুবে আছে মানুষটা। প্রাচীন নৌ-পথ আর নৌ-যান সম্পর্কে এত পড়াশোনা দুনিয়ার আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। মানুষ আর সাগর সম্পর্কে সচল এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায় তাকে।

'কোথেকে বলছ?' জানতে চাইল মরটন।

'রকি মাউন্টেনের পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপর থেকে।'

'তারমানে প্লেনে রয়েছ। কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার হলো, তোমার ঘাড়ে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট চাপাতে চাইছি।'

'শোনা যাক বিষয়টা কী।'

রহস্যময় চেম্বার আর দেয়ালের সংকেতগুলোর কথা সংক্ষেপে বলল রানা। মন দিয়ে শুনল মরটন, মাঝেমধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করল। সবশেষে জানতে চাইল, 'ঠিক কী ভাবছ তুমি?'

'প্রি-কলম্বিয়ান কনট্যাক্ট সম্পর্কে অনেক ফাইল আছে তোমার কাছে।'

'গোটা একটা কামরা ভর্তি ডাটা। কলম্বাসের বহু আগে যে-সব নাবিক উত্তর, মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিল তাদের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়, থিওরি ইত্যাদি।'

'এমন কোন প্রাচীন নাবিকদের গল্প জানো যারা অন্যান্য মহাদেশের গভীরে ঢুকে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার তৈরি করেছিল? তৈরি করেছিল শুধুমাত্র···পরে যারা আসবে তাদেরকে একটা মেসেজ দেয়ার জন্যে? রেকর্ড করা ইতিহাসে এ-ধরনের কিছু পাওয়া যায়?'

'এই মুহূর্তে সেরকম কিছু মনে পড়ছে না। প্রাচীন ইউরোপ-আফ্রিকার নাবিক আর আমেরিকা মহাদেশের লোকজনের মধ্যে যে-সব ব্যবসা-বাণিজ্য হয়েছে তার বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। মনে করা হয় ব্রোঞ্জ বানাবার জন্যে কপার আর টিন মাইনিং শুরু হয় এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে।'

'কোথায়?'

'মিনেসোটা, মিশিগান, উইসকনসিন।'

'কথাটা কি সত্যি?'

'আমি অন্তত তাই বিশ্বাস করি,' বলল মরটন। 'প্রাচীনকালে মাইনিং করা হয় সীসার জন্যে কেনটাকিতে, সারপেন্টাইনের জন্যে পেনসিলভ্যানিয়ায় আর অভ্রের জন্যে নর্থ ক্যারোলিনায়। যিশুর জন্মের বহু শতাব্দী আগে পর্যন্ত কাজ হয়েছে ওই সব মাইনে। তারপর···গভীর রহস্য। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই সব অজ্ঞাতপরিচয় মাইনাররা গায়েব হয়ে যায়, যে যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে যায় যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য আর্টিফ্যাক্ট—সে-সবের মধ্যে ছিল পাথুরে ভাস্কর্য, বেদি আর ডলমেন। ডলমেন হলো বড় আকৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্টোন স্ল্যাব, দুই বা ততোধিক খাড়া পাথরের অবলম্বন দিয়ে সাজানো।'

'ওগুলো রেড ইন্ডিয়ানরা তৈরি করতে পারে না?'

'পারে, তবে আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা পাথুরে ভাস্কর্য খুব কমই বানিয়েছে। পাথর দিয়ে মনুমেন্ট বানিয়েছে আরও কম। মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা প্রাচীন মাইন পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন ওগুলো থেকে সাতশো মিলিয়ন পাউন্ড তামা তুলে চালান দেয়া হয়েছে।

কেউ বিশ্বাস করে না কাজটা ইন্ডিয়ানদের, কারণ আর্কিওলজিস্টরা সব মিলিয়ে মাত্র কয়েক শো পাউন্ড তামা খুঁজে পেয়েছেন। প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা খনিজ পদার্থ খুব কমই ব্যবহার করত।'

'প্রাচীন লিপি খোদাই করা দেয়াল সহ কোন চেম্বারের খোঁজ তা হলে জানা নেই তোমার?'

'না, জানা নেই,' ধীরে ধীরে জবাব দিল মরটন। 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাইনররা পটারি বা লিপির নমুনা খুব কমই রেখে গেছে। লোগোগ্রাফ আর পিকটোগ্রাফ যা পাওয়া যায়, পাঠযোগ্য নয়। সেগুলোকে আমরা ঈজিপশিয়ান, ফ্যানিশন, নর্সমেন বা আরও প্রাচীন কোন জাতির বলে আন্দাজ করতে পারি মাত্র।

'দক্ষিণ-পশ্চিমে কেলটিক মাইনের অস্তিত্ব রয়েছে, আর শতাব্দীর শুরুতেই আরিজোনায় দাবি করা হয় টাকসান-এ রোমান আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে। কাজেই কে বলতে পারে? আর্কিওলজিস্টরা বেশিরভাগই প্রি-কলম্বিয়ান কনট্যাক্ট-এর পক্ষে থাকতে চায় না। ডিফিউজানের বিরোধী তাঁরা।'

'ডিফিউজান—মানে, এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির যোগাযোগ ঘটলে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়ায়।'

'হ্যাঁ।'

'কেন এই বিরোধিতা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিশেষ করে যেখানে ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়ে গেছে?'

'আর্কিওলজিস্টরা শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষ,' জবাব দিল মরটন। 'তাঁদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে। যেহেতু প্রাচীন আমেরিকান কালচার খেলনায় ছাড়া চাকার ব্যবহার জানত না, তাই তারা ডিফিউজানে বিশ্বাসী নয়।'

'চাকার ওই ব্যাপারটার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। কর্টেজ আর স্পানিয়ার্ডরা না আসা পর্যন্ত আমেরিকায় ঘোড়া বা ষাঁড় ছিল না। এমন কী আমার মত একজন লেম্যানও জানে যে

তিন চাকা লাগান ঠেলাগাড়ির ধারণা চিন থেকে ইউরোপ পৌঁছাতে ছয় শো বছর লেগে যায়।'

'কী আর বলতে পারি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মরটন।

'তবে তোমার লাইব্রেরিতে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার খুঁজবে তুমি, দেয়ালে দুর্বোধ্য সংকেত খোদাই করা, হয়তো চার হাজার বছরের বা আরও বেশি দিনের পুরানো?'

'চেষ্টার ত্রুটি করব না, রানা।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমার এই রহস্যময় চেম্বার সম্পর্কে আর কিছু আমাকে বলার নেই তো?' জানতে চাইল মরটন।

'ওখানে একটা আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে।'

'তুমি আমার কাছে চেপে যাচ্ছ। কী ধরনের আর্টিফ্যাক্ট?'

'একটা লাইফ-সাইজ হিউম্যান স্কাল। নিখাদ অবসিডিয়ান থেকে চেঁছে তৈরি করা হয়েছে।'

তথ্যটা হজম করার জন্য কিছুটা সময় নিল মরটন। অবশেষে বলল সে, 'ওটার তাৎপর্য সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?'

'না, স্পষ্ট কোন ধারণাই নেই,' জানাল রানা। 'শুধু এটুকু বলতে পারি যে আধুনিক টুলস আর কাটিং ইকুইপমেন্ট না থাকায় এত বড় একটা অবসিডিয়ানকে কেটে নির্দিষ্ট একটা আকৃতি দিতে, তারপর পালিশ করতে অন্তত দশ প্রজন্ম সময় লেগেছে।'

'একদম ঠিক। অবসিডিয়ান হলো ভলক্যানিক গ্লাস, তৈরি হয় তরল লাভা দ্রুত ঠাণ্ডা হবার সময়। বহু হাজার বছর ধরে মানুষ এই কাঁচ দিয়ে তীরের মাথা, ছুরি, বল্লমের ডগা ইত্যাদি তৈরি করছে। অবসিডিয়ান অসম্ভব ভঙ্গুর। দেড়শো বছর ধরে নিষ্ঠা আর ধৈর্য নিয়ে এ-ধরনের একটা শিল্পকর্ম তৈরি করা সাধারণ কোন ব্যাপার নয়, বিশেষ করে কোথাও ফাটল না ধরিয়ে।'

সিটে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা কাঠের বাক্সটার দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, জিনিসটা তোমাকে দেখাতে পারছি না।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই। এরইমধ্যে জানি আমি কেমন দেখতে ওটা।'

সন্দেহ জাগল রানার মনে। নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সময় ভিক্টিমকে নিয়ে খেলার একটা প্রবণতা আছে মরটনের। তার ফাঁদে পা না দিয়ে কোন উপায় নেই রানার। 'জিনিসটার সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে নিজের চোখ দিয়ে ওটাকে দেখতে হবে তোমাকে।'

'আমি কি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, রানা,' জিজ্ঞেস করল বিউ মরটন, কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম নিরীহ ভাব, 'আমি জানি ওরকম খুলি আরেকটা কোথায় আছে?'

অ্যান্ড্রু এয়ার ফোর্স বেসে ল্যান্ড করল ওদের প্লেন। নুমার এয়ারক্রাফট অ্যান্ড ট্র্যান্সপোর্টেশন বিল্ডিংটা বেস-এর উত্তর-পুব প্রান্তে। ওটার সামনে এফবিআই-এর দু'জন সিকিউরিটি গার্ড নুমার একটা ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছে, শাহানাকে সেফ হাউসে পৌঁছে দেবে তারা। তারপর চলে যাবে মুরল্যান্ডের বাড়ি ভার্জিনিয়ায়।

'আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন না?' ভ্যানে চড়ার আগে রানাকে জিজ্ঞেস করল শাহানা। একটু কি বিষণ্ন আর অসহায় দেখাল তাকে?

'না, এক বন্ধু আমাকে তুলে নিতে আসছে।' মৃদু হেসে শাহানার হাতটা একবার ধরল রানা।

'আবার কখন দেখা হচ্ছে আমাদের?'

'শিগ্‌গির,' বলল রানা। 'নিশ্চিত থাকুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।' মৃদু চাপ দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল ও। ভ্যানে উঠে পড়ল শাহানা, বেস-এর মেইন গেট দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর দেখা গেল সবুজ আর রুপালি রঙের একটা রোলস রয়েস সিলভার ডন

এসে থামল প্লেনের পাশে। ড্রাইভারের দরজা খুলে নীচে নামল বেঞ্জামিন মাইলস, বিউ মরটনের শোফার।

সামনে এসে ভক্তির সঙ্গে মাথা নত করল সে, 'আ প্লেজার, সার, আবার দেখা পেলাম আপনার।'

'সব ভাল তো, বেঞ্জ?' বলে বেঞ্জামিনের খুলে ধরা ব্যাক ডোর দিয়ে রোলস রয়েসের ভিতর ঢুকে প্রকাণ্ডদেহী বিউ মরটনের পাশে বসল রানা।

গাড়ি ছেড়ে দিল বেঞ্জামিন।

নিজেদের সামনে একটা ট্রে টেনে এনে তাতে একটা পিকনিক বাস্কেট রাখল মরটন। 'ব্রেকফাস্টটা সেরে নাও—তোমার যা যা পছন্দ সবই পাবে বাস্কেটে।'

'আমার শুধু কফি চলবে, খানিকটা ব্র্যান্ডি মেশাতে পারো। ব্রেকফস্ট আমরা প্লেনেই সেরেছি।'

বেস থেকে বেরিয়ে এসে পটোম্যাক নদী পেরুল ওদের গাড়ি, স্প্রিঙফিল্ডে পৌঁছে দক্ষিণে বাঁক নিল।

'তোমার দ্বিতীয় অবসিডিয়ান খুলিটা ঠিক কোথায় বলো তো?' কফির কাপে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'ওটার মালিক বারবারা ফ্লেচার-ট্যাফোর্ড নামে অতি সজ্জন এক বৃদ্ধা। তাঁর গ্রেট গ্র্যান্ডমাদার পান ওটা, অ্যান্টার্কটিকার কঠিন বরফে তাঁর স্বামীর হোয়েলিং শিপ আটকা পড়ার সময়।

'রীতিমত রোমাঞ্চকর একটা কাহিনি। আইস প্যাকে একদিন হারিয়ে যান লিলিয়ানা ফ্লেচার। তাঁর স্বামী মরিস ফ্লেচার, হোয়েলিং শিপ সি হর্স-এর ক্যাপটেন, উদ্ধার করেন তাঁকে—ঠিক ওই সময় তাঁরা একটা পরিত্যক্ত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়াম্যান সেইলিং শিপ আবিষ্কার করেন।

'জাহাজটায় চড়ে তল্লাশী চালান তাঁরা। ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের লাশ পান। স্টোররুমে পাওয়া যায় আশ্চর্য সব জিনিস সহ কালো একটা অবসিডিয়ান খুলি। খুলিটা ছাড়া বাকি

সব ফেলে আসতে বাধ্য হন তাঁরা, কারণ আইস প্যাক ভাঙতে শুরু করায় তাড়াতাড়ি জাহাজে ফেরাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল।'

গাড়ির বাইরে তাকিয়ে ভার্জিনিয়ার খেত-খামার দেখছে রানা। 'দুটো খুলি যদি হুবহু একই রকম দেখতে হয়, মার্কিং ছাড়া জানার কোন উপায় নেই কারা ওগুলো কী উদ্দেশ্যে তৈরি করেছিল।'

'আমি কিন্তু ফ্লেচার-ট্যাফোর্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছি খুলি দুটো মিলিয়ে দেখার জন্যে নয়,' বলল মরটন।

'তা হলে কী জন্যে?'

'ফ্লেচার ফ্যামিলির কাছে মরিস ফ্লেচারের তিমি শিকারের সময়কার কিছু চিঠি আর কাগজ-পত্র আছে, দশ বছর ধরে সেগুলো আমি কেনার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। কাগজগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়াম্যানের লগবুকও আছে। আশা করছি মিসেস ফ্লেচার-ট্যাফোর্ড তোমার খুলিটা দেখার পর তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন, কাগজগুলো এবার বেচতে রাজি হবেন।'

নিজের চিন্তায় ডুবে গেল রানা। সারা দুনিয়ায় এরকম আর ক'টা খুলি লুকিয়ে আছে কে জানে!

বারবারা ফ্লেচার-ট্যাফোর্ডের সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। তবে শরীরটা এখনও খটখটে, মধু মাখানো অমায়িক হাসিটা সারাক্ষণ লেগে আছে মুখে। মরটনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন, পরিচয় করিয়ে দিতে তার বন্ধুর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। পথ দেখিয়ে ওদেরকে লাইব্রেরিতে এনে বসালেন। তারপর দু'জনের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে মরটনকে বললেন, 'তো, বিউ, ফোনে কথাটা একবার বলেছি, তবু আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই—এখনও আমি আমার ফ্যামিলি ট্রেজার বিক্রি করতে রাজি নই।'

'স্বীকার করছি আশাটা আমি ত্যাগ করিনি,' বলল মরটন,

'তবে বন্ধু রানাকে নিয়ে এসেছি অন্য কারণে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'তোমার বাক্সে কি আছে মিসেস ফ্লেচার-ট্যাফোর্ডকে দেখাবে নাকি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' কাঠের বাক্সটার ঢাকনি খুলছে রানা, প্যান্ডোরা মাইন থেকে পাওয়া কালো অবসিডিয়ান খুলিটা আছে ওটার ভিতর।

'বারবারা,' মরটনকে বললেন ফ্লেচার। 'আমার কুমারী আর বৈবাহিক মিলে একগাদা নাম।'

রানা কিছু বলছে না, ওর দৃষ্টি আটকে আছে ছয় ফুট উঁচু একটা শো-কেসের মাথায়–একই রকম আরেকটা অবসিডিয়ান খুলি রয়েছে সেখানে।

ধীরে ধীরে, যেন একটা ঘোরের ভিতর, কাঠের বাক্সটা খুলে ফেলল রানা। নিজেদের খুলিটা বের করে হেঁটে এল ও, শো-কেসের মাথার উপর রাখল ওটা, প্রথমটার পাশে।

'ওহ্ মাই!' হাঁপিয়ে উঠলেন বারবারা। 'স্বপ্নেও ভাবিনি যে আরেকটা আছে।'

'আমিও ভাবিনি,' বলল রানা। 'সব দিক থেকে হুবহু একই রকম মনে হচ্ছে, যেন একই ছাঁচ থেকে বেরিয়েছে।'

'বলুন, বারবারা,' অনুরোধ করল মরটন, চুমুক দিল চায়ের কাপে। 'খুলিটা সম্পর্কে আপনার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার কী ধরনের ভূতের গল্প রেখে গেছেন?'

বারবারা এমনভাবে তাকালেন, মরটন যেন বোকার মত একটা প্রশ্ন করেছে। 'আমার মত তুমিও জানো বরফে জমাট বেঁধে যাওয়া দ্য বোম্বে নামে একটা জাহাজে পাওয়া যায় ওটা। ভারতের বোম্বে পোর্ট থেকে লিভারপুলে আসছিল দ্য বোম্বে। সাঁইত্রিশজন আরোহী আর চল্লিশজন ক্রু ছিল। কার্গোয় ছিল চা, মশলা, চিনামাটির পাত্র আর সিল্ক। আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার একটা স্টোররুমে খুলিটা পান, সেখানে প্রাচীন আরও অনেক

আর্টিফ্যাক্ট ছিল।'

'কোনও সূত্র পাওয়া গিয়েছিল কি, এ-সব বোম্বেতে কীভাবে এল?'

'আমি এটুকু জানি, খুলি বা আর্টিফ্যাক্টগুলো বোম্বে বন্দর থেকে জাহাজটায় তোলা হয়নি। ওগুলো প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা একটা নির্জন দ্বীপে আবিষ্কার করে–যাত্রাপথে ওই দ্বীপে পানি পাবার আশায় নোঙর ফেলেছিল তারা। বিশদ বিবরণ লগবুকে ছিল।'

'ছিল?' ব্যাখ্যা চাইল রানা।

'ক্যাপটেন ফ্লেচার ওটা নিজের কাছে রাখেননি। মারা যাবার আগে বোম্বের ক্যাপটেন লিখে রেখে গিয়েছিলেন, লগবুকটা যেন জাহাজের মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার কুরিয়ারের মাধ্যমে লিভারপুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেটা।'

রানার মনে হলো একটা কানাগলির শেষ মাথায় এসে পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। 'বোম্বের মালিক কি আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করার জন্যে অ্যান্টার্কটিকায় কাউকে পাঠিয়েছিল?'

'ইতিমধ্যে জাহাজ কোম্পানির মালিকানা বদল হয়ে গিয়েছিল। লগটা পেয়ে নতুন মালিক দ্য বোম্বে আর আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করার জন্যে দুটো জাহাজ পাঠিয়েছিল। কিন্তু জাহাজ বা ক্রুরা কেউ ফিরে আসেনি।'

'তার মানে সমস্ত রেকর্ড হারিয়ে গেছে,' হতাশ হয়ে বলল রানা।

বারবারার চোখ দুটো একটু বড় হলো। 'তা তো আমি বলিনি।'

'তা হলে...'

'আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডমাদার অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন বৃদ্ধা। 'স্বামী লগবুকটা লন্ডনে পাঠাবার

আগে নিজের হাতে ওটা কপি করেন তিনি।'

কালো মেঘের আড়াল থেকে যেন সূর্যকে উঁকি দিতে দেখল রানা। 'ওটায় কি একবার চোখ বুলাতে পারি, প্লিজ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না বারবারা। ধীর পায়ে হেঁটে এসে দেয়ালে আটকানো একটা ফটোর সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ফটোয় এক লোককে শিরদাঁড়া খাড়া করে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে, মুখটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ঘন দাড়িতে। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মহিলা, লোকটার কাঁধে একটা হাত রেখে। দু'জনের পরনেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিচ্ছদ।

'ক্যাপটেন মরিস ফ্লেচার আর লিলিয়ানা ফ্লেচার,' বিড়বিড় করলেন বারবারা। 'বিউ মরটন, মনে হচ্ছে এতদিনে সময় হয়েছে। শুধু আবেগের বশে বহু বছর হলো ওঁদের চিঠি আর কাগজ-পত্র আটকে রেখেছি আমি। এখন মনে হচ্ছে সবাই পড়ুক, সবাই জানুক। কালেকশনটা তুমিই পাচ্ছ, তোমার বলা দামেই।'

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে চেয়ার থেকে যেন মরটন নয়, একজন অ্যাথলেট উঠে এসে আলিঙ্গন করল বৃদ্ধাকে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ডিয়ার লেডি। কথা দিচ্ছি সবই সযত্নে রক্ষা করা হবে, ভবিষ্যতে হিস্টোরিয়ানরা যাতে স্টাডি করার সুযোগ পান।'

বারবারা এগিয়ে এসে শো-কেসের সামনে, রানার পাশে দাঁড়ালেন। 'আর তোমাকে, মিস্টার রানা, আমার অবসিডিয়ান খুলিটা গিফট করছি আমি। তা, এখন যখন হুবহু একই রকম দুটো পেলে, ওগুলোকে নিয়ে কী করতে চাও তুমি?'

'মিউজিয়ামে পাঠাব।' বলল রানা। 'তবে তার আগে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হবে–দেখা যাক কবে তৈরি জানা যায় কিনা, কিংবা প্রাচীন কোন সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা।'

'আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করি।'

ওয়াশিংটনে ফেরার পথে ইন্ডিয়াম্যান দ্য বোম্বের লগবুক থেকে

কপি করা এন্ট্রিগুলো পড়ছে রানা।

একসময় জানতে চাইল মরটন, 'ইন্টারেস্টিং কিছু পাচ্ছ?'

চামড়ায় মোড়া নোটবুক থেকে চোখ তুলল রানা। 'পাচ্ছি না মানে! দ্য বোম্বের ক্রুরা খুলিটা যেখানে পেয়েছিল সেই জায়গার লোকেশান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়াও আরও অনেক···অনেক কিছু জানা যাচ্ছে।'

পুরানো একটা বাগানবাড়ির সামনে এসে থামল রোলস রয়েস। এটাই রানার ঠিকানা, ওয়াশিংটনের কাছাকাছি নির্জন একটা এলাকা। বাগানের গেটের কাছে দোতলা বাড়িটার চেহারা দেখে মনে হবে বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত। মরচে ধরা করোগেটেড পাঁচিলকে রাজ্যের আগাছা ঘিরে রেখেছে। জানালাগুলোয় কাঠের ভারী তক্তা বসিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দরজা খুলে বেঞ্জামিন নীচে নামতেই সশস্ত্র দু'জন লোক যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো। পরনে ক্যামোফ্লাজ ফেটিগ, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। একজন গাড়ির জানালায় কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল; আরেকজন বেঞ্জামিনের সামনে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'দু'জনের একজন মাসুদ রানা হলে ভাল,' প্রথম লোকটা বলল, ঝুঁকে ব্যাকসিটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আমি রানা।'

ওর মুখটা খুঁটিয়ে দেল গার্ড। 'আইডি, সার।' অনুরোধ নয়, নির্দেশ।

নুমার পরিচয়-পত্রটার ভাঁজ খুলে দেখাল রানা। উত্তরে হাতের অস্ত্র উঁচু করে হাসল গার্ড। 'অসুবিধের জন্যে দুঃখিত, সার, তবে আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, আপনাকে আর আপনার সম্পত্তিকে রক্ষা করতে হবে।'

রানা আন্দাজ করল স্বল্প পরিচিত ফেডারেল প্রোটেকটিভ

সিকিউরিটি এজেন্সির লোক এরা। হুমকির মধ্যে আছে, এমন নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ ধরনের ট্রেনিং নেওয়া আছে এই এজেন্সির লোকদের। 'ধন্যবাদ তোমাদেরকে,' বলল রানা।

'বাকি দু'জন, সার?'

'ফ্রেন্ড।'

রানার হাতে ছোট একটা রিমোট অ্যালার্ম ধরিয়ে দিল গার্ড। 'প্লিজ, য়তক্ষণ বাড়িতে থাকবেন, এটা সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না। বিপদের সামান্য আভাস পেলেও ট্র্যান্সমিট বাটনে চাপ দেবেন। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

গার্ডরা চলে যেতে ট্রাঙ্ক খুলল বেঞ্জামিন, ঝুঁকে ব্যাগটা বের করে নিল রানা। বাগানবাড়ির চারদিকের জমিন আর খালি মাঠের উপর চোখ বুলাল ও। গার্ডদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে তারা।

'বেঞ্জামিনকে নিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি আমি, তোমার অবসিডিয়ান খুলি দুটো কাকে দেব বলে দাও।'

মরটনের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'খুব সাবধানে সাততলায় নিয়ে যাবে, কেমন? চার্জে আছে ববি রুপার্ট নামে একজন সায়েনটিস্ট, তার হাতে দেবে।'

নিঃশব্দে হাসল মরটন। 'খেয়াল রাখব হাত থেকে যাতে পড়ে না যায়।'

'গুড বাই, মরটন। ধন্যবাদ।'

ওখানে দাঁড়িয়ে রোলস রয়েসকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখল রানা। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা পুরানো একটা লাইটপোস্টের দিকে তাকাল, মাথায় খুদে একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা রয়েছে। গার্ড দু'জনের রেকর্ড করা গতিবিধি দেখলে ওর কৌতূহল মিটবে, জানা যাবে কোথায় লুকিয়েছে তারা।

ছোট একটা রিমোট বের করে বাগানবাড়ির সবগুলো অ্যালার্ম

সিস্টেম অচল করে দিল রানা, তারপর যেন পঞ্চাশ বছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে এমন একটা দরজা খুলে পা ফেলল ভিতরে, ব্যাগটা কাঁধে ঝুলছে। ভিতরে এতটুকু ধুলো নেই, তবে অন্ধকার। দরজা লাগিয়ে দিয়ে আলোর সুইচ টিপল ও, সঙ্গে সঙ্গে আলোর বন্যা বয়ে গেল বিরাট হলওয়ের ভিতর।

হলওয়ের মেঝেটা চকচকে সাদা এপোক্সি দিয়ে পেইন্ট করা। এখানে এক সময় গোটা কয়েক অ্যান্টিক কার রাখা হত। সে-সব রানা বিক্রি করে দিলেও, ওগুলোকে পাহারা দিত হাইডা ইন্ডিয়ানদের যে লম্বা বহুবর্ণ টোটেম পোল, সেটা এখনও মেঝের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরের ফ্লোরে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এল।

আধঘণ্টা পর। শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরুল রানা, লিভিং রুমের সোফায় বসে পানীয় ভর্তি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, এই সময় মিষ্টি টুংটাং বেল বেজে উঠে জানিয়ে দিল সদর দরজায় কেউ এসেছে।

দুটো বুক-শেলফের মাঝখানে চারটে টিভি মনিটর রয়েছে, সেগুলোর একটায় নুমার ডেপুটি ডিরেক্টার জর্জ রেডক্লিফকে দেখতে পেল রানা। রিমোটের একটা বোতাম টিপে বলল ও, 'চলে আসুন, মিস্টার রেডক্লিফ। আমি ওপরে।'

সিঁড়ি বেয়ে অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এলেন রেডক্লিফ। খাড়া রোমান নাক নিয়ে ছোটখাট একজন মানুষ, চোখে হর্ন-রিমড্ চশমা পরেন, মিষ্টভাষী নিপাট ভদ্রলোক। এই মুহূর্তে তাঁকে কেমন আচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। 'ক্যামোফ্লেজ গিয়ার পরা দু'জন লোক, হাতে অটোমেটিক রাইফেল, বলে কিনা নিজেকে আপনার বন্ধু বলে প্রমাণ করতে না পারলে কপালে খারাবি আছে!'

'আইডিয়াটা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের।'

'আমি জানি একটা সিকিউরিটি এজেন্সি ভাড়া করেছেন তিনি, কিন্তু জানতাম না স্রেফ বাতাস থেকে বেরিয়ে আসার জাদু জানে তারা।'

'সত্যিই, আমারও পিলে চমকে দিয়েছিল প্রায়,' বলল রানা।

'গোটা ব্যাপারটাকে হাস্যকর বললেও কম বলা হয়,' বললেন রেডক্লিফ। 'এত বড় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর যিনি, যাদের সার্ভিস এ-দেশের প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে নিতে হয়, তাকে প্রোটেকশন দেয়ার জন্য...'

'বিশেষ একটা কারণে,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'রানা এজেন্সিকে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়াচ্ছি না আমরা।' সুপার পাওয়ার আমেরিকার প্রতি বা তাদের সম্রাটের প্রতি বিদ্বেষ আছে, এটা তো আর রেডক্লিফকে বলা যায় না।

'টেলুরাইডের ঘটনা সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে আমাকে,' বললেন রেডক্লিফ, একটা চেয়ারে ডুবে গেলেন। 'অনেকের ধারণা, আপনার জীবনের নাকি আর এক পয়সাও দাম নেই।'

কিচেন থেকে রেডক্লিফের জন্য বরফ দেওয়া চা নিয়ে এল রানা। 'কবেই বা ছিল? আর ফোর্থ এমপায়ারের এই জোকাররা তো উঠে পড়ে লেগেছে আমাকে কবরে শোয়াবার জন্যে। অন্তত চেষ্টার কোনও ত্রুটি করবে না তারা।'

'একটু খোঁজ-খবর করেছি আমি,' থেমে বরফ দেওয়া চায়ের কাপ এক চুমুকে অর্ধেকটাই খালি করে ফেললেন রেডক্লিফ। 'সিআইএ-র কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা হলো...'

'ডোমেস্টিক ক্রাইমে সিআইএ আগ্রহী হতে যাবে কেন?'

'প্যান্ডোরা মাইনে আপনারা যে-সব ফ্যানাটিক খুনির সামনে পড়েছিলেন, সিআইএ কর্মকর্তাদের ধারণা তারা আন্তর্জাতিক ক্রাইম সিন্ডিকেটের লোকও হতে পারে।'

'টেরোরিস্ট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'ধর্মীয় ফ্যানাটিক নয়। তারপরও

তাদের এজেন্ডা একটা অতি গোপন ব্যাপার। দুনিয়ার কোনও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিই এখন পর্যন্ত অর্গানাইজেশনটার ভেতরে ঢুকতে পারেনি। এজেন্সিগুলো শুধু জানে যে ওটার অস্তিত্ব আছে। কোত্থেকে পরিচালনা করা হয়, কে নিয়ন্ত্রণ করে–কারও কাছে কোন সূত্র নেই। তাদের খুনিরা উদয় হয়–টেলুরাইডে যেমন হয়েছে–লোকজনকে খুন করে, তারপর গায়েব হয়ে যায়।'

'খুন ছাড়া আর কী ক্রাইম করে তারা?'

'সেটাও একটা রহস্য।'

চোখ সরু করল রানা। 'মোটিভ নেই, এমন একটা ক্রাইম সিন্ডিকেটের কথা কে কবে শুনেছে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। 'জানি উদ্ভট শোনাচ্ছে, তবে এখনও তাদের মোটিভ সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারেনি।'

'টেলুরাইডে ইন্টারোগেট করার মত দু'জনকে পাওয়া গেছে।'

রেডক্লিফের ভুরু উঁচু হলো। 'আপনি জানেন না?'

'কী জানব?'

'রেগান নামে একজন শেরিফ টেলুরাইড থেকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করেছিলেন–এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। বন্দিরা মারা গেছে।'

'ড্যাম!' হাতের তালুতে ঘুসি মারল রানা। 'শেরিফকে আমি বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলাম সায়ানাইড পিলের খোঁজে সার্চ করতে হবে ওদেরকে।'

'বিষের মত সাধারণ কিছু নয়।' মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'শেরিফ রেগান জানিয়েছেন, তাদের সেলের ভেতর একটা বোমা পাচার করা হয়। ওই বোমার বিস্ফোরণেই মারা গেছে বন্দিরা, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন ডেপুটি সহ।'

তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'মানুষ খুন এদের কাছে দেখা যাচ্ছে কোন ব্যাপারই নয়।'

'না, নয়।'

'নুমার পরবর্তী পদক্ষেপটা কী হবে?' জানতে চাইল রানা।

'একটা ব্যাপার তো অবভিয়াস,' বললেন রেডক্লিফ। 'এই গ্রুপটার সঙ্গে আর কারও চেয়ে আপনারই সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ ঘটেছে–শুধু তাই নয়, তারপরও বেঁচে আছেন আপনি। হাই লেভেল অফিসাররা আপনার সঙ্গে কাল সকাল আটটায় কথা বলতে চান। নিন, এই কাগজটায় ঠিকানা আছে। খোলা একটা গ্যারেজ দেখে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়বেন, তারপর অপেক্ষা করবেন।'

'কে কে আসছে?'

'তা জানি না। তবে এটুকু জানি, জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কোনও আপত্তি নেই, মাসুদ রানা যদি ইচ্ছে করেন, যোগ দিতে পারেন মিটিঙে।' হাতের কাপে শেষ একটা চুমুক দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন রেডক্লিফ, ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন ব্যালকনিতে, ঝুঁকে বিরাট হলওয়ের সাদা মেঝের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'খুনিদের আপনি ফোর্থ এমপায়ারের লোক বললেন।'

'ওটা তাদেরই বলা কথা, আমার নয়।'

'নাৎসিরা তাদের অশুভ স্বপ্নরাজ্যকে থার্ড রাইখ বলত।'

'নাৎসিরা প্রায় সবাই মারা গেছে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তাদের সঙ্গে থার্ড রাইখও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'থার্ড রাইখের ইংরেজি হলো থার্ড এমপায়ার...'

টান টান হলো রানা। 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না ওরা নিও নাৎসির একটা গ্রুপ?'

রেডক্লিফ কিছু বলার আগেই 'হুউশ' করে অত্যন্ত জোরাল, তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল, যেন একটা জেট ফাইটার তার

আফটারবার্নার ব্যবহার করছে; পরমুহূর্তে কান ফাটানো কর্কশ ধাতব শব্দ হলো, সেই সঙ্গে কমলা রঙের একটা শিখা হলওয়ের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে শেষ মাথার পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে গেল। দু'সেকেন্ড পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বাড়িটা, তীব্র ঝাঁকি দিয়ে গেল রট-আয়রন ব্যালকনিটাকে। ধাতব ছাদ থেকে ধুলো উড়ছে। বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর ভৌতিক একটা নীরবতা নেমে এল।

পরমুহূর্তে শোনা গেল রাইফেলের একটানা গুলির শব্দ। একটু পর আরেকটা অটোমেটিক রাইফেল গর্জে উঠল। রানা ও রেডক্লিফ দু'জনেই ওরা ব্যালকনির রেইলিং আঁকড়ে ধরে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে।

প্রথমে মুখ খুলল রানা। 'বাস্টার্ড!'

'কী ঘটল বলুন তো, মিস্টার রানা?' রেডক্লিফ হতভম্ব।

'মরুক শালারা! আমাদের লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়েছে। এখনও আমরা বেঁচে আছি কেন জানেন? জোরাল কোনও বাধা পায়নি বলে ওটা ফাটেনি। একদিকের পাতলা করোগেটেড দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢোকে ওঅরহেডটা, ডিটোনেটর সহই আরেক দিকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, তারপর ধাক্কা খেয়েছে কোনও স্ট্রাকচারাল বিমের সঙ্গে।'

নীচের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। ছুটে বাড়ির ভিতর ঢুকল গার্ড দু'জন। প্যাঁচানো সিঁড়ির গোড়ায় থামল তারা। 'আপনারা জখম হয়েছেন কেউ, সার?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'না,' বলল রানা। 'কোত্থেকে এল ওটা?'

'হেলিকপ্টার থেকে, লোকটার হাতে একটা লঞ্চার ছিল,' জবাব দিল গার্ড। 'ওটাকে এত কাছে আসতে দেয়ার জন্যে দুঃখিত, সার। আসলে মার্কিং দেখিয়ে বোকা বানানো হয়েছে আমাদেরকে। কপ্টারের গায়ে স্থানীয় একটা টিভি কোম্পানির নাম লেখা ছিল। তবে গুলি করে ওটাকে ফেলে দিয়েছি আমরা।

নদীতে পড়েছে।'

'তারপর?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের লোক গেছে ওদের ধরে আনতে।'

'তা পারবে না,' বলল রানা। 'বড়জোর দু'-তিনটে লাশ পাবে।' এবার গরম কফির জন্য পারকোলেটর প্লাগ-ইন করল রানা। বসবার ইঙ্গিত করল রেডক্লিফকে।

দৌড়ে বেরিয়ে গেল গার্ড দুজন। ফিরে এল পনেরো মিনিট পরেই। হাঁপাচ্ছে।

'দুটো লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, সার। কপ্টারের পাইলট আর গানারের।'

'হুম, ভেরি গুড।'

গার্ডরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফকে রানা বলল, 'ফোর্থরাইখ, ফোর্থ এমপায়ার, পরিচয় যা-ই হোক, অত্যন্ত গুরুতর একটা ভুল করে বসেছে তারা।'

'ওহ্?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ, কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছেন নিজের কাঁপা-কাঁপা হাত দুটোর দিকে, ওগুলো যেন অন্য কারও। 'কী সেই ভুল?'

বাগানবাড়ির পাঁচিলে তৈরি হাঁ করা গর্ত দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ওর কালো দুই চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি অশুভ কীসের যেন একটা আভাস দিচ্ছে। ওর চোখের এই ভাবটা আগেও অন্তত তিন কী চারবার লক্ষ করেছেন রেডক্লিফ; নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলেন তিনি।

'এখন পর্যন্ত মন্দ লোকগুলোই শুধু মজা করে গেল,' বলল রানা, ঠোঁটের চারপাশ মোচড় খেয়ে ক্রূর একটা নিঃশব্দ হাসি ফুটল। 'এবার আমাদের পালা।'

নয়

'চারদিকে এত গাছপালা, আশপাশে কোনও দালান নেই, রাস্তায় নেই কোন গাড়ি বা পথিক–এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'ঠিকানাটা লেখার সময় কিছু ভুল করোনি তো?'

সকাল ঠিক ন'টায় নিজের চেরোকি জিপে রানাকে ওর ভাড়া করা বাগানবাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়েছে মুরল্যান্ড। পাঁচ মিনিট হলো উইসকনসিন অ্যাভিনিউ থেকে ছোট একটা আবাসিক এলাকায় ঢুকেছে ওরা, জায়গাটা ন্যাভাল অবজারভেটরির কাছাকাছি। এরপর প্রথমে ডানে বাঁক নিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকেছে, তারপর বাঁয়ে ঘুরে পৌঁছেছে এই নো-ম্যানস ল্যান্ডে।

'কোথাও কিছু নেই কথাটা ঠিক নয়,' বন্ধুকে বলল রানা। 'নাক বরাবর সামনে তাকাও, গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা ধূসর রঙের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চই ওটাই হবে।'

একতলা একটা বাড়ি। আশপাশে কোন লোকজন বা পাহারা নেই। বড় একটা গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে, খোলা। রানার নির্দেশে জিপ নিয়ে সেটার ভিতর ঢুকে পড়ল মুরল্যান্ড। 'এরপর কী?'

যেন তার প্রশ্নের জবাবেই, গ্যারেজের দরজা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর ওদের জিপটাকে নিয়ে গ্যারেজের মেঝে নীচে নামতে শুরু করল–এটা আসলে একটা এলিভেটর, ওরা আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে যাচ্ছে।

প্রায় একশো ফুট নিঃশব্দে নামার পর থামল এলিভেটর।

দরজা খুলে গেল, সাদা নরম আলোয় কয়েকটা গাড়ি দেখতে পেল ওরা। এটা একটা আন্ডারগাউন্ড পার্কিং লট। দুটো ক্রাইসলার লিমাজিন রয়েছে, গায়ে 'নুমা' লেখা, ওগুলোর মাঝখানে নিজের চেরোকি জিপ পার্ক করল মুরল্যান্ড।

ধাতব দোরগোড়ায় একজন মেরিন গার্ড দাঁড়িয়ে। আস্তিনের স্ট্রিপ দেখে বোঝা গেল সার্জেন্ট সে। দু'পা এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। 'আপনারা নিশ্চয়ই মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যান্ড। আপনাদেরই সবার শেষে পৌঁছাবার কথা।'

'আমাদের আইডি দেখতে চাইবেন না?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

হাসল গার্ড। 'আপনাদের ফটো দেখেছি আমি।' দেয়ালে হাত তুলে একটা বোতামে চাপ দিল সে। ধাতব দরজা খুলে যেতে ভিতরে ছোট প্যাসেজ দেখা গেল, আরেকটা ধাতব দরজায় পৌঁছে থেমেছে। 'ওই দরজার সামনে অপেক্ষা করবেন, প্লিজ। উল্টোদিকের গার্ড সিকিউরিটি ক্যামেরার সাহায্যে আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবে।'

সিকিউরিটির সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে একটা কনফারেন্স রুমে বেরিয়ে এল রানা, পাশে মুরল্যান্ড। প্রথমেই দৃষ্টি কাড়ল বিশ ফুট লম্বা কিডনি আকৃতির একটা টেবিল। এরই মধ্যে বেশ ক'টা চেয়ারে মানুষজন বসেছেন। রানা আর মুরল্যান্ডকে এগিয়ে আসতে দেখে কেউ তাঁরা দাঁড়ালেন না।

'ওয়েলকাম, বয়েজ,' বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, নুমার ডিরেক্টর। বয়সে প্রৌঢ় হয়েও, অ্যাথলেটিক শরীর তাঁর। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। গাছের উপর এক চোখ খুলে শুয়ে থাকা লেপার্ড বলা হয় তাঁকে—জানেন আগে হোক বা পরে খাবার আপনা থেকেই হাজির হবে তাঁর সামনে। ইঙ্গিতে বাঁ পাশের ভদ্রলোককে দেখালেন তিনি। 'রানা, তুমি বোধহয় জিম প্যাটারসনকে চেন না—এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট।'

মাথায় একরাশ কোঁকড়ান পাকা চুল, পরনে বিজনেস সুট, চশমার উপর দিয়ে তাকাল ওদের দিকে, চেয়ার ছেড়ে সামান্য একটু উঁচু হয়ে হাত বাড়াল রানার দিকে। 'আপনার সম্পর্কে শুনেছি, মিস্টার রানা।'

হ্যান্ডশেক করার সময় রানা ভাবল, তারমানে আমার ফাইলটা পড়া আছে। এরপর সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর রিচার্ড স্টাব-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো ওকে।

টেবিলের এক ধারে মাথা নিচু করে কী যেন লিখছেন রেডক্লিফ, মুখ তুলে তাকাবার ঝামেলায় গেলেন না।

এগিয়ে এসে ডক্টর শাহানা সাজিদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, নরম সুরে বলল, 'দেখলেন, কত তাড়াতাড়ি আবার দেখা হয়ে গেল?'

'কেউ কথা রাখলে ভাল লাগে,' রানার হাতে নরম চাপড় দিল শাহানা, লোকজনের তাকিয়ে থাকাটা গ্রাহ্য করছে না। 'আসুন, আপনি আমার পাশে বসুন। এত সব প্রভাবশালী সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝখানে রীতিমত বিচলিত বোধ করছি আমি।'

'যদি জানতেন,' খেদ প্রকাশ করার সুরে বলল মুরল্যান্ড, 'ওঁরা যদি বাঘ হন, ইনি হলেন ঘোগ!'

'খুলি আর আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার সম্পর্কে ডক্টর শাহানা আমাদেরকে ব্রিফ করেছেন,' ওরা বসার পর বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এখন টেলুরাইড থেকে প্লেনে করে পাঠানো লাশগুলোর ফরেনসিক এগজামিনেশন রিপোর্ট শুনব আমরা। মিস্টার প্যাটারসন।'

এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট ধীরে ধীরে শুরু করল, 'খুব বেশি কিছু নয়। দাঁত পরীক্ষা করে তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে দাঁতগুলোর চিকিৎসা করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেন্টিস্টরা।'

রানাকে সন্দিহান দেখাল। 'আপনারা বিভিন্ন দেশের ডেন্টাল

টেকনিক আলাদা করতে পারেন?'

'ভাল একজন ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট, যিনি ডেন্টাল্ রেকর্ড দেখে পরিচয় বের করতে দক্ষ, মাঝে-মধ্যে এ-ও বলে দিতে পারেন যে দাঁতের গর্তগুলো কোন শহরে ভরাট করা গেছে।'

'লোকগুলো তা হলে বিদেশী ছিল,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

সিআইএ কর্মকর্তা স্টাব নোট নিচ্ছেন। বললেন, 'মিস্টার রানা, শুনলাম টেলুরাইডে আপনারা যে খুনিদের ধরেছেন, নিজেদেরকে তারা ফোর্থ এমপায়ার-এর সদস্য বলে উল্লেখ করেছে।'

'আরেকটা শব্দ ব্যবহার করেছে তারা—নিউ ডেসটিনি।'

'থার্ড রাইখের পরবর্তী ধাপ ফোর্থ এমপায়ার হতে পারে?'

'সম্ভব।'

'আমাকে ঠিক স্মার্ট বলা যায় না,' সবিনয়ে বলল মুরল্যান্ড। 'বোধহয় সেজন্যেই আমি বুঝতে পারছি না দুনিয়া-জোড়া এতটা শক্তিশালী নেটওঅর্ক নিয়ে বছরের পর বছর অপারেট করছে একটা অর্গানাইজেশন, খুন-খারাবি করছে, অথচ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো জানে না কারা তারা, কী তাদের উদ্দেশ্য!'

'স্বীকার না করে উপায় নেই, পিছিয়ে আছি আমরা,' জিম প্যাটারসন বলল। 'আসলে যে ক্রাইমের মোটিভ নেই সেটার তদন্ত করা অত্যন্ত কঠিন।'

মাথা ঝাঁকালেন সিআইএ কর্মকর্তা। 'এই লোকগুলোর সঙ্গে যাদেরই কোন বিরোধ বেধেছে, মারা পড়েছে তারা সবাই। ব্যতিক্রম শুধু আপনারা,' বললেন তিনি। 'মিস্টার রানা আর ডক্টর শাহানাকে ধন্যবাদ দিতে হয়—এখন আমাদের ফলো করার মত একটা ট্রেইল আছে।'

'পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া কয়েকটা দাঁত ট্রেইল হিসেবে খুবই অস্পষ্ট,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'তা ঠিক,' বললেন রিচার্ড স্টাব। 'তবে মোটিভ নেই এ-কথা

বলা যায় না। প্যান্ডোরা মাইনের প্রাচীন লিপি পড়তে দিতে এতটাই আপত্তি তাদের, নিরীহ মানুষকে খুন তো করছেই, ধরা পড়লে নিজেরাও আত্মহত্যা করছে–সন্দেহ কী, নিশ্চয়ই খুব জোরাল কোনও মোটিভ আছেই আছে।'

'ভয়ঙ্কর কিছু, কিংবা লোভনীয় কিছু হয়তো বলা হয়েছে খোদাই করা প্রাচীন ওই লিপিতে,' বলল রানা। 'তা না হলে ওগুলোর অর্থ গোপন রাখার জন্যে লোকগুলো এতটা মরিয়া হয়ে উঠত না।'

'যতই মারিয়া হোক, তাদের খুশি হবার মত কিছু ঘটেনি,' বললেন রেডক্লিফ। 'পেশাদার ছয়জন খুনিকে হারিয়েছে তারা, লিপির ফটোও নিজেদের কাছে রাখতে পারেনি।'

গম্ভীর হলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'যতই অসাধারণ হোক, একটা আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার এতগুলো মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবে, সত্যি ভাবা যায় না।'

'এটা শুধুই অসাধারণ একটা আবিষ্কার নয়,' দ্রুত বলল শাহানা। 'আমার ধারণা, শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার হতে চলেছে এটা।'

আসলে শাহানারও ধারণা নেই যে শতাব্দী নয়, কয়েক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার হতে যাচ্ছে ওই খুলি আর চেম্বার।

'সংকেতগুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন, শাহানা?' জানতে চাইল রানা।

'আপাতত এটুকু বলতে পারি যে ওগুলো অ্যালফাবেটিক। অর্থাৎ প্রতিটি সংকেত একটা করে আওয়াজের প্রতিনিধিত্ব করছে। উদাহরণ দিই: ইংলিশ বর্ণমালায় ব্যবহার হচ্ছে ছাব্বিশটা সংকেত। চেম্বারের সংকেতগুলো থেকে ত্রিশটা বর্ণ পাচ্ছি আমরা, সঙ্গে রয়েছে বারোটা সংখ্যা। এই সংখ্যাগুলো অনুবাদ করে অত্যন্ত উন্নতমানের, অ্যাডভান্সড ম্যাথমেটিক্যাল সিস্টেম পেয়েছি আমি।

'যে জনগোষ্ঠীই এগুলো ব্যবহার করে থাকুক, তারা শূন্য আবিষ্কার করেছিল। শুধু তাই নয়, আধুনিক মানুষ যে ক'টা সংকেতের সাহায্যে হিসেব করে, তারাও সেই একই সংখ্যক সংকেতের সাহায্যে হিসেব কষত। ওগুলোকে কমপিউটারে ভরে প্রোগ্রাম তৈরি না করা পর্যন্ত এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

'অবসিডিয়ান খুলিটা কি...' সিআইএ কর্মকর্তা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিল রানা।

'খুলিগুলো।'

রানার দিকে অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকাল শাহানা। 'গুলো?'

রানার দিকে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে।

'বন্ধু বিউ মরটনকে ধন্যবাদ, আরেকটা খুলি পাওয়া গেছে,' বলল রানা। 'দুটোই নুমার কেমিক্যাল ল্যাবে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করার জন্যে। প্রচলিত পদ্ধতিতে অবসিডিয়ানের "বয়স" নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তবে ইন্সট্রুমেন্টের সাহায্যে স্টাডি করলে যারা ওই খুলি তৈরি করেছে তাদের সম্পর্কে কিছু জানা যেতে পারে।'

'আপনি জানেন, কোত্থেকে এল ওটা?' কৌতূহলে মরে যাচ্ছে শাহানা।

সংক্ষেপে পরিত্যক্ত জাহাজ দ্য বোম্বে আর হোয়েলার মরিস ফ্লেচারের স্ত্রী লিলিয়ানার গল্পটা শোনাল ওদেরকে রানা। বারবারা ফ্লেচারের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার কথাটাও জানাল।

মন দিয়ে শুনছেন নুমার ডিরেক্টর। রানা থামতেই জানতে চাইলেন, 'ভদ্রমহিলা কি বলতে পেরেছেন বোম্বের ক্রু আর প্যাসেঞ্জাররা কোত্থেকে পেয়েছিল খুলিটা?'

যতটুকু জানে, ধীরে ধীরে বলে গেল রানা। বোম্বের লগবুকে লেখা হয়েছে ভারত থেকে রওনা হয়ে ইংল্যান্ডে যাচ্ছিল জাহাজটা। পথে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। দুই হপ্তা পর আবার শান্ত হয় প্রকৃতি। ক্রুরা দেখল তাদের পানির অনেকগুলো ব্যারেল ফেটে বা

ভেঙে গেছে। খাবার পানি না থাকায় মারাত্মক সঙ্কটে পড়ল তারা। ক্যাপটেন তখন চার্ট দেখে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে, সাবঅ্যান্টার্কটিক এলাকায় এক সারিতে মাথা তুলে থাকা জনবসতিহীন দ্বীপগুলোর একটায় নোঙর ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। এখন ক্রোজেট আয়ল্যান্ডস্ নামে পরিচিত দ্বীপগুলোর মালিক ফ্রান্স। বোম্বের নাবিক নোঙর ফেলেছিল সেইন্ট পল নামে ছোট একটা দ্বীপে। দ্বীপটার মাঝখানে একটা আগ্নেয়গিরি আছে।

ক্রুরা মেরামত করা ব্যারেলে ঝর্ণার পানি ভরার কাজে ব্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ আর্মির একজন কর্নেল বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারে। দ্বীপটায় এলিফ্যান্ট-সিল আর পেঙ্গুইন ছাড়া শিকার করার মত কিছু ছিল না। কিন্তু কর্নেলের বিশ্বাস, চারপেয়ে হিংস্র জন্তু প্রচুর পাওয়া যাবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এক হাজার ফুটের মত উঠে পড়ল তারা। হঠাৎ একটা ফুটপাথ চোখে পড়ল, পাথর বসিয়ে তৈরি, কালের আঁচড়ে মসৃণ হয়ে আছে। ফুটপাথ ধরে এগোল তারা। কিছু দূর যাবার পর সামনে পড়ল পাহাড়ের গায়ে খিলান আকৃতির একটা ফাঁক। ভিতরে ঢুকে একটা প্যাসেজ দেখতে পেল তারা, পাহাড়ের গভীরে চলে গেছে।

'ওই ফাঁক বা প্রবেশপথ তারপর আর কেউ খুঁজে পেয়েছে কিনা সন্দেহ,' রানা থামতে মন্তব্য করলেন জর্জ রেডক্লিফ।

'আমাদের কমপিউটার জাদুকর ল্যারি কিংকে দিয়ে খবর নিয়েছি,' বলল রানা। 'উনিশশো আটাত্তর সালে ওখানে একটা আনম্যানড ওয়েদার স্টেশন বসানো হয়, মনিটর করা হয় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। দ্বীপটা এখনও জনবসতিহীন।'

সিআইএ কর্মকর্তা রিচার্ড স্টাব প্রবল আগ্রহে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছেন। 'তারপর কী হলো?'

কর্নেল তার এক বন্ধুকে পাঠিয়ে জাহাজ থেকে একটা লণ্ঠন আনাল। সেটা জ্বেলে ভিতরে ঢুকল তারা। ঢালু একটা প্যাসেজ পাওয়া গেল, পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে, লম্বায় প্রায় একশো

ফুট হবে, থেমেছে ছোট একটা চেম্বারে। চেম্বারের ভিতর কয়েক ডজন প্রাচীন আর অদ্ভুতদর্শন ভাস্কর্য দেখতে পায় তারা। সিলিং আর দেয়ালে খোদাই করা রয়েছে দুর্বোধ্য প্রাচীন লিপি।

'লিপিগুলো তারা নকল করে?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'ক্যাপটেনের লগে কোন সংকেত পাওয়া যায়নি,' বলল রানা। 'প্রসঙ্গটা লিলিয়ানা ফ্লেচার তাঁর ডায়েরিতে অল্প কথায় সেরেছেন। তবে একটা ড্রইং পাওয়া গেছে, তাতে শুধু চেম্বারে ঢোকার মুখটা দেখানো হয়েছে।'

'ভাস্কর্যগুলো সম্পর্কে...'

'লিলিয়ানা রুপোর একটা পাত্রই শুধু চিনতে পারেন।' বলল রানা। 'বাকিগুলো ব্রোঞ্জ আর মাটির তৈরি অচেনা সব জীব-জন্তুর স্কাল্পচার। তাঁদের ইচ্ছে ছিল দ্য বোম্বের স্টোররুমে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলো নিজেদের জাহাজে নিয়ে আসবেন, কিন্তু আইসপ্যাক হঠাৎ ভাঙতে শুরু করায় প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসতে হয় তাঁদেরকে। সঙ্গে শুধু অবসিডিয়ান খুলিটা নিতে পেরেছিলেন।'

'আরেকটা চেম্বার, এটার সঙ্গে আবার আর্টিফ্যাক্ট আছে,' বলল শাহানা। 'কে জানে সারা দুনিয়ায় এরকম আরও কত চেম্বার লুকিয়ে আছে।'

'আমাদের হাতে এখন তা হলে দুটো কাজ।' চেয়ারে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'একটা দল অ্যান্টার্কটিকায় যাও বোম্বের খোঁজে। আরেক দল যাও সেইন্ট পল দ্বীপে, দেখো চেম্বারটা খুঁজে পাও কিনা। রানা, তোমার অভিজ্ঞতা যেহেতু বেশি, তাই আমি চাই অ্যান্টার্কটিকা এক্সপিডিশনে তুমি নেতৃত্ব দেবে। মুরল্যান্ড যাক সেইন্ট পলে।'

'ওকে, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা।

'ইতিমধ্যে,' বলল প্যাটারসন, 'এফবিআই চারদিকে এজেন্ট পাঠিয়ে জানতে চেষ্টা করুক খুনিরা কোনও

অর্গানাইজেশনের লোক কিনা।'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' বললেন রিচার্ড স্টাব। 'এটা সিআইএ-র প্রায়োরিটি কেস নয়। তবু বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা।'

'জানা দরকার সুন্দরী লেডি ডক্টর শাহানা কী করবেন,' মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন অ্যাডমিরাল।

মিষ্টি করে হেসে শাহানা বলল, 'আমার কাজ লিপির অর্থ বের করা।'

'ল্যারি কিং-এর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' শাহানাকে বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'আপনি স্বচ্ছন্দে নুমার কমপিউটার ফ্যাসিলিটিতে বসে কাজ করবেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শাহানা। 'ভার্সিটিতে যেতে পারছি না, তাই খুব চিন্তায় ছিলাম। ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন।'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'কিংকে আমি অনুরোধ করব, ভিনাসকে যেন আপনার হাতে তুলে দেয়।'

'ভিনাস?'

'কিং-এর সর্বশেষ খেলনা,' বলল রানা। 'একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কমপিউটার সিস্টেম, ভিজুয়াল হলোগ্র্যাফিক ইমেজ হিসেবে ধরা দেয় চোখে।'

বড় করে শ্বাস টানল শাহানা। 'টেকনিকাল সব রকম সহযোগিতাই দরকার হবে আমাদের।'

'মাফ করবেন, আপনিই কি ল্যারি কিং?' উৎসাহের আতিশয্যে নুমার বিশাল কমপিউটার নেটওঅর্কের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে একাই এখানে পৌঁছেছে শাহানা, নুমা বিল্ডিঙের দশতলার একেবারে শেষ প্রান্তে। পেনসিলভ্যানিয়া ভার্সিটির কমপিউটার উইজার্ডদের অকুণ্ঠচিত্তে বলতে শুনেছে সে, সমুদ্র-সংক্রান্ত যে-কোন তথ্য পেতে হলে নুমার কমপিউটার সেন্টারে গেলেই হবে।

ঘোড়ার খুর আকৃতির কনসোল সামনে নিয়ে বসে আছে কমপিউটার জাদুকর, কালো মানিক ল্যারি কিং। প্রশ্নটা শুনে ঘাড় বাঁকা করে দরজার দিকে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, আমিই। আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর শাহানা। অ্যাডমিরাল বলছিলেন আজ সকালে আপনি আসতে পারেন।' নিজের পাশের খালি চেয়ারটা দেখাল সে। 'চলে আসুন, প্লিজ। বসুন।'

'আপনার কাজে বাধা দিলাম না তো?' চেয়ারটায় বসে বলল শাহানা।

'না। চা দিতে বলি?'

'না, ধন্যবাদ। আমরা কি এখনই কাজ শুরু করতে পারব?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'চেম্বারের ফটোগুলো কি আপনার কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিং। 'ফটো-প্রসেসিং ল্যাব থেকে কাল রাতে পাঠানো হয়েছে। স্ক্যান করে ভিনাসের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

'রানা আপনার ভিনাসের কথা বলেছে আমাকে। তাকে আমি অ্যাকশনে দেখার অপেক্ষায় আছি।'

'আপনি যদি কনসোল ঘুরে সামনের ওই প্ল্যাটফর্মের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান, ভিনাসের ইউনিক ট্যালেন্ট দেখাতে পারি আপনাকে।'

চেয়ার ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল শাহানা, কিং-এর দিকে মুখ করে। হঠাৎ করেই তার চোখের সামনে কমপিউটার জাদুকরের গোটা আকৃতি ঝাপসা হয়ে এল, তারপর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝাপসা একটা ভাব ঘিরে রেখেছে তাকে। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করল দেয়াল আর সিলিং। অকস্মাৎ শাহানা বুঝতে পারল, প্যান্ডোরা মাইনে পাওয়া সেই চেম্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কিন্তু তা যেহেতু সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই সেটার হুবহু নকল এটা। হলোগ্র্যাফিক দৃষ্টিভ্রম, নিজেকে বোঝাল শাহানা। কিন্তু দৃশ্যটা এত বাস্তব, বিশেষ করে দেয়ালে খোদাই

করা লিপিগুলো প্রতিটি এতই আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে যে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে চোখে।

'দিস ইজ ফ্যানট্যাসটিক!' বিড়বিড় করল শাহানা।

'ফটোগ্রাফের সমস্ত সংকেত নিজের মেমোরিতে প্রোগ্রাম করে রেখেছে ভিনাস। আমাদের মুভি স্ক্রিন থাকলেও, ভাবলাম লিপিগুলোকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে ঠিক সেভাবে দেখতে পেলে পড়তে সুবিধে হবে আপনার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলল শাহানা, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'পুরোটা চোখের সামনে থাকলে বিরাট সাহায্য পাব। ধন্যবাদ! আপনাকেও, ভিনাসকেও।'

'ফিরে এসে বসুন এখানে, ভিনাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই,' কৃত্রিম চেম্বারের পিছন থেকে ভেসে এল কমপিউটার জাদুকরের কণ্ঠস্বর। 'তারপর আমরা কাজ শুরু করব।'

চেম্বারটা এত বেশি বাস্তব দেখাচ্ছে, শাহানা বলতে যাচ্ছিল, 'এখান থেকে বেরুব কীভাবে?' তবে সাহস করে চেম্বারের দেয়ালের ভিতর দিয়ে হেঁটে একটা ভূতের মত বাইরে বেরিয়ে এল সে, কনসোলের সামনে এসে কিং-এর পাশে বসল।

'ভিনাস,' ডাকল কিং, 'এসো, ডক্টর শাহানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'হাউ ডু ইউ ডু,' নরম, মিষ্টি একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এল শাহানার কানে।

'ভিনাস কি ভয়েস-অ্যাকটিভেটেড?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল কিং। 'কোন বোতাম টিপতে হবে না একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন, ওর সঙ্গেও সেভাবে বলুন।'

চারদিকে একবার তাকাল শাহানা। 'মাইক্রোফোন আছে কি?'

'ছয়টা. তবে এত ছোট যে চোখে পড়বে না।'

নরম সুরে ডাকল শাহানা, 'ভিনাস?'

প্ল্যাটফর্মের সামনে বিরাট একটা মনিটরে সুন্দরী এক মেয়ের মুখ ফুটে উঠল। 'হ্যালো, ডক্টর শাহানা সাজিদ। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'প্লিজ, আমাকে শুধু শাহানা বলো।'

'এখন থেকে তাই বলব।'

'ভিনাস,' নড়েচড়ে বসে কাজের কথা পাড়ল কিং, 'তোমার সিস্টেমে স্ক্যান করা হয়েছিল কিছু সংকেত, সেগুলো কি বিশ্লেষণ করেছ?'

'করেছি।'

'ওগুলো ডিসাইফার বা ইংরেজি বর্ণমালায় রূপান্তর করতে পারবে?'

'এটা যদিও আমার প্রাথমিক বিশ্লেষণ, তবু বলতে হয় সাফল্য পেয়েছি। চেম্বারের সিলিঙের সংকেতগুলো আসলে নক্ষত্রমণ্ডলের একটা চার্ট।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'এটাকে আমি একটা সফিসটিকেটেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হিসেবে দেখছি, যেটা অ্যাস্ট্রনমিতে ব্যবহার করা হয় মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ে। আমার ধারণা প্রাচীন কোনও যুগে, দুনিয়ার বিশেষ একটা অংশের আকাশে দৃশ্যমান কোনও নক্ষত্র-রাজির কৌণিক দূরত্বে পরিবর্তন উল্লেখ করা হয়েছে এখানে।'

'অর্থাৎ পৃথিবীর ঘোরার মধ্যে বিচ্যুতি থাকায়, দেখে মনে হয় তারাগুলো জায়গা বদল করেছে?'

'হ্যাঁ, সায়েন্টিফিক টার্ম হলো প্রিসেশান অ্যান্ড নুটেইশন,' লেকচার দিচ্ছে ভিনাস। 'ঘোরার কারণে পৃথিবী যেহেতু বিষুবরেখার চারপাশে ফুলে ওঠে, সূর্য আর চাঁদের অভিকর্ষ সবচেয়ে বেশি থাকে ওখানে, ফলে দুনিয়ার ঘূর্ণায়মান অক্ষে সামান্য কম্পন সৃষ্টি হয়। এটা তুমি ঘুরন্ত লাটিমেও দেখেছ,

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে। এটাকেই বলে প্রিসেশান–অয়নচলন–মহাশূন্যে মোচার মত একটা আকৃতি ট্রেস করে প্রতি ২৫,৮০০ বছরে একবার। আর নুটেইশন, কিংবা মাথা ঝাঁকানো হলো সামান্য অথচ অনিয়মিত একটা নড়াচড়া, যেটা সিলেসটিয়াল পোলকে সুষ্ঠু অয়নচলন বৃত্ত থেকে প্রতি ১৮.৬ বছরে ১০ সেকেন্ড সরিয়ে দেয়।'

'আমি জানি দূর ভবিষ্যতের কোন এক সময়,' বলল শাহানা, 'ধ্রুবতারা হিসেবে নর্থ স্টারকে পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক তাই,' সমর্থন করে বলল ভিনাস। 'ধ্রুবতারা সরে যাবে, তবে নর্থ পোলের ওপর আরেকটা তারা চলে আসবে, এই ধরো আনুমানিক ৩৪৫ বছরের মধ্যে। যিশুর সময়ের একশো বছর আগে, ভারনল ইকুইনক্স···মাফ করবে, তুমি জানো ভারনল ইকুইনক্স কাকে বলে?'

'কলেজে পড়া অ্যাস্ট্রনমি যদি ভুলে গিয়ে না থাকি,' বলল শাহানা, 'ভারনাল ইকুইনক্স হলো সূর্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণ। বসন্তকালে সূর্য যেখানে খ-বিষুবরেখাকে ভাগ করে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এগোয়; বিষুবরেখা থেকে কৌণিক দূরত্ব মাপার জন্যে একটা নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।'

'ভুল বললে,' অভিযোগ করল ভিনাস। 'ওটা যিশুর সময়ের আগের ঘটনা, মেষ রাশির ভেতর দিয়ে পরিক্রমণ করত সূর্য। প্রিসেশান-এর কারণে সূর্য এখন মীন রাশি অতিক্রম করে, অগ্রসর হয় কুম্ভ রাশির দিকে।'

'তুমি বোধহয় বলতে চাইছ,' বলল শাহানা, বুকের ভিতর আশ্চর্য একটা উল্লাস অনুভব করছে, 'চেম্বারের সিলিঙে নক্ষত্রের মত সংকেতগুলো অতীত স্টার সিস্টেমের কোঅর্ডিনেটস ডিসপ্লে করছে।'

'পড়ে তাই আমি বুঝেছি,' গম্ভীর সুরে বলল ভিনাস।

'এরকম নির্ভুল হিসাব করার মত সায়েন্টিফিক নলেজ কি ছিল

তাদের–প্রাচীন ওই সব মানুষদের?'

'চেম্বারের সিলিঙে যারা মহাকাশের মানচিত্র তৈরি করেছে তারা নির্ভুল হিসাব করে দেখিয়েছে ছায়াপথ স্থির; ঘুরছে সূর্য, চাঁদ আর গ্রহগুলো। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রহগুলোর নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে, আছে প্লুটোরও, যেটা কিনা মাত্র গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিল প্রোসিডন, সিরিয়াস ইত্যাদি তারা স্থির অবস্থানে থাকছে, অথচ বাকি সব নক্ষত্রপুঞ্জ কয়েক হাজার বছরে সামান্য হলেও একটু নড়ে। এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, এই প্রাচীন গোষ্ঠীর লোকজন আকাশ সম্পর্কে প্রায় আমাদের মতই সবকিছু জানত।'

কিং-এর দিকে তাকাল শাহানা। 'চেম্বারে খোদাই করা স্টার কোঅর্ডিনেটস ভিনাস যদি ডিসাইফার করতে পারে, আমরা হয়তো তখন জানতে পারব কতকাল আগে ওগুলো খোদাই করা হয়েছে।'

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

'নাম্বারিং সিস্টেমের ছোট একটা অংশ ডিসাইফার করেছি আমি,' বলল শাহানা। 'তা কি তোমার সাহায্যে আসবে, ভিনাস?'

'কষ্টটুকু তুমি না করলেও পারতে। নাম্বারিং সিস্টেমের ব্যাখ্যা এরইমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি আমি। ব্যাপারটা এত সহজ, বোঝা যায় এর পিছনে বুদ্ধি আর দক্ষতার অবদান আছে। আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না, ইচ্ছে হচ্ছে এখনই খোদাই লিপিগুলোতে বাইট ঢুকিয়ে অর্থ বের করে ফেলি।'

'ভিনাস?'

'বলো, কিং।'

'নক্ষত্রের মানচিত্রে মন দাও তুমি, লিপিগুলো আপাতত থাক।'

'তুমি আমাকে পাঁচটা পর্যন্ত সময় দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ভিনাস। 'আশা করি এর মধ্যে আমি বের করে ফেলব কী

আছে ওটার মধ্যে।'

'যত খুশি সময় নিতে পার তুমি,' বলল কিং।

'কয়েক বছর লাগার কথা এমন একটা প্রজেক্টের জন্যে ভিনাসের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দরকার?' শাহানার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ।

'ভিনাস ইউনিক একটা কমপিউটার সিস্টেম,' বলে মুচকি একটু হাসল কিং। 'আক্ষরিক অর্থেই অসাধ্যসাধন করতে পারে।'

'অপেক্ষার সময়টা অপচয় না করে, দেয়ালের সংকেত বিশ্লেষণ করলে হয় না?' জানতে চাইল শাহানা।

মাথা ঝাঁকাল কিং। 'খুব ভাল হয়।'

'চেম্বারের হলোগ্র্যাফিক ইমেজটা আবার আপনি তৈরি করতে পারবেন, প্লিজ?'

'চাহিবা মাত্র পাওয়া যাইবে,' সকৌতুকে বলল কিং, কী বোর্ডে একটা কমান্ড টাইপ করল দ্রুত। সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারের ভিতরকার দেয়ালের ইমেজ আবার ফুটে উঠল।

'অচেনা বর্ণমালায় সাজানো কোন লেখার অর্থ উদ্ধার করার প্রথম কৌশল, ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বরবর্ণ থেকে আলাদা করে ফেলা। ওগুলো আইডিয়া কিংবা বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করছে বলে মনে হচ্ছে না, তাই আমি ধরে নিচ্ছি সংকেতগুলো বর্ণমালা, আর ওগুলো শব্দের ধ্বনিকে রেকর্ড করে রেখেছে।'

'তার আগে বলুন, প্রথম বর্ণমালা কোত্থেকে, কীভাবে এল,' জানতে চাইল কিং।

'নিরেট প্রমাণের সত্যি-সত্যিই ভারি অভাব, তবে বেশিরভাগ এপিগ্র্যাফিস্টের বিশ্বাস, প্রথম প্রাচীন বর্ণমালার প্রচলন শুরু হয় যিশুর জন্মের ১৫০০ থেকে ১৭০০ বছর আগে জর্দান নদী আর ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে কেইনান এবং উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার ফ্যানিশন-এ। অনেক পরে গ্রহণ করে গ্রিকরা, উন্নতিও ঘটায়।'

'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?'

'অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন,' বলল শাহানা, নোটবুক খুলে চোখ বুলাচ্ছে। 'চেম্বারে পাওয়া লিপির সঙ্গে প্রাচীন অন্য কোনও লিপির বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পাইনি আমি। এটা খুবই আশ্চর্যজনক। হয়তো অস্পষ্ট একটু মিল আছে কেলটিক অগাম অ্যালফাবেট-এর সঙ্গে, তবে সেটার কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না।'

'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম।' শাহানার হাতে লাঠির মত একটা শাফট ধরিয়ে দিল কিং, একদিকের মাথায় খুদে ক্যামেরা বসানো। 'ভিনাস তো এরই মধ্যে সংকেতগুলোকে একটা কোডে রূপান্তর করেছে। ক্যালকুলেশানে আমার তরফ থেকে আপনি যদি কোন সাহায্য পেতে চান, ক্যামেরাটা শুধু সংকেত আর ওগুলোর সিকোয়েন্সের দিকে তাক করবেন, অমনি আমি একটা ডিসাইফার প্রোগ্রাম চালু করে দেব।'

'গুড,' বলল শাহানা। 'প্রথমে আলাদা সঙ্কেতগুলোর একটা তালিকা বানাই, তারপর গুণি প্রতিটি কতবার ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে দেখব ওগুলোকে শব্দে পরিণত করা যায় কিনা।'

'যেমন THE আর AND।'

'আজকাল যে-সব শব্দ না হলে চলে না, বেশিরভাগ প্রাচীন লিপিতে ছিলই না সেগুলো। ব্যঞ্জনবর্ণ ধরার আগে দেখতে চাই স্বরবর্ণগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি কিনা।'

বিরতি-বিশ্রাম ছাড়াই সারাটা দিন কাজ করল ওরা। নুমা ভবনের ভিতরেই রেস্তোরাঁ আছে, সেখান থেকে স্যান্ডউইচ আর সফট ড্রিঙ্কস আনাল কিং। শাহানার হতাশা ক্রমশ শুধু বাড়ছেই। সঙ্কেতগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ডিসাইফার করা পানির মত সহজ, অথচ পাঁচটার সময় দেখা গেল জট ছাড়িয়ে অর্থ বের করার ক্ষেত্রে প্রায় কিছুই করতে পারেনি সে। 'নাম্বারিং সিস্টেম যেখানে এত সহজে ভাঙা গেল, সেখানে অ্যালফাবেট এত কঠিন লাগছে কেন?' বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করছে সে।

'আমরা আবার কাল বসলে কেমন হয়?' জানতে চাইল কিং।

'আমি ক্লান্ত নই।'

'ক্লান্ত আমিও নই,' বলল কিং। 'তবে কালকের দৃষ্টিটা হবে নতুন। তা ছাড়া, ভিনাসের ঘুম দরকার নেই। রাতে আমি তাকে লিপির পিছনে লাগিয়ে দেব। আশা করি, সকালের মধ্যে কিছু একটা আইডিয়া নিশ্চয়ই দিতে পারবে সে।'

'দেখা যাচ্ছে তর্কে আমি হারব।'

'যাবার আগে ভিনাসকে ডেকে জেনে নেয়া যাক স্টার সিস্টেম সম্পর্কে কী বলার আছে তার।'

'ও, হ্যাঁ।'

একটা ট্র্যান্সমিট বাটনে চাপ দিল কিং। 'ভিনাস, আছ নাকি?'

মনিটরে ভিনাসের অসন্তুষ্ট চেহারা ফুটে উঠল। 'আমার কাছে ফিরতে এত দেরি করলে কেন তোমরা? আমি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।'

'দুঃখিত, ভিনাস,' জবাব দিল কিং। 'আমরা একটু ব্যস্ত ছিলাম।'

'প্রজেক্টটায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করেছ তুমি,' বলল শাহানা। 'এরইমধ্যে হাল ছেড়ে দিলে?'

'আরে কী বলে! হাল ছেড়ে দিলাম কখন?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল ভিনাস। 'আমি তোমাদের সমস্যার সমাধান বের করে ফেলেছি।'

'তা হলে শুরু করো,' নির্দেশ দিল কিং। 'প্রথমে বলো তোমার উপসংহার কী।'

'তুমি নিশ্চয়ই আশা করোনি গ্রহ-তারাদের গতিবিধির হিসেবটা আমি নিজে করব?'

'এটা তোমার প্রজেক্ট, ভিনাস।'

'কী কারণে আমি আমার চিপসকে খাটাব, কাজটা করাবার জন্যে হাতের কাছেই যখন আরেকটা কমপিউটার রয়েছে?'

'প্লিজ, ভিনাস, কী আবিষ্কার করেছ বলো আমাদেরকে।'

'প্রথম কথা হলো, মহাকাশে ভাসমান যে-কোনও বস্তুর কোঅর্ডিনেশান পেতে হলে জটিল জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। অ্যাজিমাথ, অ্যাসেনশান, ডেকলিনেইশান ইত্যাদি কীভাবে নির্ধারণ করেছি তার বর্ণনা দিয়ে আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করব না। আমার সমস্যা ছিল চেম্বারের দেয়ালে খোদাই করা কোঅর্ডিনেটস কোথায় মাপজোক করা হয়েছে জানা। অঙ্ক কষে অরিজিনাল সাইটগুলো বের করে ফেলি আমি, যেখানে বসে অবজারভাররা চাক্ষুষ করেছিল–অল্প কয়েক মাইলের ভেতরে কোথাও। সনাক্ত করতে পারি সেইসব তারাগুলোকেও, পার্থক্য পরিমাপের জন্যে যেগুলোকে দীর্ঘ বহু বছর ধরে ব্যবহার করেছে তারা। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের বলয়ে তিনটে তারা সচল। লুব্ধক, বসে আছে কালপুরুষের গোড়ালির কাছে, অটল। এসব সংখ্যা হাতে নিয়ে ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টারের অ্যাস্ট্রমিট্রি কমপিউটারে টোকা দিই আমি।'

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, ভিনাস,' তিরস্কার করল নুমার কালোমানিক ল্যারি কিং। 'এভাবে তুমি অন্য কোন কমপিউটার নেটওঅর্কে হানা দিতে পার না, ধরা পড়লে বিপদ হবে আমার।'

'এনএসমি-র কমপিউটার আমাকে খুব পছন্দ করে। সে কথা দিয়েছে, আমি যে এনকোয়েরি করেছি তার কোন প্রমাণ সে রাখবে না, সব মুছে ফেলবে।'

'হুম। আশা করি সে তার কথা রাখবে।'

'অ্যাস্ট্রমিট্রি,' আবার শুরু করল ভিনাস, 'কী জানো তো? অ্যাস্ট্রনমির সবচেয়ে পুরানো শাখা, কাজ হলো তারাদের গতিবিধি নির্ণয়।'

'বলে যাও।'

'প্রথমে বলি এনএসসি কমপিউটারকে কী কাজ দিই। চেম্বারটা যখন তৈরি হয়, ওই সময় কালপুরুষ আর লুব্ধকের যে

অবস্থান ছিল তার সঙ্গে ওগুলোর বর্তমান যুগের অবস্থানের পার্থক্য কতটুকু?'

'তুমি চেম্বার তৈরির তারিখ জেনেছ?' ফিসফিস করল শাহানা, দম বন্ধ করে আছে।

'জেনেছি।'

'চেম্বারটা ভুয়া কিছু নয়তো?' জিজ্ঞেস করল কিং, কী শুনতে হবে ভেবে ভয় পাচ্ছে।

'কলোরাডোর মাইনাররা ফার্স্ট-ক্লাস অ্যাস্ট্রনমার না হলে, নয়।'

'প্লিজ, ভিনাস,' মিনতি করল শাহানা। 'বলো! কবে তৈরি করা হয় চেম্বারটা? লিপিগুলোই বা কবে খোদাই করা হয় দেয়ালে?'

'তোমাকে মনে রাখতে হবে, আমার দেয়া হিসেব পুরোপুরি নিখুঁত হবে না, এক-দেড়শো বছর এদিক-ওদিক হতে পারে।'

'ওটা কয়েক শো বছরের পুরানো?'

'তুমি বিশ্বাস করবে,' ধীরে ধীরে কথা বলছে ভিনাস, ইচ্ছে করে বাড়িয়ে তুলছে উত্তেজনা। 'যদি বলি নয় হাজার বছর?'

'কী বলছ তুমি?'

'বলছি তোমার চেম্বারটা কলোরাডো পাথর ভেঙে তৈরি করা হয়েছে, এই ধরো, যিশুর জন্মের ৭১০০ বছর আগে।'

দশ

যাওয়া-আসায় ২৪০০ মাইল পাড়ি দিতে হবে, কাজেই অন্তত চারবার রিফুয়েলিং ছাড়া কোন হেলিকপ্টারের পক্ষে কাজটা সম্ভব নয়। আর সাধারণ মাল্টি-ইঞ্জিন একটা প্লেন রিফুয়েলিং ছাড়া এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পারলেও, আগ্নেয়গিরি থাকায় দ্বীপটার কোথাও ল্যান্ড করতে পারবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা, কেপ টাউন। হেলিকপ্টারের মতই উঠতে-নামতে পারে, এমন একটা প্লেনই চার্টার করেছে ববি মুরল্যান্ড: বেল-বোয়িং সিক্স-হানড্রেড-নাইন এগজিকিউটিভ টিল্ট-রোটর। জর্জ রেডক্লিফকে নিয়ে ভোর চারটের সময় টেক-অফ্ করল সে। ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জের হাজার মাইলের মধ্যে নুমার কোন রিসার্চ শিপ না থাকায় এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

ত্রিশ মিনিট পর ১২০০০ ফুটে উঠে দক্ষিণ-পুবে ঘুরে গেল টিল্ট-রোটর, নীচে ভারত মহাসাগর আদিগন্ত নীল আয়না।

রেডক্লিফের হাতে দুটো চার্ট ধরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'আপনি নেভিগেট করুন।'

'সেইন্ট পল দ্বীপটা কত বড়?'

'আড়াই বর্গ মাইলের মত।'

তিন ঘণ্টা পর ভারত মহাসাগর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন মেঘের আড়ালে। বাতাসের তীব্র আলোড়ন এড়াবার জন্য প্লেন নিয়ে আরও খানিক উপরে উঠে এল মুরল্যান্ড। তার বিস্ময়কর একটা যোগ্যতা হলো ঠিক দশ মিনিট ঘুমাতে পারা।

চোখ মেলে ইন্সট্রুমেন্ট চেক করবে, রেডক্লিফ বললে কোর্স অ্যাডজাস্ট করবে, তারপর আবার ঠিক দশ মিনিটের জন্য দিব্যি ঘুমিয়ে পড়বে।

টিল্ট-রোটর প্লেনে লেটেস্ট গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম আছে, কাজেই দ্বীপটাকে খুঁজে না পাওয়ার কোন ভয় নেই।

শেষবার চোখ মেলে ইন্সট্রুমেন্ট চেক করে মুরল্যান্ড বলল, 'সেইন্ট পল আর মাত্র পাঁচ মাইল সামনে, মিস্টার রেডক্লিফ।'

দ্বীপটার উপর উড়ে এসে চক্কর দিচ্ছে মুরল্যান্ড। সৈকত বা খোলা মাঠ বলে কিছু নেই। যেদিকেই তাকাচ্ছে ওরা, ৩৬০ ডিগ্রি খাড়া পাথুরে ঢাল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে রেডক্লিফ বললেন, 'দ্বীপ তো নয়, পাথরের স্তূপ। কোথায় ল্যান্ড করতে চাও, শুনি?'

'পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে, ওই কারনিসটায়,' বলে প্লেন নিয়ে নীচে নামতে শুরু করল মুরল্যান্ড—হেলিকপ্টারের মত খাড়াভাবে।

খুব বেশি হলে একশো ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া হবে কারনিসটা। ওদের প্লেন যেন নধর একটা হাঁস, তা দেওয়ার জন্য ডিমের উপর আস্তে করে বসল। থ্রটল টেনে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুরল্যান্ড। 'নেমেছি।'

এক গাল হেসে রেডক্লিফ জানতে চাইলেন, 'সন্দেহ ছিল নাকি?'

'আমার এদিকে পাহাড়ের গা। আপনার ওদিকে?'

স্টারবোর্ড উইন্ডো দিয়ে এই প্রথম বাইরে তাকালেন রেডক্লিফ। তাঁর দিকের দরজা থেকে মাত্র চার ফুট দূরে কারনিসের কিনারা, ঝপ করে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা প্রায় আটশো ফুট নীচে। রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে মুরল্যান্ডের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমরা যারা সারা বছর নানান অভিযানের মধ্যে থাকো, তাদের বেঁচে থাকাটা সত্যি মিরাকল।'

'আপনি বুঝতে পারছেন চেম্বারে পৌঁছাতে হলে কোন রুট

ধরে এগোতে হবে?'

'রানা জানিয়েছে জাহাজটার লগে লেখা ছিল, কর্নেল আর তার বন্ধুরা পাহাড়ের প্রায় অর্ধেকটা ওঠার পর ফুটপাথটা দেখতে পায়। আমরা প্রায় সেই লেভেলেই রয়েছি।'

'ঝরনাটা কোনদিকে?'

'দক্ষিণে। আমরা পশ্চিমে রয়েছি, ধারণা করছি আধমাইলটাক হাঁটলেই পাথর দিয়ে বাঁধানো ফুটপাথটা পেয়ে যাব।'

সারভাইভাল গিয়ার সহ ব্যাকপ্যাক নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। বৃষ্টির মধ্যে রেইনকোট পরতে হয়েছে ওদেরকে। সাবধানের মার নেই, বড় কয়েকটা বোল্ডারের সঙ্গে প্লেনটাকে বেঁধে রেখে এসেছে ওরা।

এক কারনিস থেকে আরেক কারনিসে, এই গুহা থেকে সেই গুহায়, এক ফাটল থেকে বেরিয়ে আরেক ফাটলে–দুপুর পর্যন্ত এভাবেই চলল। অবশেষে রেডক্লিফ খুঁজে পেলেন পাথর বসানো প্রাচীন ফুটপাথটা। তাঁর লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাল মুরল্যান্ড। 'ফুটপাথের ওপর ওগুলো কী বলুন তো?'

'এক ধরনের বাঁধাকপি,' বললেন রেডক্লিফ। 'এই কপি দিয়ে ঝাঁঝাল তেল হয়, রেঁধেও খাওয়া যায়।'

'কী আশ্চর্য! এরকম একটা নির্জন দ্বীপে বাঁধাকপি কীভাবে বংশ বিস্তার করে?'

'কৃতিত্বটা নিশ্চয়ই পরাগের। বাতাসের ধাক্কায় পানির ওপর দিয়ে দ্বীপে পৌঁছায়।'

ফুটপাথ ধরে কিছু দূর হাঁটার পর সামনে একটা বিরাট বোল্ডার পড়ল। 'চেম্বারটা বোধহয় এটার উল্টোদিকে,' বলল মুরল্যান্ড। 'ভাবছি কতক্ষণ লাগবে আমাদের। এখানে আমি সন্ধ্যার পর থাকতে চাই না।'

'চিন্তার কিছু নেই। গোলার্ধের যেদিকটায় রয়েছি, এখনও আমরা বারো ঘণ্টা দিনের আলো পাব।'

'এইমাত্র একটা কথা ভাবলাম আমি।'

'কী কথা?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'দু'হাজার মাইলের মধ্যে মানুষ বলতে শুধু আমরা দু'জন।'

'ঠিক। তুমি যদি এই নির্জন দ্বীপে নিজেকে মানুষ বলে চালাতে চাও, মেনে নিতেই হবে আমাকে।'

হাসল মুরল্যান্ড। বলল, 'আমাকে বাদ দিলে থাকে মাত্র একজন। ভাবতে কেমন লাগছে? দারুণ রোমাঞ্চকর না?'

'সত্যিই ভয়ের ব্যাপার···রোমহর্ষক!'

বোল্ডারটাকে পাশ কাটিয়ে এসে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে ওরা। পঞ্চাশ গজের মত ওঠার পরে ওদের সামনের ফুটপাথে আরেকটা বড় বোল্ডার দেখা গেল। ওটাকে পাশ কাটাতেই চোখে পড়ল চেম্বারে ঢোকার খিলান আকৃতির ফাঁক–ছয় ফুট মত উঁচু, চারফুট চওড়া।

'ঠিক যেমন বর্ণনা দিয়েছেন কর্নেল,' বলল মুরল্যান্ড।

'আমাদের কারও "ইউরেকা!" বলে চেঁচানো উচিত,' বললেন রেডক্লিফ, বৃষ্টি আর বাতাসের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি।

পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে রেইনকোট খুলে ফেলল ওরা। দু'ঢোক করে কফি খেয়ে ব্যাকপ্যাক থেকে টর্চ বের করল, তারপর সাবধানে পা ফেলে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আরও গভীরে রওনা হলো।

দেয়ালগুলো মসৃণ, মেঝে কোথাও উঁচু-নিচু নয়। হঠাৎ করে টানেলটা চৌকো একটা চেম্বারে পৌঁছেছে। টর্চের আলোয় কিছু হাড় দেখা যাচ্ছে। একজোড়া পা, কোমরের হাড়, পাঁজর আর মেরুদণ্ডের হাড়, লালচে চুলের আভাসসহ একটা খুলিও। ছেঁড়া কিছু কাপড়ের টুকরো এখনও হাড়ের সঙ্গে লেগে আছে।

'কে জানে বেচারা এখানে কীভাবে এল,' বিড়বিড় করলেন রেডক্লিফ।

চেম্বারের চারদিকে আলো ফেলল মুরল্যান্ড। আগুন জ্বালার

জন্য একটা গর্ত, কিছু অস্ত্র আর আসবাব দেখা গেল, সবই কাঠ আর লাভা পাথর দিয়ে হাতে তৈরি। একটা সিল মাছের চামড়া আর হাড়ের একটা স্তূপও রয়েছে উল্টোদিকের কোণে।

'যেন মনে হচ্ছে এই দ্বীপে আশ্রয় নেয়া একজন নাবিক, জাহাজডুবির শিকার।'

'অদ্ভুত না, কর্নেল এর কথা বলেনি?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'১৭৭৯ সালে বোম্বে নোঙর ফেলেছিল এখানে। এই লোকটা সম্ভবত তার পরে এখানে আসে।' দেয়ালে আলো ফেলে মুরল্যান্ড দেখল টেলুরাইড চেম্বারের মত এখানেও খোদাই করা লিপি রয়েছে। ছোট্ট একটা বেদির উপর আলো পড়ল, সন্দেহ নেই এটার উপর থেকেই অবসিডিয়ান খুলিটা তুলে নিয়ে যায় ব্রিটিশ কর্নেল। টর্চের আলোয় আরও দেখা গেল চেম্বারের একদিকের ছাদ ধসে পড়েছে, পাথরের স্তূপ ঢেকে রেখেছে সেদিকের পুরো দেয়াল।

'ভাবছি ওই স্তূপের ওদিকে কী আছে।'

'আরেকটা দেয়াল?'

মাথা চুলকালেন রেডক্লিফ। 'অসম্ভব নয়।'

ঝুঁকল মুরল্যান্ড, তিন-চার কেজি ওর্জনের একটা পাথর তুলল, একটু হেঁটে এসে ফাঁকা জায়গায় রাখল সেটাকে। 'নিন, শুরু করুন।'

এক ঘণ্টা বিরতিহীন খাটনির পর একটা প্যাসেজ বের করল ওরা, ক্রল করে ওপারে যাওয়া যাবে। আকারে ছোট হওয়ায় প্রথমে ঢুকলেন রেডক্লিফ।

প্যাসেজ হয়ে আরেকটা চেম্বারে ঢুকে সিধে হলো ওরা। এটার দেয়ালে কোন লিপি খোদাই করা না থাকলেও, সামনের দৃশ্যটা অভিভূত করে ফেলল ওদেরকে। মমি করা বিশটা মূর্তি, পাথর কেটে তৈরি করা চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে। দুটো

মূর্তি প্রবেশপথের দিকে মুখ করে আছে, তারা বসেছে উঁচু একটা মঞ্চে।

'এই জায়গাটা কী বলো তো?'

'আমরা একটা সমাধির ভেতরে রয়েছি,' ফিসফিস করল মুরল্যান্ড। 'অত্যন্ত প্রাচীন, অন্তত কাপড় দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

পরবর্তী পাঁচঘণ্টা ক্যামেরার সাহায্যে চেম্বার দুটোর প্রতি ইঞ্চির ছবি তুলল মুরল্যান্ড, আর চোখের সামনে যা কিছু দেখতে পেলেন, ছোট একটা টেপ-রেকর্ডারে তার বর্ণনা রেকর্ড করলেন রেডক্লিফ।

কাজটা শেষ হলো শেষ বিকেলে। গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে নিজেদের তৈরি প্যাসেজটা পাথর দিয়ে আবার বন্ধ করতে ভুলল না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে টিল্ট-রোটরের কাছে ফিরছে ওরা। ঢাল বেয়ে অনেকটা নামতে হলো, তবে শেষ পঞ্চাশ গজ চড়াই। প্লেন যখন মাত্র ত্রিশ গজ দূরে, হঠাৎ ওটা থেকে কমলা রঙের একটা শিখা লাফিয়ে উঠল আকাশে। বিস্ফোরণের আওয়াজটা পটকা ফাটার মত, যেন টিনের কৌটার ভিতর ফেটেছে।

দু'জনেই অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে প্লেনটাকে পুড়ে যেতে দেখছে।

'অসম্ভব নয়?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ। 'কোথাও কোন বোট নেই, জায়গা নেই আরেকটা প্লেন ল্যান্ড করার। প্লেনে বোমা রেখে পালিয়ে যাবে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, এ স্রেফ সম্ভব নয়, মুরল্যান্ড।'

'বোমাটা প্লেনে রাখা হয়েছিল কেপ টাউনে, আমরা টেক-অফ করার আগে,' বলল মুরল্যান্ড, তার কণ্ঠস্বর বরফের মত। 'ফাটার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রিটার্ন ট্রিপে।'

'আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেম্বারে...'

'অতক্ষণ ওখানে ছিলাম বলেই এখনও বেঁচে আছি। যারাই খুনি হোক, তারা ধরে নিয়েছিল আমরা এমন কিছু পাব না যে এক কি দু'ঘণ্টার বেশি থাকতে হবে ওখানে, তাই তারা চার ঘণ্টা এগিয়ে ডেটোনেটর সেট করেছিল।'

'জাহাজডুবির ওই নাবিকের পর চেম্বারটা কেউ দেখেছে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'অন্তত টেলুরাইডের বন্ধুরা দেখেনি, দেখলে প্রথম চেম্বারটা নিশ্চয়ই ধ্বংস করত। আমরা যে সেইন্ট পলে আসছি এই ইনফরমেশনটা কেউ ফাঁস করে দিয়েছে, অর্থাৎ আমরাই পথ দেখিয়েছি তাদেরকে। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র, প্রথম চেম্বারের লিপিগুলো পরীক্ষা করতে আসবে তারা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন রেডক্লিফ। 'আমাদের বিপদ সম্পর্কে অ্যাডমিরালকে জানানো দরকার।'

'কোডে জানান,' পরামর্শ দিল মুরল্যান্ড। 'এরা ধুরন্ধর মক্কেল, মিস্টার রেডক্লিফ। স্যাটেলাইট আলাপে কান পেতে আছে। আমরা এতক্ষণে ভারত মহাসাগরের মাছেদের পেটে চলে গেছি, এটাই তাদেরকে ভাবতে দেয়া উচিত।'

স্যাটেলাইট ফোন বের করলেন রেডক্লিফ। 'অ্যাডমিরালের রেসকিউ পার্টির আগেই যদি তারা চলে আসে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আসুন, পাথর ছোঁড়ায় অভ্যস্ত হয়ে নিই। অস্ত্র বলতে আর তো কিছু নেই আমাদের।'

অ্যান্টার্কটিকা।

নুমার রিসার্চ শিপ পোলার হোয়াইট বিজ্ঞানীদের নিয়ে ওয়েডেল সি থেকে বেরিয়ে আসছে, এই সময় ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটনের একটা মেসেজ রিসিভ করল ক্যাপটেন ফার্দিনান্দ কক: 'নোঙর ফেলে অপেক্ষা করো, একজন প্যাসেঞ্জার আসছে।'

তিন দিন পর খুব সকালবেলা কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা হেলিকপ্টার। পোলার হোয়াইটের ল্যান্ডিং প্যাডে নামল ওটা। ব্রিফকেস আর শোল্ডার ব্যাগ নিয়ে কার্গো ডোর থেকে লাফ দিল এক লোক, ঘুরে পাইলটের উদ্দেশে হাত নাড়ল। রোটরের গতি বেড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে নিয়ে আবার আকাশে উঠল পাইলট।

ইতিমধ্যে পোলার হোয়াইটের ব্রিজে পৌঁছে গেছে আগন্তুক। 'হাই, ফার্দি,' ক্যাপটেনকে বলল সে। 'অনেকদিন পর দেখা হলো, তাই না?'

'ওহ্ গড! রানা, তুমি! কোত্থেকে বলো তো?'

'নুমার প্লেনে করে একটা জাপানি রিসার্চ বেসের এয়ারস্ট্রিপে আসি, ওরা একটা হেলিকপ্টারে করে এখানে পৌঁছে দিল।'

'এই ঠাণ্ডা নরকে আসার কারণ?'

'উপকূল থেকে খানিক দূরে ছোট্ট একটা সার্চ প্রজেক্ট।'

'অ্যাডমিরালের মেসেজ পেয়েই বুঝে নিয়েছি, আস্তিনে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন। আমাকে জানানইনি যে তুমি আসছ।'

'না জানাবার কারণ আছে।' চার্ট টেবিলে ব্রিফকেসটা রাখল রানা, খুলল, তারপর এক সেট কোঅর্ডিনেট লেখা একটা কাগজ দিল ক্যাপটেন ককে। 'এটা আমাদের গন্তব্য।'

কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে নটিকাল চার্ট দেখল ক্যাপটেন। 'স্টিফেনসন বে,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'কাছেই, কেম্প কোস্ট-এ, হবস দ্বীপ থেকে বেশি দূরে নয়। তবে তেমন কিছু নেই ওদিকটায়। একদম ফাঁকা জায়গা। কী খুঁজছ তুমি, রানা?'

'পরিত্যক্ত একটা জাহাজ।'

কয়লার মত কালো মেঘের নীচে স্টিফেনসন বে ভয়ালদর্শন বরফে মোড়া ধু-ধু সাগর। বাতাস কামড় দিচ্ছে ঈল মাছের সুচাল দাঁতের মত; রানা ভাবছে মহাদেশটার তীরে পৌঁছাতে হলে

কতটুকু শারীরিক ধকল পোহাতে হবে। তারপরই রক্তে আড্রেনালিনের মাত্রা বাড়তে শুরু করল, কারণ কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে একটা জাহাজ আবিষ্কার করেছে ও, ১৮৫৮ সালের পর থেকে যেটার ডেকে কারও পা পড়েনি।

এখনও কি আছে সেটা ওখানে, ভাবছে রানা, প্রায় দেড়শো বছর আগে লিলিয়ানা আর তার স্বামী যেমনটি দেখেছিল? না কি বরফের চাপে ভেঙে গেছে, এখন আর সেটার কোন অস্তিত্বই নেই?

ব্রিজে ফিরে এসে রানা দেখল চোখে বিনকিউলার তুলে আইসব্রেকারের পিছন দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপটেন কক। 'তিমি খুঁজছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ইউ-বোট,' শুকনো গলায় জবাব দিল কক।

রানা ধরে নিল ক্যাপটেন ঠাট্টা করছে। 'সাগরের এদিকটায় খুব বেশি সাবমেরিন আসার কথা নয়।'

'মাত্র একটা।' বিনকিউলারটা চোখে চেপে রেখেছে ক্যাপটেন। 'ইউ-২০১৫। দশ দিন আগে এই জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল, সেই থেকে ওটা আমাদের পিছু ছাড়ছে না।'

এখনও রানা নিশ্চিত নয় ঠিক শুনেছে কিনা। 'তুমি সিরিয়াস, ফার্দি?'

অবশেষে গ্লাসজোড়া চোখ থেকে নামাল ক্যাপটেন। 'হ্যাঁ, সিরিয়াস।' এরপর কী ঘটেছিল, কীভাবে চিনতে পারল ইত্যাদি বলল রানাকে। 'জিজ্ঞেস কোরো না এত বছর ধরে ওটা টিকে আছে কীভাবে,' সবশেষে বলল সে। 'কিংবা আমাদের এই জাহাজকে কী কারণে অনুসরণ করছে। এ-সব প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই।'

ক্যাপটেন ককের সঙ্গে অন্তত চারটে প্রজেক্টে কাজ করেছে রানা, মানুষ হিসাবে অত্যন্ত দায়িত্ববান বলে জানে তাকে, যার

রেকর্ডে কালো কালির দাগ নেই। 'সত্যিই তো, এত বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার নাৎসিদের একটা সাবমেরিন...'

'জানি কী ভাবছ তুমি,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল কক। 'তবে আমি ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারব। জাহাজে একজন সাংবাদিক আছেন, গ্লোরিয়া ফ্যাশন। সংঘর্ষটা যখন ঘটতে যাচ্ছিল, তিনি তখন ওটার ফটো তুলেছেন।'

'হুম।' রানা চিন্তিত। ওর মাথার পিছনদিকে একটা সতর্কীকরণ আলো জ্বলে উঠেছে। যদিও, ফোর্থ এমপায়ারের খুনিদের সঙ্গে একটা অ্যান্টিক ইউ-বোটের সম্পর্ক আছে, এটা স্রেফ অবাস্তব বলে মনে হয়। 'অ্যাডমিরালকে ব্রিফ করো,' নির্দেশ দিল রানা। 'বলো আমাদের সাহায্য দরকার হতে পারে।'

'ওটাকে নিয়ে একটু লুকোচুরি খেলব?' জিজ্ঞেস করল কক।

মাথা নাড়ল রানা। 'ভৌতিক সাবকে অপেক্ষা করতে হবে, ফার্দি। দ্য বোম্বেকে খুঁজে বের করাটা আমাদের প্রথম কাজ।'

'ওটার নাম দ্য বোম্বে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। '১৭৭৯ সালে নিখোঁজ একটা ইস্ট ইন্ডিয়াম্যান।'

'তোমার ধারণা তীর বরাবর কোথাও বরফে আটকে আছে জাহাজটা?' ক্যাপটেনের গলায় সন্দেহ।

'হ্যাঁ।'

'নুমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কী থাকতে পারে ওটায়?'

'প্রাচীন একটা ধাঁধার উত্তর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ক্যাপটেন কক। 'আইস প্যাকের কতটা ভেতরে যেতে বলো তুমি?'

ক্যাপটেনের হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল রানা। 'পোলার হোয়াইটকে তুমি ঠিক এই পজিশনে নিয়ে যেতে পারলে খুশি হই আমি।'

কাগজটার উপর চোখ রেখে ক্যাপটেন বলল, 'এই অক্ষাংশ

আর দ্রাঘিমাংশে বহুদিন যাই না আমরা। তবে তুমি যখন বলছ, যতটা পারা যায় কাছাকাছি পৌঁছাবার চেষ্টা করব। জানতে পারি, এই সংখ্যাগুলো কোথায় পেয়েছ তুমি?'

'সি হর্স নামে একটা হোয়েল শিপের লগ থেকে। সি হর্সই বহু যুগ আগে ইস্ট ইন্ডিয়াম্যানকে আবিষ্কার করেছিল।'

পোলার হোয়াইট আইস প্যাকে ঢুকে পড়েছে। প্রথম এক মাইল এক ফুটের বেশি পুরু নয় বরফ। প্রকাণ্ড বো অনায়াসে বরফ ভেঙে এগিয়ে চলল। কিন্তু যতই তীরের দিকে এগোল জাহাজ ধীরে ধীরে ততই ফুলে উঠতে দেখা গেল প্যাককে–তিন থেকে চার ফুট পুরু। থামাও জাহাজ, পিছু হটো, তারপর আবার এগিয়ে বরফের গায়ে গুঁতো মারো। প্রতি ধাক্কায় পঞ্চাশ ফুটী ফাটল তৈরি হয়। ওইটুকু সহজেই এগোনো যায়, তারপর আবার পিছু হটে মারো ধাক্কা।

বরফে গুঁতো মারার দৃশ্যটা ক্যাপটেন কক দেখছে না। উঁচু একটা চেয়ারে বসে জাহাজের ডেপথ সাউন্ডার-এর স্ক্রিনে তাকিয়ে রয়েছে সে। যন্ত্রটা থেকে সনিক সিগনাল পাঠানো হয় সাগরের মেঝেতে। সেটা ফিরে এলে সি বেড আর জাহাজের মাঝখানের দূরত্ব মাপা যায়।

কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চোখে বিনকিউলার। তটরেখার ঠিক পিছনে বরফের প্রাচীরগুলো দুশো ফুট উঁচু, তারপর বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা, যেন চওড়া একটা মালভূমি। প্রাচীরগুলোর গোড়ায় চোখ বুলাচ্ছে রানা, দেখছে বরফে আটকা পড়া বোম্বের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা।

'মিস্টার রানা?'

ঘাড় ফেরাল রানা। শিশুসুলভ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত একটা মুখ, শরীরটা নাদুসনুদুস। 'ইয়েস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি কেনেথ হোপ, চিফ সায়েন্টিস্ট,' হেলেদুলে সামনে

এসে হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক, 'এবং গ্লেসিয়োলজিস্ট। আপনার সঙ্গে আমিও যেতে চাইছি—স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে।'

'কাজটা বিপজ্জনক,' বলল রানা। 'আমি কাউকে সঙ্গে নিতে চাইছি না।'

'বরফ সম্পর্কে জানে, এমন একজন সঙ্গে থাকলে আপনার বিপদের ঝুঁকি ফিফটি পার্সেন্ট কমে যাবে।' হাসছেন হোপ। প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে হাত বুলালেন। 'গায়ে জোরও আছে, প্রয়োজনে আপনাকে ঘাড়ে তুলে ফিরিয়ে আনতে পারব।'

হেসে ফেলল রানা।

'সাগরের তলা উঠে আসছে,' ঘোষণার সুরে বলল ক্যাপটেন। ইঞ্জিন রুমকে ডাকল সে। 'অল স্টপ, চিফ। আমরা আর সামনে যাব না।' রানার দিকে চোখ ফেরাল। 'তোমার দেয়া অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।'

'ধন্যবাদ, ফার্দি। ১৮৫৮ সালের শীতে মোটামুটি এই স্পটেই আটকা পড়েছিল সি হর্স।'

ব্রিজ উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে জাহাজ থেকে তীর পর্যন্ত বিছিয়ে থাকা বরফের দিকে তাকিয়ে আছেন কেনেথ হোপ। 'আমার হিসেবে দু'মাইল। চঞ্চল বাতাসে এটুকু ঘুরে আসা আমাদের শরীরের উপকারে লাগবে।'

ব্রিজে ঢুকে সোজা রানার দিকে এগিয়ে এল গ্লোরিয়া ফ্যাশন। 'শুনলাম আপনি মাসুদ রানা, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

মেয়েটির সপ্রতিভ ভাবটা ভাল লাগল রানার। মৃদু হাসল ও। 'আর আপনি নিশ্চয়ই গ্লোরিয়া ফ্যাশন। সম্ভবত আইস এক্সপিডিশন নিয়ে ফটো ফিচার লিখছেন।'

'ক্যাপটেনের কাছে আপনার সম্পর্কে শুনেছি আমি। এই কাজটা শেষ হলে আমি কি আপনার ইন্টারভিউ নিতে পারব?'

'দুঃখিত, আমি আসলে সময় পাব না,' এড়িয়ে গেল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। 'আমরা বোধহয়

সাবমেরিনটাকে আইস ফিল্ডের কিনারায় ফেলে এসেছি।'

'হয় তাই,' বলল কক, 'তা না হলে ওটা আমাদেরকে বরফের তলা দিয়ে ফলো করছে।'

'স্বেচ্ছাসেবকরা আপনার জন্যে তৈরি,' রানাকে জানাল ফার্স্ট অফিসার।

গ্যাঙওয়ে নিচু করা হলো। একজন ক্রু তিনটে স্লেজ নামাল বরফে, তার মধ্যে একটায় রয়েছে তারপুলিনে ঢাকা বরফ কাটার টুলস। বাকি দুটোয় রয়েছে প্রচুর রশি, আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেলে বাঁধার কাজে লাগবে।

এক ফুট গভীর তুষারে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেনের দিকে মুখ তুলল রানা। 'স্লেজ তিনটে কেন?'

ইঙ্গিতে এক লোককে দেখাল ক্যাপটেন। মানুষ না বলে তাকে দৈত্য বলাই ভাল। 'জাহাজের থার্ড অফিসারও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। ড্যান মারফি। ওকে দেখলে পোলার বেয়ারও জান নিয়ে পালাবে।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ,' কুচকুচে কালো দাড়ির ভিতর থেকে গুমগুম করে উঠল মারফি, নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে ওগুলো।

'মি টু!' বলল রানা। 'তবে আমার জানা মতে অ্যান্টার্কটিকায় কোন পোলার বিয়ার নেই।

'না থাকুক, আমি তো আছি!' চোখ গরম করে তাকাল ড্যান রানার দিকে। 'আমাকে সঙ্গে না নিলে কামড়ে দেব বলে দিচ্ছি! অন্য আরও কত রকম বিপদ আছে। আপনি একাই সব মজা লুটতে চান নাকি?'

রানা আর কিছু বলল না, মুচকি হেসে রওয়ানা হয়ে গেল।

বরফের মাঠ উঁচু-নিচু হলেও, প্রায় মসৃণই বলা যায়, কোন ঘটনা ছাড়াই দ্রুত এগোচ্ছে দলটা। কয়েকটা আইস-রিজ আর দুটো আইসবার্গ সামনে পড়ল, ফলে ঘুরে এগোতে হলো ওদেরকে।

পাখির পালকের মত নরম তুষারের উপর দিয়ে হাঁটতে ওদের কোন সমস্যা হচ্ছে না।

সবার সামনে রয়েছেন কেনেথ হোপ, এগোবার সময় বরফের মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছেন, বিশেষ করে লক্ষ রাখছেন কোথাও কোন গর্ত বা ফাটল আছে কিনা। তিনি স্লেজের বোঝা বহন করছেন না, কারণ বরফ টেস্ট করার জন্য স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করার সুযোগ থাকা দরকার তাঁর। তারপর রয়েছে রানা, একজোড়া স্কির উপর; একটা স্লেজ টেনে আনছে, কাঁধের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকান। সবার পিছনে রয়েছে ড্যান মারফি, দুটো স্লেজকে এমনভাবে টেনে আনছে, যেন খেলনা ওগুলো।

অনেক আগেই দিগন্তে মেঘ জমেছিল, হঠাৎ সেটা উঠে এসে গোটা আকাশ ঢেকে দিতে শুরু করল। সেই সঙ্গে আরম্ভ হলো হালকা তুষারপাত।

আবহাওয়ার এই পরিবর্তন গ্রাহ্য না করে এগিয়ে চলেছে দলটা। অনেকটা দূরে, বরফ-মুক্ত হানসেন মাউন্টেইন দেখতে পাচ্ছে রানা। বরফের প্রাচীরগুলো আরও অনেক কাছে। সেগুলোর গোড়ায় চোখ বুলিয়ে জাহাজের কোন আকৃতি, কোন গাঢ় ছায়া, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। তবু এগোচ্ছে। আর যতই এগোচ্ছে ততই উঁচু দেখাচ্ছে বরফ প্রাচীরগুলোকে।

এক ঘণ্টা পর বরফের পুরু চাদর পার হয়ে প্রাচীরগুলোর গোড়ায় পৌঁছাল দলটা। চোখে বিনকিউলার, জাহাজ থেকে ওদেরকে দেখছে ক্যাপটেন কক। স্যাটেলাইট ফোনটা তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করল সে। অপরপ্রান্ত থেকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'তীরে পৌঁছে এই মাত্র সার্চ শুরু করল ওরা, অ্যাডমিরাল।'

'ধন্যবাদ, ফার্দি,' বললেন হ্যামিলটন। 'ফিরলে রিপোর্ট করবে আমাকে।'

'অন্য একটা ব্যাপার, অ্যাডমিরাল। এখানে অদ্ভুত এক

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।' এরপর সংক্ষেপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ইউ-বোটের আকস্মিক আবির্ভাব আর উদ্ভট আচরণ সম্পর্কে জানাল। সে থামার পর অপরপ্রান্তে প্রত্যাশিত নীরবতা নেমে এল, ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিচ্ছেন নুমা-র চিফ।

অবশেষে কঠিন সুরে বললেন তিনি, 'ঠিক আছে, যা করার করছি আমি।'

তিনজন তিন দিকে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ওরা, বদেভোঁয় ফিরে এসে কেনেথ হোপ দেখলেন একা শুধু ড্যান মারফি দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'নাহ্, বরফে এমন কিছু দেখলাম না যেটার সঙ্গে কোন জাহাজের মিল পাওয়া যায়।'

মাথা নাড়ল মারফি। 'আমিও হতাশ।' তার পকেটের ভিতর শিপ-টু শোর রেডিওটা ঘড় ঘড় করে উঠল। সেটটা বের করল সে। 'ইয়েস, ক্যাপটেন?'

'আকাশের অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না,' বলল ক্যাপটেন কক। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে ফিরে এসো তোমরা।'

'ইয়েস, সার। একটু পরেই দেখা হবে।' রেডিওটা পকেটে ভরে রাখল মারফি, তারপর উত্তর দিকে তাকিয়ে বরফ ঢাকা প্রান্তর ছাড়া আর কিছু দেখল না। 'আপনি মিস্টার রানাকে কোথায় রেখে এলেন?'

হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন হোপ। 'পাঁচিলে একটা ফাটল পেয়ে সেটার ভিতর ঢুকলেন তিনি। আমি ভেবেছি ভেতরটা দেখে বেরিয়ে আসবেন, পিছু নেবেন আমার। ঠিক আছে, দেখছি আমি।'

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বরফ প্রাচীরের কাছে ফিরে এলেন হোপ। কিন্তু এদিক সেদিক অনেক খুঁজেও ফাটলটা খুঁজে পাচ্ছেন না। তুষারপাত আর বাতাসের গতি বেড়ে

যাওয়ায় পায়ের ছাপ মুছে গেছে।

'এই যে, মিস্টার হোপ! এদিকে!'

রানার ডাকটা শুনতে পেলেও বরফ প্রাচীরের সাদা মুখ ছাড়া আর কিছুই প্রথমে তিনি দেখতে পেলেন না হোপ। তারপর দেয়ালের গায়ে, একটা ফাটলের ভিতর নীলচে-সবুজ পারকার আস্তিন নড়তে দেখলেন। দ্রুত সেদিকে এগোলেন তিনি।

ফাটলটার ভিতর উঁকি দিলেন হোপ। শেষ মাথায়, কাঠের একটা কাঠামোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে আছে উজ্জ্বল হাসিতে। কাঠামোটা খুঁটিয়ে দেখলেন হোপ। পুরানো দিনের একটা সেইলিং শিপের পিছনের অংশ বলে মনে হচ্ছে।

খবর পেয়ে স্লেজগুলো নিয়ে ফাটলটার কাছে চলে এল মারফি। তার কাছ থেকে রেডিও সেটটা চেয়ে নিয়ে ক্যাপটেন ককে সুখবরটা দিল রানা, তারপর অভয় দিয়ে বলল ফাটলের ভিতর ঝড় ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সময় নষ্ট না করে তিনজনই ওরা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বরফ ভাঙার কাজে। চৌত্রিশ মিনিট পর কাঠের ধাপ বেয়ে খানিকটা নামল মারফি, ঘোষণা করল, 'আমি একটা প্রবেশপথ পেয়েছি, জেন্টলমেন।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কালো গর্তটার দিকে তাকাল রানা, তারপর কিনারায় বসে গর্তের ভিতর পা নামিয়ে দিল। চার ফুট নীচের ডেকে ঘষা খাচ্ছে বুট। সন্দেহ নেই জাহাজের গ্যালি এটা। উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল ও।

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' হোপ উত্তেজিত।

'বরফে মোড়া একটা স্টোভ,' জবাব দিল রানা। 'আপনারা আলো নিয়ে আসুন।'

আলো জ্বালা হলো। জায়গাটা দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গর্ত দিয়ে নীচে নামল ওরা। গ্যালিটাকে দেখে মনে হলো কখনও

ব্যবহার করা হয়নি। আভন-এর ফায়ার ডোর খুলল রানা, কিন্তু ভিতরে কোন ছাই দেখল না।

'শেলফগুলো সব খালি,' বলল মারফি। 'কাগজ, ক্যান, গ্লাস–সব মনে হয় খেয়ে ফেলেছে।'

'আমরা কি বিশেষ কিছু খুঁজছি?' জানতে চাইলেন হোপ।

'হোল্ডের ভিতর একটা স্টোররুম,' বলল রানা। 'ক্যাপটেনের কেবিনের নীচে।'

'তা হলে প্রথমে নীচে নামার প্যাসেজ খুঁজতে হবে।'

একটা দরজা দিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল রানা। টেবিল-চেয়ারে এক ইঞ্চি পুরু বরফ জমেছে। ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে টি সেট দেখা যাচ্ছে।

'এখানে কোন লাশ নেই,' ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন হোপ।

'সবাই তারা যে-যার কেবিনে মারা গেছে,' বলল রানা। 'অনাহার, স্কার্ভি আর হাইপথারমিয়ায়।'

'এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?' মারফি জানতে চাইল।

ডাইনিং টেবিলের পাশের দরজাটা দেখাল রানা। 'বাইরে বেরুলেই একটা প্যাসেজওয়ে পাব, নীচের ডেকে নেমে গেছে।'

'দুশো বছরের পুরানো একটা জাহাজের কোথায় কী আছে তা আপনি জানলেন কীভাবে?'

'ইস্ট ইন্ডিয়াম্যানের ড্রইং আর পুরানো প্ল্যান স্টাডি করেছি।'

একটা মই বেয়ে নীচে নামল ওরা। ধাপগুলোয় বরফ জমে আছে। পথ দেখিয়ে ওদেরকে জাহাজের সামনের দিকটায় নিয়ে এল রানা। পাশ কাটাল পুরানো কামানটাকে, ঝকঝকে ভাব দেখে একদম নতুন লাগছে–লিলিয়ানা আর সি হর্সের ক্রুরা ঠিক যেভাবে রেখে গেছে।

শরীরের শিরায় শিরায় উত্তেজনা নিয়ে স্টোররুমের ভিতরে ঢুকল রানা, হাতের আলোটা চারদিকে ঘোরাল। ১৮৫৮ সালে

শেষবার যেমন দেখা গেছে প্যাকিং ক্রেটগুলো ঠিক তেমনই আছে। দুটো বাক্স ডেকে বসানো, ঢাকনি খোলা। দরজার পিছনে তামার একটা পাত্র কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। সি হর্সের লোকজন তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ার সময় গড়িয়ে ওদিকে চলে গেছে ওটা।

বাক্স দুটো থেকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মূর্তিগুলো বের করে বরফ মোড়া মেঝেতে রাখছে রানা। বেশিরভাগই সাধারণ পশুর মূর্তি–কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, সিংহ। তবে এমন কিছু জীব-জন্তুর স্কাল্পচারও রয়েছে, জীবনে কখনও দেখেনি ও। কিছু মূর্তি তামার, কিছু ব্রোঞ্জের।

মানুষের মূর্তিও আছে, বেশিরভাগ লম্বা আর ঢোলা পোশাক পরা মেয়েদের; তাদের পায়ে অদ্ভুতদর্শন জুতো, প্রায় সবার চুলই কোমর পর্যন্ত লম্বা।

বাক্সগুলোর একদম নীচে প্রচুর তামার চাকতি পাওয়া গেল। ডায়ামিটারে পাঁচ ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি পুরু। চাকতিগুলোর দুই পিঠে ষাটটা সংকেত দেখা যাচ্ছে, এই সংকেতগুলোই প্যারাড়াইস মাইনের চেম্বারে দেখেছে বলে চিনতে পারল রানা। চাকতির মাঝখানে, একদিকে একটা পুরুষকে দেখা যাচ্ছে, আরেকদিকে এক মহিলাকে। লোকটার মাথায় টোপর আকৃতির হ্যাট, সেটা এক পাশে খানিকটা ভাঁজ করা। ধাতব একটা বর্ম পরে আছে বুকে, তার উপর ফতুয়া ধরনের পরিচ্ছদ। কোমরের নীচে স্কার্টটা খাটো, লোকটা বসে আছে একটা ঘোড়ার পিঠে, যেটার মাথায় একটা সিং। লোকটার হাতের চওড়া তলোয়ার মাথার উপর খাড়া করে ধরা, হাঁ করা একটা দৈত্যাকার গিরগিটির গলা কাটতে উদ্যত।

চাকতির উল্টোদিকে মহিলাটিও একই পোশাক পরে আছে, তবে তার শরীরে প্রচুর অলঙ্কার, দেখে মনে হলো ঝিনুক আর পুঁতির মালা। সে-ও এক শিং বিশিষ্ট একটা ঘোড়ার পিঠে বসে

আছে, তবে তলোয়ারের বদলে তার হাতে একটা বল্লম রয়েছে, আঘাত করতে যাচ্ছে একটা খড়্গদন্ত বাঘকে—ওটা এমন একটা পশু, কয়েক হাজার বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অন্য কোনও সময়ে, অন্য কোনও জায়গায় চলে গেল রানার মনটা, অস্পষ্ট আর ঝাপসা, কিনারাগুলো কুয়াশা দিয়ে মোড়া। একটা চাকতি হাতে নিয়ে যারা এটা তৈরি করেছে, অনুভূতির সাহায্যে তাদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করল ও। কিন্তু কল্পনার রথে চড়ে অতীত অবলোকন ওর কাজ নয়। ও এখনকার আর এখানকার মানুষ। অতীত আর বর্তমানকে যে অদৃশ্য পাঁচিলটা আলাদা করে রেখেছে সেটার ভিতর দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই ওর।

রেডিও অন করে ক্যাপটেন ককের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। চব্বিশটা কাঠের বাক্স ভর্তি আর্টিফ্যাক্ট স্লেজে তোলা হয়েছে শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। সব মিলিয়ে আটশো পাউন্ড ওজন দাঁড়িয়েছে, টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও লোকজন দরকার, জানান হলো তাকে। উত্তরে ক্যাপটেন বলল, 'আবহাওয়া একটু শান্ত হলে রিলিফ পার্টি নিয়ে আমি নিজেই আসছি। ছবি তোলার জন্যে মিস ফ্যাশনকেও নিয়ে যাচ্ছি।'

তিন ঘণ্টা পর দলবল নিয়ে পৌঁছাল কক। রানা তাকে বোম্বের কেবিনগুলো ঘুরিয়ে দেখাল। ১৭৭৯ সালে ক্যাপটেন উইলিয়াম রস তাঁর ডেস্কে যেভাবে বসেছিলেন, আজও ঠিক তেমনি বসে আছেন।

হঠাৎ পোলার হোয়াইট থেকে ফার্স্ট অফিসার বার্ট নিওন যোগাযোগ করল ক্যাপটেন ককের সঙ্গে। মেসেজটা রিসিভ করে পোর্টেবল রেডিওটা পকেটে রেখে দিল কক। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খবর ভাল নয়। 'এখনই আমাদেরকে জাহাজে ফিরে যেতে হবে,' বলল সে।

'আরেকটা ঝড় আসছে বুঝি?' জানতে চাইল ফ্যাশন।

মাথা নাড়ল ক্যাপটেন কক। 'সেই ইউ-বোট,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'পোলার হোয়াইটের কাছাকাছিই বরফ ভেঙে মাথা তুলেছে ওটা।'

এগারো

জাহাজের কাছে এসে বরফের উপর দিয়ে তাকাতে ওটার পিছনে তিমি আকৃতির কালো সাব-মেরিনটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। আরও কিছু দূর এগোবার পর কনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকেও আলাদা করা গেল। খোলের ভিতর থেকে আরও কিছু খুদে মূর্তি উঠে এসে ডেক গান-এর চারধারে ভিড় জমাচ্ছে।

পোলার হোয়াইটের কাছ থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে মাথা তুলেছে ইউ-বোটটা।

পোর্টেবল রেডিও অন করে ফার্স্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করল ক্যাপটেন কক। 'ওয়াটারটাইট ডোরগুলো বন্ধ করে দাও। বিজ্ঞানী আর ক্রুদের নির্দেশ দাও লাইফ ভেস্ট পরতে হবে।'

'ইয়েস, সার।'

'তোমার ভৌতিক জাহাজ একটা মহামারীর মত,' রানাকে বলল কক। 'ওটার দুর্ভাগ্য সংক্রামক।'

'চেষ্টা করলে ভাল দিকও দেখতে পাবে,' জবাব দিল রানা। 'একটা সাবমেরিন বরফের ভেতর দিয়ে টর্পেডো ছুঁড়তে পারবে না।'

'তা ঠিক, তবে দেখছ না ওদের একটা ডেক গান রয়েছে।'

স্লেজের তৈরি পথ ধরে জাহাজে পৌঁছাতে এখনও আধ মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। রেডিও অন করে ফার্স্ট অফিসারকে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন, 'ইউ-বোট যোগাযোগ করেছে?'

'না, সার। আমি কি যোগাযোগ করব?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কক। 'না, এখনই নয়, তবে সারাক্ষণ কড়া নজর রাখো।'

'এর আগে যখন দেখা হয়েছিল, যোগাযোগ করেছিলে তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'দু'বার,' বলল কক। 'কিন্তু পরিচয় জানাবার অনুরোধে সাড়া দেয়নি ওরা।' সাবমেরিনটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'সব শোনার পর কী বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?'

'শুধু বললেন: দাঁড়াও, যা করার আমি করছি।'

'অ্যাডমিরাল যে প্রতিশ্রুতিই দিন না কেন, তুমি সেটা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারো,' বলল রানা। 'ফার্স্ট অফিসার নিওনকে বলো ইউ-বোটের কমান্ডারকে সাবধান করে দিক—রিসার্চ শিপ থেকে বরফের নীচে এক্সপ্লোসিভ আন্ডারওয়াটার ডিভাইস ফেলা হয়েছে। ঠিক যেখানে তারা মাথা তুলেছে, তার তলায়।'

'এ-ধরনের একটা মিথ্যে বলার উদ্দেশ্য?'

'সময়ক্ষেপণ,' বলল রানা। 'যাই করার কথা ভেবে থাকুন, অ্যাডমিরালকে সময় দেয়া দরকার।'

'বাতাসে নিশ্চয়ই কান পেতে আছে ওরা।'

'হ্যাঁ, আছে বলেই মনে করি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেডিও অন করল ক্যাপটেন। 'নিওন, মন দিয়ে শোনো।' এরপর ফার্স্ট অফিসারকে ব্যাখ্যা করে বলল কী করতে হবে, প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে সাবমেরিন থেকে তাদের এই কথাবার্তা শোনা হচ্ছে।

জবাবে ফার্স্ট অফিসার জানাল, 'বুঝেছি, সার। এখনই আমি ভেসেলটার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাবধান করে দিচ্ছি।'

'আমরা মিনিট দশেক অপেক্ষা করব,' ক্যাপটেন রেডিও বন্ধ করার পর বলল রানা। 'তারপর প্রয়োজন হলে আরেকটা গল্প বানাব।'

'এসো, জোর কদমে হাঁটি,' তাগাদা দিল কক।

ফ্যাশনের দিকে ফিরল রানা। রীতিমত হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। 'অন্তত আপনার ক্যামেরার ইকুইপমেন্টগুলো দিন আমাকে।'

মাথা নাড়ল ফ্যাশন। 'নিজের গিয়ার ফটোগ্রাফারকেই বইতে হবে। আমি ভাল থাকব, আপনারা এগিয়ে যান।'

'দুঃখিত,' বলল ক্যাপটেন। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে পৌঁছাতে চাই আমি।'

'তুমি এগোও,' বলল রানা। 'জাহাজের ওপর দেখা হবে।'

ছুটল ক্যাপটেন।

নিজের স্কিগুলো ফ্যাশনের পায়ে আটকে দিল রানা। বলল, 'আপনি যান, আমি একটু কাছ থেকে সাবমেরিনটাকে দেখে আসি।'

ফ্যাশনকে পাঠিয়ে দিয়ে একটা কোণাকোণি পথ ধরে এগোল রানা, থামল সাবমেরিনের পঞ্চাশ গজ সামনে। বরফের উপর দিয়ে ওটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও। ডেক গানে দাঁড়ানো ক্রু আর কনিং টাওয়ার থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে থাকা অফিসারদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কেউই নাৎসিদের ইউনিফর্ম পরে নেই। সবার পরনে কালো সিঙ্গেল পিস, আঁটসাঁট শীতকালীন কাভারঅলস।

এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে রানা, ক্রুরা যাতে দেখতে পায় ওকে। রেডিও সেটটা পকেট থেকে বের করে ট্র্যান্সমিট বাটন অন করল ও। 'আমি ইউ-২০১৫-এর কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম মাসুদ রানা। তোমরা আমাকে পোলার হোয়াইটের খানিক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছ।' মেসেজটা হজম করার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় দিল রানা, তারপর আবার

বলল, 'আমি খুব ভালভাবেই তোমাদের পরিচয় জানি। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

রেডিও থেকে যান্ত্রিক গুঞ্জন বেরিয়ে আসছে। তারপর শান্ত, মার্জিত, চিকন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা। ইউ-২০১৫-এর কমান্ডার কথা বলছি। বলো, কীভাবে আমি তোমার সাহায্যে আসতে পারি?'

'তুমি আমার নাম জেনেছ, কমান্ডার। এবার তোমার নামটা আমাকে জানাও।'

'সেটা জানার কোন দরকার নেই তোমার।'

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'ব্যাপারটা মেলে। তোমরা নিউ ডেসটিনির লোকেরা, নাকি বলব ফোর্থ এমপায়ারের সদস্যরা, গোপনীয়তা নিয়ে অসম্ভব বাড়াবাড়ি করো। তবে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, কথা দিচ্ছি তোমাদের সম্পর্কে একটা কথাও কাউকে বলব না, শুধু যদি বাতিল লোহার স্তূপটাকে নিয়ে এখান থেকে এখনই বিদায় নাও।'

ব্যাপারটা স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া, তার বেশি কিছু নয়; তবে দীর্ঘ নীরবতা রানাকে জানিয়ে দিচ্ছে ঢিলটা বোধহয় জায়গামতই লেগেছে।

পুরো এক মিনিট পর ইউ-বোটের কমান্ডার মুখ খুলল। 'ও, আচ্ছা, তুমি তা হলে সেই নাছোড়বান্দা লোকটা। মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, ঠিক বোতামটায় চাপ দিতে পেরেছে বুঝতে পেরে উল্লাস বোধ করছে। 'ধারণা করতে পারিনি আমার নামটা এত তাড়াতাড়ি এতদূর পৌঁছে যাবে।'

'দেখতে পাচ্ছি কলোরাডো থেকে নিজেও তুমি এতদূর, এই অ্যান্টার্কটিকায় আসতে মোটেও সময় নষ্ট করোনি।'

'তোমার কয়েকজন বন্ধুর লাশের ব্যবস্থা করতে হলো, তা না হলে আরও আগে পৌঁছাতাম।'

'তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ, মিস্টার রানা?'

আলাপটা বিপজ্জনক হয়ে উঠলেও, সময় পাওয়ার জন্য ইউ-বোটের কমান্ডারকে আরও একটু খোঁচাবে রানা। 'না, আমি শুধু চাইছি নিজের উদ্ভট আচরণ ব্যাখ্যা করবে তুমি। তোমার তো অসহায় নিরস্ত্র একটা ওশোন রিসার্চ শিপে হামলা চালাবার বদলে উত্তর আটলান্টিকের বাণিজ্যিক জাহাজে টর্পেডো ছোঁড়া উচিত।'

'১৯৪৫ সালের এপ্রিল থেকে শত্রুভাব সম্পূর্ণ পরিহার করেছি আমরা।'

কনিংটাওয়ারের সামনের অংশে বসানো, ওর দিকে তাক করা মেশিন গানটাকে ভাল চোখে দেখছে না রানা। বুঝতে পারছে সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চিতভাবে জানে ইউ-বোটটার উদ্দেশ্য ক্রু আর বিজ্ঞানীদের সহ পোলার হোয়াইটকে ধ্বংস করা। 'তা হলে ফোর্থ রাইখ-এর সূচনা করলে কবে থেকে?'

'এই আলোচনা চালিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন দেখছি না আমি, মিস্টার রানা,' নীরস, বেসুরো কণ্ঠস্বর ভেসে এল রেডিও থেকে। 'গুডবাই।'

এরপর কী ঘটবে বোঝাবার জন্য রানার চোখে পিন দিয়ে খোঁচা মারার দরকার নেই। মেশিন গান যখন গর্জে উঠল, সেই একই মুহূর্তে রানাও ডাইভ দিয়ে বরফের নিচু একটা পাঁচিলের গোড়ায় পড়ল। বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, চারদিকের বরফের গায়ে অদ্ভুত শব্দে গাঁথছে। নিচু পাঁচিলের আড়ালে, একটু ডেবে থাকা জায়গায় শুয়ে আছে রানা। মাত্র হাত দশেক লম্বা পাঁচিল, নড়াচড়ার জায়গা কম। নুমার নীলচে-সবুজ আর্কটিক গিয়ার পরে থাকায় এই প্রথম মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। সাদার বিপরীতে উজ্জ্বল রঙ আদর্শ টার্গেটে পরিণত করবে ওকে।

শুয়ে থাকার এই জায়গা থেকে মুখ তুললে পোলার হোয়াইটের সুপারস্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছে রানা। কত কাছে, অথচ কত দূরে। আর্কটিক সুট খুলে ফেলছে ও। এক সময় পরনে

শুধু উলেন সোয়েটার আর প্যান্ট থাকল। দৌড়াবার জন্য বুট জোড়া একটা বাধা, কাজেই ওগুলোও খুলল, পায়ে থাকল শুধু থারমাল মোজা। ইতিমধ্যে বুলেট বৃষ্টি থেমেছে, মেশিন গানার সম্ভবত ভাবছে তার গুলি রানাকে লেগেছে কিনা।

বেশ খানিকটা তুষার তুলে মাথায় চাপড় দিল রানা, কালো চুল যাতে পরিষ্কার চেনা না যায়। এরপর পাঁচিলের কিনারা দিয়ে উঁকি মারল। নিজের অস্ত্রের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ডেক গানার, মেশিন গানার তার অস্ত্রের পিছনে তৈরি। তবে ইউ-বোটের কমান্ডার চোখে বিনকিউলার তুলে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরেই কমান্ডারকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল রানা, হাত তুলে জাহাজটা দেখাচ্ছে। সিধে হলো ডেক গানার, ক্যাপটেনের নির্দেশ অনুসারে ডেক গানটা ঘোরাল রিসার্চ-শিপের দিকে।

বড় করে একটা শ্বাস টেনে ছুটল রানা। নিজেকে আঠারো বছরের একজন তরুণ হিসেবে কল্পনা করছে, দুই পা থেকে পেতে চাইছে ওই বয়েসের ক্ষিপ্রতা। আঁকাবাঁকা একটা পথ তৈরি করে ছুটছে ও। এবড়োখেবড়ো বরফ মোজা ভেদ করে পায়ের চামড়া আর মাংস কেটে ফেলছে, তবু থামছে না ও, গ্রাহ্য করছে না ব্যথাটাকে।

তীরবেগে ত্রিশ গজ পেরিয়ে এল রানা। এতক্ষণে টের পেয়ে মেশিন গান ঘুরিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করল গানার। তবে শেলগুলো উপর দিয়ে ছুটে গেল, পড়ল ওর পিছনে। ভুল শুধরে নিয়ে লোকটা আবার যখন ট্রিগার টানল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পোলার হোয়াইটের আড়াল পেয়ে গেছে রানা, এক সেকেন্ড পরেই ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট ওর পিছনে ইস্পাতের গায়ে মাথা কুটতে শুরু করল, ক্ষিপ্ত মৌমাছির মত কুচিকুচি করছে পেইন্ট।

জাহাজটাকে আড়াল হিসাবে পেয়ে ছোটার গতি কমিয়ে আনল রানা, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। গ্যাঙওয়ে তুলে

নেওয়া হয়েছে, ক্যাপটেন ককের নির্দেশে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে পূর্ণগতিতে সামনে এগোল জাহাজ, তবে একপাশে ঝুলছে রশির একটা মই। গতি বাড়ছে জাহাজের, ওটার পাশে থাকার জন্য রানাও ছুটছে; তারপর ছোঁ দিয়ে মইটা ধরে ঝুলে পড়ল, ঠিক তখনই প্রকাণ্ড একটা বরফের টুকরো মোজা পরা পায়ের তলা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল।

রেইলিঙের কাছে পৌঁছাল রানা, এই সময় থার্ড অফিসার মারফির প্রকাণ্ড হাত দুটো নেমে এসে ধরল ওকে, অনায়াস ভঙ্গিতে মই থেকে তুলে জাহাজের ডেকে নামাল। 'ওয়েলকাম ব্যাক,' গাল ভরা হাসির সঙ্গে বলল সে।

'ধন্যবাদ, মারফি।' হাঁপাচ্ছে রানা।

'ক্যাপটেন আপনার জন্যে ব্রিজে অপেক্ষা করছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেক ধরে এগোল রানা। সামনেই একটা মই দেখা যাচ্ছে, সোজা উঠে গেছে জাহাজের ব্রিজে।

'মিস্টার রানা।'

ঘুরল রানা। 'ইয়েস?'

রানার রেখে যাওয়া রক্তাক্ত পদচিহ্নের দিকে ইঙ্গিত করল মারফি। 'আপনার বোধহয় জাহাজের ডাক্তারকে পা দুটো একবার দেখানো উচিত।'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারি। থ্যাঙ্কিউ।'

ব্রিজ উইং-এ দাঁড়িয়ে ইউ-বোটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপটেন। ওটার কালো খোল বরফের মাঝখানে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ভাসছে। মই বেয়ে রানা উঠে আসছে বুঝতে পেরে ঘাড় ফেরাল সে। 'বিপদের মুখেই পড়েছিলে।'

'নিশ্চয়ই খারাপ কিছু বলে ফেলেছি।'

'হ্যাঁ, শুনলাম তোমাদের আলাপটা।'

'কমান্ডার কি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?'

মাথা নাড়ল কক। 'কোন সাড়া-শব্দ নেই।'

'বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারবে?'

'না। যেমন সন্দেহ হয়েছিল, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন জ্যাম করে রেখেছে ওরা।'

সাবটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'ভাবছি কীসের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তার জায়গায় আমি হলে, পোলার হোয়াইট ঘুরে খোলা সাগরের দিকে রওনা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। গুলি করার জন্যে তখন সে আমাদেরকে আড়াআড়িভাবে পাবে।'

'সেক্ষেত্রে,' গম্ভীর সুরে বলল রানা, 'তার আর বেশি দেরি নেই।' পরমুহূর্তে ডেক গানের ব্যারেল থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখল ও, বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে আইসব্রেকারের পিছনের বরফ অকস্মাৎ উথলে উঠল।

'একটুর জন্যে লাগেনি,' বলল বার্ট নিওন, কন্ট্রোল কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চোখে-মুখে ঘোর লাগা একটা ভাব, ব্রিজের দরজায় এসে থামল ফ্যাশন। 'ওরা আমাদেরকে গুলি করছে কেন?' হাতে ক্যামেরা।

'নীচে যান!' ধমকে উঠল ক্যাপটেন। 'আমি চাই ননএসেনশিয়াল ক্রু, বিজ্ঞানী আর প্যাসেঞ্জাররা নীচে থাকবে, পোর্টসাইডে।'

ক্যাপটেনের নির্দেশ মেনে নিয়ে নীচে যাওয়ার আগে দ্রুত ইউ-বোটের কয়েকটা ছবি তুলল ফ্যাশন।

আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল, তবে এটার আওয়াজ অন্য রকম। শেলটা স্টার্ন-এর দিকে হেলিকপ্টার প্যাডে আঘাত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেটা। খানিক পরে আবার একটা শেল বাতাস চিরে ছুটে এল, কান ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে ফাটল জাহাজের চিমনিতে লেগে। ওটা এমনভাবে ভাঙল, যেন অ্যালুমিনিয়ামের একটা কৌটায় কুড়াল

মারা হয়েছে। পোলার হোয়াইট কেঁপে উঠল, ইতস্তত করল, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে আবার এগোল নিজের পথে।

'দূরত্ব বাড়ছে,' জানাল মারফি।

'রেঞ্জের বাইরে বেরুতে আরও অনেকটা সময় লাগবে,' বলল রানা। 'তারপরও পানির নীচে ডুব দিয়ে পিছু নিতে পারবে ওরা।'

আবার গর্জে উঠল সাবের মেশিন গান। শেলগুলো আইসব্রেকারের বো-র উপর সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত একটা নকশা তৈরি করে উঠে এল ফরওয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচার ধরে ব্রিজের গ্লাস উইন্ডোয়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল সেটাকে। ব্রিজের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শেলগুলো, ডেক থেকে তিন ফুটের বেশি উঁচু প্রতিটি জিনিসকে টুকরো টুকরো করছে। রানার সঙ্গে ক্যাপটেন কক আর মারফি ডাইভ দিয়ে পড়েছে ডেকে। তবে এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেছে নিওনের। কাঁধটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। দ্বিতীয় বুলেটটা উড়িয়ে নিয়ে গেল একদিকের গোটা চোয়াল। ওখানেই মারা গেল সে।

মেশিন গান থামতেই ইউ-বোটের ডেক গান আবার গর্জে উঠল। ব্রিজের ঠিক সামনে, মেস রুমে লাগল শেলটা, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বাল্কহেড ভেঙে গেল, বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল পোলার হোয়াইট। ব্রিজের সবাই কাপড়ের তৈরি পুতুলের মত গড়িয়ে গেল ডেক বরাবর।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। শরীরের বহু জায়গায় ছড়ে গেছে, ভাঙা কাঁচ লেগে কেটেওছে। ঝাঁঝাল ধোঁয়া ঢুকছে নাকে, কানের ভিতর ভোঁ-ভোঁ করছে। হোঁচট খেয়ে ক্যাপটেনের দিকে এগোল, হাঁটু গাড়ল তার পাশে। বিস্ফোরণের ফলে চার্ট টেবিলের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে তার বুক, ভেঙে গেছে তিন-চারটে পাঁজরের হাড়। এয়ার ড্রামে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্যান্টের একটা পা-ও ভিজে যাচ্ছে রক্তে। তাকিয়ে রয়েছে সে, তবে চোখ দুটো যেন কাঁচের তৈরি। 'আমার জাহাজ,' নরম গলায় বিড়বিড় করল সে। 'শালারা

আমার জাহাজটা...'

'নড়বে না,' নির্দেশ দিল রানা। 'তোমার শরীরের ভেতরও জখম হয়ে থাকতে পারে।'

'কী ঘটছে ওপরে?' অবশিষ্ট একমাত্র স্পিকার থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ইঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে আসা যান্ত্রিক গর্জনের ভিতর সেটা কোন রকমে শোনা গেল।

'রানা, ফোনটা ধরো, প্লিজ,' কাতর সুরে বলল ক্যাপটেন।

ছোঁ দিয়ে জাহাজের ফোনটা তুলে নিল রানা। 'একটা সাবমেরিন হামলা করেছে আমাদের। রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে আপনার ইঞ্জিনের সবটুকু পাওয়ার দরকার, তা না হলে জাহাজটাকে বাতিল লোহা বানিয়ে ফেলবে ওরা।'

'নীচে আমাদের ক্ষতি হয়েছে, জখমও হয়েছে কয়েকজন।'

'আরও হবে,' ঝাঁঝাল সুরে বলল রানা, 'যদি না ফুল স্পিড ধরে রাখেন আপনি।'

'বার্ট,' গুঙিয়ে উঠে ডাকল ক্যাপটেন কক। 'বার্ট কোথায়?'

ফার্স্ট অফিসার নিজের রক্তের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, উদ্‌ভ্রান্ত মারফি ঝুঁকে আছে তার উপর। 'বার্টের কথা ভুলে যাও,' ক্যাপটেনকে বলল রানা। 'তোমার নেক্সট ইন কমান্ড কে?'

'সেকেন্ড অফিসার ছুটিতে গেছে। মারফিকে ডাকো।'

প্রকাণ্ডদেহী থার্ড অফিসারকে ডাকল রানা। 'ক্যাপটেন আপনাকে ডাকছে।'

'আমরা কি পুরোপুরি ঘুরে গেছি?'

মাথা ঝাঁকাল মারফি। 'ইয়েস, সার। আইস ফিল্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা, কোর্স জিরো-ফাইভ-জিরো।'

যেন সম্মোহিত হয়ে ইউ-বোটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, চোখের পাতা না ফেলে অপেক্ষা করছে ডেক গান থেকে পরবর্তী শেল কখন বেরুবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। হঠাৎ দেখল বরফের উপর দিয়ে ছুটে আসছে মৃত্যুদূত।

স্টারবোর্ড সাইডের লাইফ বোটে আঘাত করল শেলটা। বড় একটা লঞ্চ ওটা, ষাটজন লোক ধরে, সহস্র টুকরো হয়ে গেল। আবার গর্জে উঠল ডেক গান। একই পথ ধরে ছুটে এল দ্বিতীয় শেলটাও। এবার লাইফ বোটকে পেল না, বিস্ফোরিত হলো বাল্কহেডে লেগে, আইসব্রেকারের ডেক থেকে প্রায় আলাদা করে ফেলল গ্যালিকে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জাহাজ। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ওদিকটায়, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি।

তিন-চারজন নাবিকের সাহায্য নিয়ে আহতদের নামিয়ে নিয়ে গেল জাহাজের মেইল নার্স আর ডাক্তার। ক্যাপটেন কক অবশ্য ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে ব্রিজেই থেকে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে নিওনের লাশটাও নিয়ে গেল তারা।

ব্রিজের কেউ এখনও ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি, আহত আইসব্রেকারের দিকে ছুটে এল আরেকটা শেল। এটা লাগল সরাসরি বো-তে। থরথর করে কেঁপে উঠল জাহাজ। নোঙরের চেইন খড়কুটোর মত উড়ে গেল। আগুন আর ধোঁয়া কিছুটা কমতে দেখা গেল বো প্রায় নেই বললেই চলে। তারপরও ছুটে চলেছে পোলার হোয়াইট।

ইউ-বোট আর জাহাজের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। কনিং টাওয়ারের মেশিন গান আর বিশেষ কাজে না আসায় শান্ত হয়ে গেছে। তবে ব্যবধানটা যথেষ্ট দ্রুত বড় হচ্ছে না। ইউ-বোটের ক্রুরা যখন বুঝতে পারল খানিকটা হলেও সম্ভাবনা আছে আইসব্রেকার তাদের রেঞ্জের বাইরে চলে যেতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে লোড আর ফায়ার করার গতি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। রাউন্ডগুলো পনেরো সেকেন্ড পর পর আসছে, তবে সবগুলো জাহাজে লাগছে না। গতি বেড়ে যাওয়াতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সংখ্যাও বাড়ল। একটা এত বেশি উপর দিয়ে ছুটে এল যে জাহাজের রাডার আর রেডিও মাস্টও রক্ষা পেল না।

হামলাটা এমন অকস্মাৎ শুরু হয়, তারপর ধ্বংসের মাত্রা দ্রুত এত মারাত্মক হয়ে ওঠে, আত্মসমর্পণ করে জাহাজের সবার প্রাণ বাঁচাবার কথা বিবেচনার সময়ই পায়নি ক্যাপটেন কক। রানার মাথাতেও আত্মসমর্পণের কথাটা একবারও আসেনি। পরিষ্কার জানে ও, ফোর্থ এম্পায়ার ওদের একজনকেও প্রাণ নিয়ে পালাবার সুযোগ দেবে না। তাদের উদ্দেশ্য সবাইকে মেরে ফেলা, তারপর আইসব্রেকারসহ সবার লাশ ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত সাগরের হাজার ফুট নীচে ডুবিয়ে দেওয়া।

'আর সিকি মাইল,' বলল রানা, নানা রকম কর্কশ আওয়াজ আর হইচই ওর কণ্ঠস্বরকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। 'তা হলেই নাগালের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'স্টেডি,' নির্দেশ দিল ক্যাপটেন কক, ব্যথা সহ্য করার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে আছে, চেষ্টা করছে উঠে বসার, পিঠটা ঠেকে আছে চার্ট টেবিলে।

'ইলেকট্রিক কন্ট্রোল গুঁড়িয়ে গেছে,' জানাল মারফি। 'রাডার জ্যাম হয়ে এক জায়গায় আটকে আছে, কাজ করছে না। ভয় হচ্ছে আমরা বোধহয় ঘুরে আবার সাবমেরিনটার দিকে ফিরে যাচ্ছি।'

'হতাহত?' জানতে চাইল ক্যাপটেন।

'আমি যতটুকু জানি, বিজ্ঞানী আর বেশিরভাগ ক্রু ভাল আছে,' বলল রানা। 'জাহাজের যে অংশে ওরা ছিল সেদিকটা এখনও অক্ষত।'

আকাশ আবার চিরে গেল। আর্মার ভেদী শেল খোল ভেঙে ইঞ্জিন রুমে ঢুকে পড়ল, ইলেকট্রিক্যাল কেবল্ আর ফুয়েল লাইন ছিন্নভিন্ন করে আরেক দিক দিয়ে বেরুল বিস্ফোরিত না হয়েই।

ইঞ্জিন রুমে ক্রুরা আহত হয়নি কেউ, তবে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে: বিরাট আকারের ডিজেল ইঞ্জিনগুলো শক্তি হারিয়ে থেমে গেল।

'শেষ শেলটা ফুয়েল লাইন ছিঁড়ে ফেলেছে,' স্পিকার থেকে চিফ-ইঞ্জিনিয়ারের চিৎকার ভেসে এল।

'মেরামত করতে পারবেন?' মরিয়া হয়ে জানতে চাইল মারফি।

'পারব।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'দুই কি তিন ঘণ্টা।'

রানার দিকে তাকাল মারফি। রানা তাকাল ইউ-বোটের দিকে।

'আমাদের কপাল ফেটেছে,' বলল মারফি।

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' রানার কণ্ঠস্বর থমথমে। 'ওখানে বসে একের পর এক শেল ছুঁড়বে ওরা, যতক্ষণ না শুধু একটা গর্ত থাকে বরফে। জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দেয়া উচিত আপনার, মারফি। বরফের মাঠ পেরিয়ে কিছু লোক হয়তো মেইনল্যান্ডে পৌঁছাতে পারবে, সাহায্য না আসা পর্যন্ত মাথা গুঁজবে কোনও বরফের গুহায়।'

চিবুক থেকে রক্তের একটা ধারা মুছে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। 'মারফি, প্লিজ, জাহাজের ফোনটা আমাকে দাও।'

মন খারাপ করে ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এল রানা। চারদিকে সব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। ইউ-বোটের দিকে চোখ তুলতেই ডেক গানের মাজল ঝলসে উঠতে দেখল। রাডার মাস্ট আর ভাঙা চিমনির মাঝখান দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দে ছুটল শেলটা, একশো গজ সামনের বরফে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। সামান্য ক্ষণের একটু স্বস্তি, জানে রানা।

পরমুহূর্তে চোখের কোণে কীসের যেন একটা ঝলক ধরা পড়ল। ঝট করে ইউ-বোটকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল দৃষ্টি। হঠাৎ পরম স্বস্তি বোধ করায় ফুসফুস প্রায় খালি করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সাদা ধোঁয়ার খুদে একটা রেখা দেখতে পেয়েছে ও

নীল আকাশের গায়ে।

দশ মাইল দূরে, বরফের মাঠ থেকে আকাশে উঠেছে একটা সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল, দিগন্তের উপর ধনুক আকৃতির পথ তৈরি করে যতটুকু ওঠার উঠল, তারপর অবিচল একটা ভঙ্গি নিয়ে নামতে শুরু করল ইউ-বোটের দিকে। এইমাত্র সাবটা বরফের মধ্যে ভাসছিল, পরক্ষণে কমলার সঙ্গে লাল আর হলুদ অগ্নিশিখা ঢেকে ফেলল ওটাকে। শিখাটা ব্যাঙের ছাতার আকৃতি নিয়ে মেঘলা আকাশ ছুঁতে চাইছে।

ইউ-বোটের খোল দু'ভাগ হয়ে গেছে। পিছনের আর সামনের অংশ স্বাধীনভাবে খাড়া হচ্ছে আকাশের দিকে। মাঝখানে আগুন আর ধোঁয়ার প্রচণ্ড আলোড়ন। তারপর প্রায় চোখের পলকে স্যাঁৎ করে পানির তলায় সেঁধিয়ে গেল সাবমেরিনটা।

'পোলার হোয়াইট, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' স্পিকার থেকে ভেসে এল একটা অচেনা কণ্ঠস্বর।

ছোঁ দিয়ে রেডিও ফোনটা তুলল মারফি। 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বিপদের বন্ধু।'

'চার্লস উইলসন বলছি, ইউনাইটেড স্টেটস নিউক্লিয়ার অ্যাটাক বোট র‍্যাফেল থেকে। আরও আগে পৌঁছাতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

'এক্ষেত্রে বেটার লেইট দ্যান নেভার বলা চলে,' জবাব দিল মারফি। 'লোন হিসেবে আপনার ড্যামেজ-কন্ট্রোল ক্রু দিতে পারেন কয়েকজন? এদিকে আমাদের বেহাল অবস্থা।'

'বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

'শ্যাম্পেন আর ক্যাভিয়ার অপেক্ষা করছে।'

স্যাটেলাইট ফোনের রিসিভার তুলল রানা কানে, নুমা হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে ডায়াল করার সময় সেইন্ট পল দ্বীপটার কথা ভাবছে, এখান থেকে পনেরোশো মাইল দূরেও নয় সেটা।

বারো

'একশো ষাট ফুট গভীর,' বলল মারফি, তাকিয়ে আছে বরফের মাঝখানে তৈরি ভীতিকর গর্তটার দিকে; বিধ্বস্ত ইউ-বোটের সলিল সমাধি চিহ্নিত করছে ওটা। 'আপনি যাবেনই, নাকি আরেকবার ভেবে দেখবেন?'

'নেভির ড্যামেজ-কন্ট্রোল টিম আমাদের ইঞ্জিন রুম আর ব্রিজ মেরামত করতে আরও দু'ঘণ্টা সময় নেবে,' বলল রানা। 'আর যেহেতু জাহাজে আর্কটিক ডাইভিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে, সাবটার খোল ইনভেস্টিগেট করার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারি না।'

'কী পাবেন বলে আশা করছেন?' জিজ্ঞেস করল ফ্যাশন, জাহাজের ক্রুদের ছোট একটা দলের সঙ্গে সে-ও রানার সঙ্গী হয়ে এখানে নেমে এসেছে।

'লগবুক, কাগজ-পত্র, রিপোর্ট—যে-কোন ধরনের লেখা থেকে জানা যেতে পারে কার নির্দেশে চলছিল ইউ-বোটটা, কোন্ গোপন লোকেশন থেকে রওনা হয়।'

'১৯৪৫ সালের নাৎসি জার্মানি থেকে,' মৃদু হেসে বলল মারফি।

বরফে বসে সুইস ফিন পরছে রানা। 'ঠিক আছে, কিন্তু গত ছাপান্ন বছর কোথায় ছিল ওটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল মারফি, রানার আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম টেস্ট করছে। 'আমার কথা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছেন?'

'কানের পরদা ফেটে গেল···আওয়াজ কমান।'

'এবার হয়েছে?'

'চলে,' গর্তটার একেবারে কাছে অপারেশন তাঁবু ফেলা হয়েছে, সেখানে সেট করা স্পিকার থেকে বেরিয়ে এল রানার কণ্ঠস্বর।

'আবারও বলছি, আপনার কিন্তু একা যাওয়া উচিত হচ্ছে না,' বলল মারফি।

'আরেকজন ডাইভার আমার পথে স্রেফ বাধা সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া, ভয় নেই, আর্কটিক বরফের নীচে আগেও বেশ কয়েকবার নেমেছি আমি, এটা আমার নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়।'

হিটারের তাপে গরম হয়ে থাকা তাঁবুতে দাঁড়িয়ে হট ওয়াটার সুটটা পরে নিল রানা। এটার বাইরে আর ভিতরে অনেকগুলো টিউব আছে, সেগুলোর ভিতর দিয়ে সারাক্ষণ গরম পানি প্রবাহিত হওয়ায় ঠাণ্ডায় ওকে কষ্ট পেতে হবে না। সুটের ভিতর হিটার আর পাম্প আছে; ওগুলোর সঙ্গে লিভার থাকায় পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে রানা।

এরপর ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন ইউনিট সহ ফুল ফেস মাস্ক পরল ও। এয়ার ট্যাঙ্কটা আগেই স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিয়েছে পিঠে। আন্ডারওয়াটার ডাইভ লাইট চেক করে ডাইভ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

'গুড লাক,' চিৎকার করে বলল ফ্যাশন, হুড আর ফেস মাস্কের ভিতর রানার কানে যাতে পৌঁছায় আওয়াজটা। গর্তটার কিনারায় রানা বসতে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

সবার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, তারপর একটা গড়ান দিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল, ফিন পরা পা দিয়ে ঠেলে বরফ সরাচ্ছে। ডুব দিল, দশ ফুট নীচে নেমে পরীক্ষা করল সুটের হিটিং সিস্টেম ঠিকমত কাজ করছে কিনা।

আইস প্যাক তিন ফুটের কিছু বেশি পুরু, সেটার নীচে সম্পূর্ণ

অন্যরকম একটা জগৎ দেখতে পাচ্ছে রানা। উপরদিকে তাকাতে বরফের তলাটাকে অচেনা কোন গ্রহের সারফেস বলে মনে হলো। নীচের দিকটা বিশাল একটা সবুজ গহ্বর, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। ধীরে ধীরে সেদিকে নামতে শুরু করল ও।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে দেখে ডাইভ লাইট জ্বালল রানা। ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইউ-বোট। কনিং টাওয়ারের নীচের অংশ মিসাইলের আঘাতে বিস্ফোরিত হয়েছে। টাওয়ারও খোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক গাদা আবর্জনার মাঝখানে পড়ে রয়েছে। কিল-এর সঙ্গে স্টার্নটাকে এক করে রেখেছে শুধু প্রপেলার শাফটগুলো। বো সেকশন দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, পলিমাটিতে খাড়া হয়ে রয়েছে সেটা। সাগরের নরম তলায় এরই মধ্যে শতকরা বিশ ভাগ ডেবে গেছে বিধ্বস্ত ইউ-বোটের ভাঙা অংশগুলো।

ভেসেলটার ভিতর সঙ্গে সঙ্গে না ঢুকে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনার মধ্যে মিনিট দশেক ঘুরে বেড়াল রানা, এটা-সেটা পরীক্ষা করছে। ওঅরহেডের ডিজাইন করা হয়েছে খুব বড় আকারের কোন টার্গেট ধ্বংস করার জন্য, ফলে সাবমেরিনটাকে সমুদ্রগামী জলযান হিসেবে প্রায় চেনাই যায় না। পাইপ, ভালভ আর খোলের বিধ্বস্ত ইস্পাতের প্লেট এমনভাবে পড়ে আছে, যেন দৈত্যাকার কোন হাত ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাশ কাটিয়ে সাঁতরাচ্ছে রানা।

যেখানে টাওয়ারটা ছিল সেখানে এখন মুখ ব্যাদান করে আছে বড় একটা গর্ত, সেটার ভিতর দিয়ে অবশিষ্ট খোলে ঢুকল রানা। ডাইভিং কন্ট্রোলের নীচে দুটো মৃতদেহ রয়েছে। সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। এটা স্বাভাবিক নয়, ইউ-বোট ক্রুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন জিনিসই নেই কেন?

সরু একটা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে রানা। দু'পাশের কামরাগুলো পরীক্ষা করছে। সব খালি। ড্রয়ার আর ক্লজিটে

তল্লাশি চালিয়েও কোন ধরনের ডকুমেন্ট পেল না।

সময় শেষ হয়ে আসছে, কাজেই ক্যাপটেনের কোয়ার্টারে ঢুকে দ্রুত কাজ সারছে রানা। চিঠি খুঁজছে ও। রিপোর্ট, এমনকী ডায়েরি হলেও চলবে। কিন্তু কিছুই নেই। আশ্চর্য, সাবমেরিনে লগবুকেরও কোন অস্তিত্ব নেই।

হঠাৎ, বিনা নোটিশে, কাঁধে কারও হাত অনুভব করল রানা। জমে বরফ হয়ে গেল ও। অকস্মাৎ লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। স্পর্শটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার মত নয়, অনেকটা যেন ওর ঘাড় আর বাহুর মাঝখানে বিশ্রাম নিচ্ছে হাতটা। অত্যন্ত ফরসা একটা হাত। ভৌতিক আতঙ্ক পঙ্গু করে দেয় মানুষকে, অনেকে জ্ঞান হারায়। তবে বরফের তৈরি মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে রানা। নিজেকে একটা কথাই বোঝাল, ভূত বলে কিছু নেই। তারপর ধীরে ধীরে, সাবধানে, ডাইভ লাইটটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল, ডান হাত দিয়ে খাপ থেকে বের করল ছুরি। হাতলটা শক্ত করে ধরে ঝট্ করে ঘুরল ও, মুখোমুখি হলো অজানা বিপদের।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানা।

মেয়েটি সুন্দরী। বড় বড় নীল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, তবে সে চোখে দৃষ্টি নেই। ওর কাঁধ ছুঁয়েছিল যে হাতটা, এখনও লম্বা করে বাড়ানো সেটা, যেন হাতছানি দিচ্ছে। ছিঁড়ে কয়েক ফালি হয়ে যাওয়া কালো জাম্প সুট পরে আছে, ফোর্থ এমপায়ারের অনেকের পরনেই দেখা গেছে এটা। ছেঁড়া জাম্পসুটের ভিতরে ক্ষত দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর কিনারায় ঝুলছে চর্বি আর মাংস। কনুইয়ের কাছ থেকে দ্বিতীয় হাতটা নেই। শোল্ডার স্ট্র্যাপে কয়েকটা ব্যাজ দেখা যাচ্ছে, তবে ওগুলোর তাৎপর্য জানা নেই রানার।

সোনালি চুল তার। সার্চ করে কিছুই পেল না রানা। বেল্ট থেকে নাইলন কর্ডের একটা প্রান্ত টেনে নিয়ে লাশটার পায়ের

সঙ্গে বাঁধল ও। তারপর রওনা হলো সারফেসের দিকে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা, তারপর এক হাতে ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে ওয়াশিংটনের একটা নাম্বারে ডায়াল করল, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলবে।

'একটা লাশ, বলছ?' পোলার হোয়াইট আক্রান্ত হওয়ার পর কী কী ঘটেছে রানার মুখ থেকে সব শোনার পর বললেন নুমা চিফ। 'ইউ-বোটের এক মহিলা অফিসার?'

'হ্যাঁ। এগ্‌জামিনেশান, আইডেনটিফিকেশান ইত্যাদির জন্যে প্রথম সুযোগেই ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেব।'

'বিদেশী হলে কাজটা সহজ হবে না।'

'আমার বিশ্বাস তার ইতিহাস ঠিকই বেরিয়ে আসবে।'

'বোম্বে থেকে পাওয়া আর্টিফ্যাক্ট, রানা? হামলায় ওগুলোর ক্ষতি হয়নি তো?'

'না, অক্ষত আছে।'

'সব শুনে মনে হলো অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ তোমরা।'

'তবে সবাই নয়। মারা গেছে তিনজন, আহত হয়েছে বারোজন। র‍্যাফেল সময় মত না পৌঁছালে এই মুহূর্তে ইউ-বোটের বদলে পোলার হোয়াইটই বরফের তলায় শুয়ে থাকত।'

'ডাটা ফাইলের সাহায্যে ইউ-২০১৫ ইনভেস্টিগেট করেছে আমাদের ল্যারি কিং,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সাবটা একটা রহস্যই। রেকর্ড বলছে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে ডেনমার্কের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সে যাই হোক, কিছু গবেষকের বিশ্বাস যুদ্ধের সময় অক্ষত থাকে ওটা, আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ের মাঝখানে রিয়ো দা লা প্লাটা নামে এক জায়গায় ডুবে যায় ওটা। তবে কোন প্রমাণ নেই।'

'তারমানে ওটার ভাগ্য সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।'

'না। আমরা শুধু জানি ১৯৪৪ সালে তৈরি করা হয়, একই

বছর সাগরে পাঠানো হয়। তবে কখনও কোনও যুদ্ধে অংশ নেয়নি।'

'যুদ্ধ না করালে জার্মানরা ওটাকে কী কাজে ব্যবহার করত?'

'ওটা ছিল জার্মানির নতুন যুগের ইলেকট্রোডিজাইন, বলা হত অন্য যে-কোন দেশের সাবমেরিনের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। গতি ছিল প্রায় সব ভেসেলের চেয়ে বেশি, মাসের পর মাস ডুবে থাকতে পারত, পানির তলা দিয়ে পাড়ি দিতে পারত বহু দূরের পথ। পুরানো জার্মান ডকুমেন্ট ঘেঁটে ল্যারি আরও জানতে পেরেছে–নিউ ডেসটিনি অপারেশন নামে একটা প্রজেক্টের অংশ করা হয় ওটাকে।'

'শব্দ দুটো আবার ফিরে এসেছে,' বলল রানা। 'নিউ ডেসটিনি।'

'যুদ্ধ চলার সময় টপ নাৎসি লিডাররা একটা প্ল্যান তৈরি করেছিল, আর্জেন্টিনার পেরন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, নাৎসিদের সংগ্রহ করা বিপুল সম্পদ নিয়ে কী করা হবে। অন্যান্য সাবমেরিন যখন মিত্র পক্ষের জাহাজ ডোবাতে ব্যস্ত, ইউ-২০১৫ তখন জার্মানি আর আর্জেন্টিনার মধ্যে আসা-যাওয়া করছে, মিশন ছিল ইউরোপ থেকে চুরি করা কয়েক শো মিলিয়ন ডলারের সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনাম, ডায়মন্ড আর শিল্পকর্ম পাচার করা। নাৎসি লিডার আর তাদের অনেক পরিবারও ট্রেজার কার্গোর সঙ্গে চলে আসে আর্জেন্টিনায়, নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার ভেতর প্রত্যন্ত পাটাগুনিয়া উপকূলে নামানো হয় তাদেরকে।'

'যুদ্ধ শেষ হবার আগেই শুরু হয়ে যায় এ-সব?'

'হ্যাঁ, চলতে থাকে তিক্ততায় ভরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'গুজবটা ছিল, অপারেশন নিউ ডেসটিনি মারটিন বোরম্যানের ব্রেনচাইল্ড। যতই ফ্যান্যাটিকাল হোক, বোঝার মত এটুকু বুদ্ধি তার ঘটে ছিল যে থার্ড রাইখ ভেঙে পড়েছে, ছাই হয়ে যাচ্ছে পুড়ে। তার সবচেয়ে অ্যামবিশাস প্ল্যান ছিল গোপনে

হিটলারকে আন্দেজে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখা। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়ে যায় হিটলার বার্লিনে, নিজের বাঙ্কারে মরতে চাওয়ায়।'

'সম্পদ আর লোকজন একা শুধু ইউ-২০১৫ দক্ষিণ আমেরিকায় পাচার করছিল?'

'না, অন্তত আরও বারোটা ছিল। যুদ্ধের পর সবগুলোরই হিসেব পাওয়া গেছে। কয়েকটাকে মিত্রপক্ষের প্লেন আর যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়, বাকিগুলো হয় কোনও নিরপেক্ষ দেশে চলে যায়, নয়তো ক্রুরাই স্বেচ্ছায় ডুবিয়ে দেয়।'

'বুড়ো নাৎসিরা আর্জেন্টিনায় আশ্রয় পায়,' বলল রানা। 'তাদের ছাইয়ের ভেতর থেকে সংগঠন গড়ে তোলা, দুনিয়া শাসন করার নতুন কৌশল উদ্ভাবন সম্ভব।'

'এখন তো প্রায় কেউই তারা বেঁচে নেই। যারা উঁচু পদে ছিল তাদের এখন বয়স হবার কথা নব্বুইয়েরও বেশি।'

'রহস্য আরও জট পাকাচ্ছে,' বলল রানা। 'বুড়ো একদল নাৎসিদের ভূত ইউ-২০১৫-কে কোত্থেকে পেল আর কেনই বা একটা রিসার্চ শিপকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে সেটাকে ব্যবহার করতে গেল?'

'ঠিক যে কারণে তারা টেলুরাইডে খুন করতে চেয়েছে তোমাকে, সেইন্ট পল দ্বীপে খুন করতে চেয়েছে মুরল্যান্ড আর মিস্টার রেডক্লিফকে।'

'ওদের কথা আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আমার,' বলল রানা। 'আর্টিফ্যাক্টসহ চেম্বারটা কি পেয়েছে ওরা?'

'পেয়েছে,' জানালেন নুমা চিফ। 'তবে কেপ টাউনে ফেরার আগে বোমায় উড়ে গেছে ওদের প্লেন, একটুর জন্যে বেঁচে গেছে ওরা। শুধু তাই নয়, পরে একটা হেলিকপ্টার আর ছয়জন সশস্ত্র লোককে পাঠানো হয়েছিল দ্বীপটায়, ওদেরকে মেরে চেম্বারের সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট লুঠ করার জন্যে। উল্টে মিস্টার রেডক্লিফ আর মুরল্যান্ডের হাতে মারা পড়েছে তারা। রেডক্লিফ পাঁজরে গুলি

খেয়েছেন, তবে সেরে উঠবেন।'

'ওরা কি এখনও দ্বীপটায়?'

'শুধু মুরল্যান্ড। এক ঘণ্টা হলো একটা ব্রিটিশ ফ্রিগেটের কপ্টার গিয়ে তুলে এনেছে রেডক্লিফকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কেপ টাউনে পৌঁছে যাবেন, ওখানকার একটা হাসপাতালে তাঁর অপারেশন হবে।'

'হুম।' একমুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। 'ফোর্থ এমপায়ারের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সত্যি অবাক করছে আমাকে, অ্যাডমিরাল। ইউ-বোট হামলা শুরুর আগে ওদের ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলি আমি। আমার নাম শুনে সে জিজ্ঞেস করল, এত তাড়াতাড়ি কীভাবে আমি কলোরাডো থেকে অ্যান্টার্কটিকায় চলে এলাম। সাবধান, অ্যাডমিরাল। কথাটা বলতে ভাল লাগছে না, তবে আমার সন্দেহ নুমা অফিসের ভেতরে বা আশপাশে কোথাও একজন ইনফরমার আছে।'

'বলছ যখন, দেখব আমি,' বললেন হ্যামিলটন, চিন্তাটা রাগিয়ে দিচ্ছে তাঁকে। 'ইতিমধ্যে ডক্টর শাহানাকে সেইন্ট পল দ্বীপে পাঠাচ্ছি আমি, ওখানকার চেম্বারে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলো পরীক্ষা করবেন। আমি পরিবহনের ব্যবস্থা করছি, তার সঙ্গে তোমার যাতে দেখা হয়–তোমাকে দেখতে হবে আর্টিফ্যাক্টগুলো কীভাবে নুমা হেডকোয়ার্টারে আনা যায়।'

'কাজটা কি ঠিক হবে, অ্যাডমিরাল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দ্বীপটার মালিক ফ্রান্স না?'

'তারা না জানলে ব্যথা পাবে কীভাবে?'

এদিকে চুপ করে আছে রানা।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নুমা চিফ বললেন, 'বুঝেছি, তোমার নৈতিকতায় বাধছে। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, পরীক্ষা করা হয়ে গেলে ফ্রান্সকে জানান হবে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন,' বলল রানা।

'তোমার মাথায় আর কিছু আছে, রানা, মাই সান?'

'শাহানা আর কিং খোদাই করা লিপি নিয়ে কিছু করতে পেরেছে কিনা জানেন?'

'ব্রেক থ্রু ঘটেছে নাম্বারিং সিস্টেমে। চেম্বারের সিলিঙে নক্ষত্রের যে পজিশন খোদাই করা আছে, বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার বলছে ওগুলো নয় হাজার বছরের পুরানো।'

ঠিক শুনেছে কিনা নিশ্চিত নয় রানা। 'আপনি কি নয় হাজার বললেন?'

'ল্যারির হিসেবে চেম্বারটা বানানো হয় যিশুর জন্মের ৭১০০ বছর আগে।'

রানা স্তম্ভিত। 'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন সুমেরিয়ান বা ঈজিপশিয়ানদের চেয়ে চার হাজার বছর আগে উন্নত একটা সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল?'

'আমাকে তো সেরকমই ধারণা দেয়া হচ্ছে।'

'প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা নিয়ে নতুন করে বই লিখতে হলে আর্কিওলজিস্টরা বিশেষ খুশি হবে বলে মনে হয় না।'

'ল্যারি আর ডক্টর শাহানা অ্যালফাবেটিক লিপির অর্থও বের করতে পারছে,' জানালেন অ্যাডমিরাল। 'তরজমা থেকে যেন একটা রিপোর্ট বেরিয়ে আসছে, বর্ণনা দেয়া হয়েছে দুনিয়া জোড়া একটা বিপর্যয়ের।'

'অচেনা একটা প্রাচীন সভ্যতা কোন মহা বিপর্যয়ের কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? অ্যাডমিরাল, যেন মনে হচ্ছে আটলান্টিস নিয়ে আলোচনা করছি আমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। হঠাৎ যেন লাইন ছেড়ে সরে গেছেন কোথাও। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আটলান্টিস।' নামটা এমন সুরে পুনরাবৃত্তি করলেন, ওটা যেন পবিত্র কিছু। 'শুনতে যতই আশ্চর্য লাগুক, তোমার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছি না. রানা।'

তেরো

২০০৫। বুয়েনাস আইরিস, আর্জেন্টিনা।

শহরের গোটা একটা পাড়া জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুদৃশ্য টিয়াট্রো কোলন অপেরা হাউস। মনোমুগ্ধকর ফ্রেঞ্চ আর্ট ডেকো, ইটালিয়ান রেনেসাঁ আর গ্রিক ক্লাসিক সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে তৈরি এখানকার স্টেজে পা পড়েছে প্রখ্যাত রুশ ব্যালেরিনা অ্যানা পাভলভা-র। এর পডিয়ামে দাঁড়িয়ে অর্কেস্ট্রা কনডাক্ট করেছেন আরটুরা টাস্কানিনি। বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে এনরিকো কারুসো থেকে শুরু করে কাল্যাস পর্যন্ত সবাই এখানে গেয়েছেন।

অপেরা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগেই হাউসের সব ক'টা সিট দখল হয়ে গেছে, শুধু স্টেজের ডানদিকের একটা বক্স সিট বাদে। আজকের অপেরা মন্টেভার্ডি-র লেখা দ্য কারনেইশান অভ পপেয়া। রোমের গৌরবময় দিনে রোমান সম্রাট নিরোর রক্ষিতা ছিল পপেয়া।

হাউসলাইট ম্লান হয়ে আসার আগে চারজনের একটা দল ঝলমলে স্রোতের মত অবাধে হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল খালি বক্সটায়, মেরুন রঙের ভেলভেটে মোড়া চেয়ারে বসল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে। তাদের মধ্যে পুরুষ মাত্র একজন।

তিন তরুণীকে সুন্দরী বললে কিছুই বলা হয় না। এ শুধু চোখ ধাঁধানো রূপ নয়, নয় মাতাল করা যৌবনাবেদন, তাদের সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে ক্লাসিকাল অর্থে যেটাকে বলা হয় আভিজাত্যের চরম প্রকাশ।

পরদার বাইরে, দেখা যাচ্ছে না, সুট পরা দু'জন বডিগার্ড সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বক্সের ভিতর কাস্তের মত বাঁকা হয়ে বসেছে তারা, সিল্ক পরিচ্ছদের গুণে হলুদ, নীল, সবুজ আর লাল স্যাফায়ার বলে মনে হচ্ছে তাদেরকে।

পুরুষটিকে স্বাস্থ্যবান বললে কিছুই বলা হয় না। কোমরটা তার খুবই সরু, নিতম্ব চওড়া আর নিরেটদর্শন, কাঁধ দুটো বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে বদলে নেওয়া যাবে। চৌকো মুখ তার, তীরের মত সোজা নাক, মাথা ভর্তি জঙ্গলের মত সোনালি চুল। খুব লম্বা সে, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি। তার দুই বোনও পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির কম নয়।

হিউগো হারমান বিশাল ধনী আর অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর ব্যক্তি। পঁচিশটা পরিবারকে নিয়ে গঠিত বৃহৎ এক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের চিফ এগজিকিউটিভ সে, যে সাম্রাজের বিস্তার চিন থেকে শুরু করে ভারত হয়ে আফ্রিকা ও ইউরোপে পৌঁছেছে, সেখান থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে। তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ আন্দাজ করা হয় একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্যবসার যে শাখাটি সায়েন্টিফিক আর হাই-টেকনোলজি প্রোগ্রাম তৈরি করে সেটার নাম ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড।

এই পঁচিশটা ডেসটিনি পরিবার কিছু নিয়ম খুব কঠোরভাবে মেনে চলে। যেমন, ডেসটিনির বাইরে কেউ বিয়ে করবে না, এমন কী এই বৃত্তের বাইরে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাও নিষিদ্ধ। ফলে এদের সম্পর্কে নানান রকম গুজব শোনা গেলেও, আর্জেন্টিনার অধিবাসীদের কাছে এরা প্রত্যেকে এক একটা রহস্য। বাইরের কারও সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব হয় না। ডেসটিনি পরিবারগুচ্ছের খোলস ভেঙে ভিতরে ঢোকার ক্ষমতা না কোনও সিলেব্রিটির হয়েছে, না কোনও প্রভাবশালী সরকারী কর্মকর্তার।

হিউগো হারমান তার এক বোন আর দুই বন্ধু পত্নীকে নিয়ে অপেরার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হওয়ায় সন্দেহ নেই সমাজের বিশেষ একটা মহলে নানারকম গসিপের জন্ম দেবে।

ডান দিকে বসা বন্ধু পত্নী ডোরিন সিলসিয়া একটু কাত হয়ে হারমানের কানে ফিসফিস করল, 'কী কারণে আজ হঠাৎ তুমি আমাদের জন্যে এই টরচারের ব্যবস্থা করলে?'

'কারণ, ডোরিন, সমাজের সঙ্গে মাঝে মধ্যে তাল না মেলালে সরকার আর পাবলিক অনেক আজেবাজে কথা ভাববে–আমরা সব রহস্যময় চরিত্র, ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি, এই সব মনে করবে। আমরা যে ভিনগ্রহের বাসিন্দা নই, গোপনে আমরাই দেশটাকে চালাচ্ছি না, এ-সব জানাবার জন্যেও মাঝেমধ্যে নিজেদের চেহারা দেখানো দরকার।'

'আমাদের উচিত ছিল অ্যান্টার্কটিকা থেকে কার্লা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।'

'ঠিক বলেছ,' ডান দিক থেকে ফিসফিস করল হারমানের বোন অ্যানাবেল। 'এই চরম একঘেয়ে ব্যাপারগুলো আমাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই উপভোগ করে।'

কার্লা হলো হিউগো আর অ্যানাবেলের আরেক বোন।

অ্যাক্ট থ্রি শুরু হয়েছে মাত্র, এই সময় একজন বডিগার্ড বক্সের পিছনে ঢুকে হিউগোর কানে ফিসফিস করে কিছু বলল।

প্রথমে চমকাল হিউগো, তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল। হাসি হাসি মুখ হঠাৎ এত বদলে গেছে, বাচ্চারা কেউ দেখলে ভয়ে কেঁদে ফেলবে।

'বোনেরা,' উপস্থিত এক বোন আর দুই বন্ধু পত্নীকে বলল সে। 'হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সি দেখা দেয়ায় আমাকে উঠতে হচ্ছে। তোমরা থাকো। প্লাজা গ্রিল-এ একটা প্রাইভেট রুম রিজার্ভ করেছি আমি. শো শেষ হলে ডিনার খাওয়ার জন্যে। তোমরা চলে

যেয়ো, আমি ওখানে পৌঁছাতে চেষ্টা করব।'

তিন তরুণীই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সবাই তারা উদ্বিগ্ন, তবে কেউই অস্থির নয়। 'ব্যাপারটা কী নিয়ে, আমাদেরকে বলা যায়?' জানতে চাইল ডোরিন।

'আমরা জানতে চাই,' বলল অ্যানাবেল।

'আমি জানলে তোমরাও জানবে,' কথা দিল হিউগো। 'ঠিক আছে, এনজয় ইওরসেল্ফ।'

হিউগো হারমানকে নিয়ে কালো রঙের একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জ ৬০০ ছুটে চলেছে প্লাজা ফ্রানসিয়া ধরে। খানিক পর বিখ্যাত রেকোলেটা সিমেট্রিকে পাশ কাটাল শোফার, ভিতরে কম করেও সাত হাজার স্ট্যাচু রয়েছে। ইভা পেরন-এরও সমাধি আছে এখানে। বিদেশী পর্যটকরা তার এপিটাফ পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারে না: 'আমার জন্যে কেঁদো না, আর্জেন্টিনাবাসী, আমি তোমাদের খুব কাছেই আছি।'

সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে, এমন কয়েকটা গেট পেরুল শোফার, পাশ কাটাল রট আয়রনের একটা বেড়াকে, তারপর বৃত্তাকার ড্রাইভ ধরে খানিকদূর এগিয়ে থামল গত শতাব্দীর প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকার সামনে। এই ভবনটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান দূতাবাস ছিল। যুদ্ধের চার বছর পর জার্মান সরকার তার কূটনীতিকদের পালার্মো চিকো নামে একটা এনক্লেইভে সরিয়ে নেয়। সেই থেকে অট্টালিকাটি ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের করপোরেট হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশাল দালানের সম্পূর্ণ মেঝে মার্বেল পাথরের। সারি সারি স্তম্ভগুলোও তাই, এমন কী প্রশস্ত সিঁড়িটাও। দোতলায় অফিস স্পেস। সিঁড়ির দিকে না গিয়ে একটা দেয়ালে লুকানো ছোট্ট এলিভেটরে ঢুকল হিউগো। সেটা তাকে নিঃশব্দে পৌঁছে দিল

বিরাট একটা কনফারেন্স রুমে।

এখানে পঁচিশটা পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য উপস্থিত, তারা বসেছে ষাট ফুট লম্বা টিকেউড কনফারেন্স টেবিলে।

হিউগোকে দেখে দাঁড়াল সবাই, অভ্যর্থনা জানাল। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই ডেসটিনি সাম্রাজ্যের প্রধান উপদেষ্টা এবং ডিরেক্টর হিসেবে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে।

'দেরি করার জন্যে দুঃখিত, বন্ধুরা, তবে ট্রাজেডির খবরটা শুনেই চলে এসেছি আমি।' এরপর কয়েক পা এগিয়ে এসে পক্বকেশ এক বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করল হিউগো। 'কথাটা কি সত্যি, বাবা, ইউ-২০১৫কে হারিয়েছি আমরা, হারিয়েছি কার্লাকেও?'

হুইপ হারমান বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'সত্যি। তোমার বোন, ফ্রাঙ্কের ছেলে ফ্রেডারিক, ওদের সঙ্গে ক্রুদের সবাই এখন অ্যান্টার্কটিকার একটা সাগরে শুয়ে আছে।'

'ফ্রেডারিক?' প্রশ্ন করল হিউগো হারমান। 'অপেরায় এ-খবর তো পাঠানো হয়নি যে ফ্রেডারিকও মারা গেছে। তুমি এই ব্যাপারটা ঠিক জানো?'

'এই একটু আগেই ওয়াশিংটনে পাঠানো নুমার স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করেছি আমরা,' টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় বসা দীর্ঘদেহী ব্রায়ান ইকো বলল, রাগে লাল হয়ে আছে চোখ-মুখ। 'ওটা থেকেই সব জানা গেছে। ওখানে আমাদের কাজটা ছিল আমিনিস আর্টিফ্যাক্ট যারা দেখেছে তাদের জড় উপড়ে ফেলা; আমাদের ইউ-বোট যখন নুমার রিসার্চ শিপে ফায়ার করছিল, হঠাৎ সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন এসে মিসাইল ছোঁড়ে। আমাদের লোকজন সহ ইউ-বোট ধ্বংস হয়ে গেছে। রিপোর্টে কারও বাঁচার কথা বলা হয়নি।'

'মারাত্মক একটা ক্ষতি,' ভারী কণ্ঠে বিড়বিড় করল হিউগো। 'দুই পরিবারের দু'জন সদস্য, ঐতিহাসিক ইউ-২০১৫ সহ। আমরা যেন ভুলে না যাই যে যুদ্ধের পর আমাদের দাদু-নানুরা

আর ডেসটিনি সাম্রাজ্যের প্রথম সারির নেতারা ওই সাবমেরিনে চড়েই জার্মানি থেকে এই দেশে চলে এসেছিলেন।'

'শুধু কি তাই,' বলল বার্ন, হিউগোর সমবয়েসী বন্ধু, 'এতগুলো বছর ধরে কী সার্ভিসটাই না দিয়েছে ওটা।'

নারী-পুরুষ সবাই মন খারাপ করে বসে আছে টেবিলে। পরিষ্কার বোঝা যায় এরা এমন একটা দল যাদের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা নেই। গত ষাট বছর ধরে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড একের পর এক শুধু সাফল্যই অর্জন করেছে। প্রতিটি প্রজেক্ট, প্রতিটি অপারেশনের জন্য কঠোর শৃংখলার মধ্যে প্ল্যান করা হয়। খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় বিবেচনায় থাকে। ধরে নেওয়া হয় সমস্যা হবেই, হলে তার সমাধানও করা হয়। অবহেলা আর অযোগ্যতার স্রেফ অস্তিত্বই নেই। ডেসটিনি পরিবার এতদিন অপরাজেয় ছিল। নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এরকম একটা পরিস্থিতিকে প্রায় অসম্ভব বলে মনে করে তারা।

টেবিলের মাথায় একটা চেয়ারে বসল হিউগো। 'গত দু'হপ্তায় ক'জনকে হারিয়েছি আমরা, পরিবারের সদস্য আর ভক্ত-অনুসারীদের নিয়ে?'

ব্রায়ান ইকো, অ্যানাবেল হারমানের স্বামী, একটা ফাইল খুলে পড়ল। 'সাতজন এজেন্ট কলোরাডোয়, সাতজন সেইন্ট পল আইল্যান্ডে, সাতচল্লিশ জন ইউ-২০১৫ ক্রু, তারপর কার্লা আর ফ্রেড।'

'দশদিনেরও কম সময়ের মধ্যে সাতষট্টিজন দক্ষ অনুসারী আর দু'জন পারিবারিক রত্নকে হারিয়েছি আমরা,' গুস্তাফ স্ট্রু গম্ভীর সুরে বলল। 'এ সম্ভব বলে ভাবতে পারছি না।'

'আরও অসম্ভব মনে হয় যখন জানতে পারি এর জন্যে কারা দায়ী,' খেঁকিয়ে উঠল অটার গ্রাফ। 'একদল অ্যাকাডেমিক ওশনোগ্রাফার, যারা মেরুদণ্ডহীন জেলিফিশ ছাড়া কিছুই নয়।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল হিউগো। 'দেখো

অটার, তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিতে পারি ওই মেরুদণ্ডহীন জেলিফিশরাই আমাদের সেরা বারোজন এজেন্টকে খুন করেছে–এর মধ্যে ওই দু'জনকে ধরছি না, মুখ খোলার ভয়ে যাদেরকে আমরাই দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

'মেরিন সায়েনটিস্ট আর ইঞ্জিনিয়াররা প্রফেশনাল কিলার নয়,' বলল গুস্তাফ। 'ওয়াশিংটনে নুমার ভেতর আমাদের যে লোক আছে সে একটা তালিকা পাঠিয়েছে আমার কাছে। কলোরাডো আর সেইন্ট পলে আমাদের লোকজনকে খুন করার জন্যে যারা দায়ী তাদের নাম আছে তালিকাটায়।

'এই লোকগুলোকে সাধারণ ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে। যে-যার ক্ষেত্রে এরা সবাই অত্যন্ত যোগ্য আর দক্ষ।'

থেমে টেবিলের চারদিকে কিছু ফটোগ্রাফ বিলি করল সে। 'প্রথম ছবিটা নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। মার্কিন সরকারী মহল তাকে মান্য করে চলে, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।'

'মহাসাগরকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলনে তার সঙ্গে মার্সেই-এ একবার দেখা হয় আমার,' বলল হিউগো। 'প্রতিপক্ষ হিসেবে তাকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।'

'পরের ছবিটা জর্জ রেডক্লিফের। নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর।'

'ছোটখাট, গুরুত্বহীন একজন লোক বলে মনে হয়,' বলল ডেসটিনি পরিবারের কর্পোরেট অ্যাটর্নি ট্যাফোর্ড উলফ। 'এই লোক মানুষ খুন করে?'

'নিজের হাতে খুন করতে হবে কেন,' বলল গুস্তাফ। 'যতটুকু জানা গেছে সেইন্ট পল দ্বীপে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে এই লোকটা আর নুমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর দায়ী।'

'পরের ছবিটা অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের,' বলল গুস্তাফ। 'এর নাম ববি মুরল্যান্ড। আমেরিকান এয়ার ফোর্স

অ্যাকাডেমির একজন গ্র্যাজুয়েট। অত্যন্ত শক্ত মক্কেল। তার রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনে পেশাদার খুনির মতই মানুষ মারতে পারে।'

'আর শেষ ফটোটা?' অটার নরম সুরে জানতে চাইল।

'নাম মাসুদ রানা, বাংলাদেশে জন্ম, এসপিওনাজ এজেন্ট। আমাদের ইউ-বোট ডোবার সময় অ্যান্টার্কটিকায় ছিল সে।'

'খুব বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল,' শান্ত রাগের সঙ্গে বলল অটার। 'ভুল হয়েছে, আমাদের উচিত ছিল কোনও আধুনিক সারফেস শিপ ব্যবহার করা।'

'প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টায় ছিল ওটা,' বলল হিউগো। 'তবে চেষ্টাটা বিফলে গেছে।'

টেবিলে দুম করে একটা ঘুসি মারল ব্রায়ান। 'আমরা প্রতিশোধ নেব। এই লোকগুলোকে মরতে হবে।'

'আমাদের কারও অনুমোদন ছাড়াই মাসুদ রানাকে খুন করার হুকুম দিয়েছিলে তুমি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল হিউগো। 'সেটা ব্যর্থ হয়েছে। শোনো, প্রতিশোধ নেয়ার বিলাসিতা আমাদের পোষাবে না। কারুরই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমাদের একটা শেডিউল আছে। সস্তা প্রতিশোধ যেন আমাদেরকে দিক্‌ভ্রান্ত না করে।'

'এটাকে সস্তা বলার কী কারণ আমি বুঝতে পারছি না,' বলল ব্রায়ান। 'এই চারজন লোক আমাদের পারিবারিক সদস্য আর অনুসারীদের মৃত্যুর জন্যে সরাসরি দায়ী। বিনা শাস্তিতে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না।'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ব্রায়ানের দিকে তাকাল হিউগো। 'তুমি কি জানো না, ব্রায়ান, নিউ ডেসটিনি প্রজেক্ট যখন চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে উঠবে তখন এমনিতেই এদের সবার বীভৎস মৃত্যু হবে?'

'হিউগো ঠিক বলছে,' বলল গুস্তাফ। 'আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে আমরা সরে যেতে পারি না, তা সে পরিবারের যত বড়

ক্ষতিই হয়ে যাক।'

'ব্যাপারটা মিটে গেল,' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল হিউগো। 'আমরা হাতের কাজে মন দেব, শোককে গ্রহণ করব শিক্ষা হিসেবে।'

নড়েচড়ে বসে অটার বলল, 'কলোরাডো আর সেইন্ট পলের চেম্বার বাইরের লোকজনরা আবিষ্কার করে ফেলেছে, তাই না? এখন তা হলে সময় আর টাকা খরচ করে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চাওয়ার আর কোন মানে হয় না, কী বলো?'

'না, কোন মানে নেই,' বলল ব্রায়ান। 'খোদাই করা লিপি এখন নুমার অফিসারদের হাতে। ওগুলোর অর্থ বের করবে তারা। মহা বিপর্যয় সম্পর্কে আমিনিস ওয়ার্নিং ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবে। অর্থাৎ আমাদের কাজটা ওরাই করবে এখন।'

থমথমে চেহারা নিয়ে টেবিলের সারফেসে তাকিয়ে আছে হিউগো। 'উদ্বেগের বিষয় হলো সময়ের আগেই, অর্থাৎ নিউ ডেসটিনি প্রজেক্ট লঞ্চ করার আগেই ব্যাপারটা বেরিয়ে আসছে। গোটা ব্যাপারটা আমরা যে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছি, সেটাও ফাঁস হয়ে যাবে, ফলে আমাদের দিকে আঙুল তুলবে ওরা।'

'সেক্ষেত্রে পানি ঘোলা করব আমরা, ইনভেস্টিগেটররা যাতে আমাদের কৌশল ধরতে না পারে।'

টেবিলের ওদিক থেকে হিউগোর দিকে তাকাল ব্রায়ান। 'ভ্যালহ্যালা-য় ওরা যারা রয়েছে তারা কি টাইমটেবিল এগিয়ে আনতে পারবে?'

'বিপদটা যদি ব্যাখ্যা করে বোঝাই ওদেরকে, তা হলে হয়তো লঞ্চ ডেট অন্তত দশ দিন এগিয়ে আনতে পারবে বলে মনে হয়।'

'দশদিন,' হিসহিস করে পুনরাবৃত্তি করল ব্রাডফোর্ড নামে এক শক্ত-সমর্থ তরুণ। 'মাত্র দশ দিনের মধ্যে জরাজীর্ণ, পচা দুর্গন্ধময় পুরানো দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর ছাই থেকে মাথা তুলবে

নতুন আরেক পৃথিবী–ফোর্থ এমপায়ার।'

ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে মাথা ঝাঁকাল হিউগো হারমান। 'আমাদের এই ক'টা পরিবার সেই ১৯৪৫ সাল থেকে সতর্কতার সঙ্গে প্ল্যান করে আসছে, মানবসভ্যতাকে আগামী দশ হাজার বছরের জন্যে সম্পূর্ণ বদলে দেব আমরা।'

চোদ্দ

রানা আর শাহানা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে। শাহানার সঙ্গে একজন প্যাথলজিস্ট/আর্কিওলজিস্ট রয়েছেন, নাম ডক্টর শেফার্ড গুডম্যান; ভদ্রলোক প্রাচীন মমি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। একটা টিল্ট-রোটর প্লেনে চড়ে সবাই ওরা সেইন্ট পল আইল্যান্ডে পৌঁছাল।

আবার হামলা হতে পারে, সে-কথা ভেবে দ্বীপে ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। রানা দেখল ইউএস নেভির একটা ডেস্ট্রয়ার নোঙর ফেলেছে দ্বীপে। দুটো গান বোট দ্বীপটাকে ঘিরে টহল দিচ্ছে সারাক্ষণ। নেভিরই একজন গাইড ওদেরকে পাহাড়ী টানেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

খিলান আকৃতির ফাঁকটার কাছে পৌঁছেছে ওরা, এই সময় ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মুরল্যান্ড। শাহানা অবাক হয়ে দেখল দুই বন্ধু নিঃশব্দে আলিঙ্গন করল পরস্পরকে। ওদের চোখে এত বেশি আবেগ রয়েছে, পানি দেখতে পেলেও আশ্চর্য হত না সে।

'বেঁচে আছ দেখে খুশি, দোস্ত,' সহাস্যে বলল রানা।

'তুমি বেঁচে থাকায় আরও বেশি খুশি আমি,' মিটিমিটি হেসে

জবাব দিল মুরল্যান্ড। তারপর মাথা চুলকাল সে। 'শুনলাম তুমি নাকি বরফের বল ছুঁড়ে একটা ইউ-বোটকে ডুবিয়ে দিয়েছ?'

হেসে উঠল রানা। 'বড় বেশি অতিরঞ্জিত। আমরা শুধু ঘুসি দেখিয়েছি আর গাল পেড়েছি, যতক্ষণ না নেভি পৌঁছায়।'

'ডক্টর শাহানা।' আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল মুরল্যান্ড, তারপর শাহানার দস্তানা পরা হাতে একটা চুমো খেল। 'এরকম একটা নিরানন্দ পরিবেশকে উজ্জ্বল করার জন্যে আপনাকেই আমাদের দরকার।'

শাহানা মিষ্টি হেসে বলল, 'মাই প্লেজার।'

আর্কিওলজিস্ট শেফার্ড গুডম্যানের সঙ্গে মুরল্যান্ডের পরিচয় করিয়ে দিল রানা। 'মিস্টার রেডক্লিফ আর তোমার পাওয়া মমিগুলো পরীক্ষা করবেন উনি, ববি।'

'শুনলাম আপনারা নাকি বিরাট কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন,' হ্যান্ডশেক করার সময় বললেন গুডম্যান। একহারা গড়ন তাঁর, কথা বললেন নরম সুরে। কথা বলার সময় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েন।

'আসুন, ভিতরে ঢুকে নিজেই দেখুন।'

পথ দেখাল মুরল্যান্ড। টানেলের ভিতর দিয়ে আউটার চেম্বারে ঢুকল ওরা। পাথুরে দেয়াল ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে দেখে আঁতকে উঠল শাহানা। 'এ কী! খোদাই করা লিপি কিছুই তো পড়া যাবে না। এ অবস্থা হলো কীভাবে?'

'শত্রুরা একটা হেলিকপ্টারে চড়ে এসেছিল,' বলল মুরল্যান্ড। 'পাইলট ভাবল টানেলের ভেতর দিয়ে একটা রকেট ছুঁড়লে মন্দ হয় না।'

'তোমরা নিশ্চয়ই তখন এখানে ছিলে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিঃশব্দে হাসল মুরল্যান্ড। 'না, ছিলাম না। এটার পিছনে আরেকটা টানেল আছে, অন্য একটা চেম্বারে যাওয়া যায়।

ওদিকটায় অনেক আগে ছাদ ধসে পড়েছিল, সেই পাথরের স্তূপ আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু অ্যাডমিরাল যে বললেন হেলিকপ্টারসহ ওদের ছয়জনকে খতম করেছ তোমরা? সেটা কীভাবে?'

'আমরা টানেলের ভেতর মারা গেছি ধরে নিয়ে বিশ মিনিট চক্কর দেয়ার পর পাহাড়ের কারনিসে নামল হেলিকপ্টারটা,' বলল মুরল্যান্ড। 'ততক্ষণে আমরা টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছি, পাহাড়ের আরও খানিক ওপরে উঠে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। যেই দেখলাম কপ্টার কারনিসে নামল, অমনি ওপর থেকে একের পর এক বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিলাম। একেকটা কম করেও আধ মণ। দশ-বারোটা পাথর সরাসরি রোটর আর ইঞ্জিনে গিয়ে লাগল। আরোহীরা কেউ কেউ বেরুতে পারল, তবে তাদেরকেও ছাড়েনি পাথরগুলো, একেবারে ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে। তাদেরই একজন পাঁচ সেকেন্ড সময় পেয়েছিল এলোপাথাড়ি গুলি করার। মিস্টার রেডক্লিফকে লেগেছে একটা।'

বোঝা গেল এ-সব ব্যাপারে শাহানার কোন আগ্রহ নেই, কারণ মুরল্যান্ড থামতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'খোদাই করা লিপিই যদি না থাকে, এখানে তা হলে আমরা এসেছি কেন?'

'এসেছেন, কারণ লিপির চেয়েও ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে দ্বিতীয় চেম্বারে। মমিগুলোর গায়ে খানিকটা ধুলোর প্রলেপ পড়েছে, তা ছাড়া বাকি সব ঠিক আছে–চিরকাল যেমন ছিল আজও খাড়াভাবে বসে আছে প্রত্যেকে।'

'কী বললেন? খাড়াভাবে বসে আছে?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন গুডম্যান। 'বেরিয়াল কেসে শোয়ানো নয় ওগুলো?'

'না, পাথরের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছে তারা।'

'কাপড় দিয়ে জড়ানো?'

'না,' বলল মুরল্যান্ড। 'তারা যেন একটা মিটিঙে বসেছে।

গায়ে ফতুয়া, মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট।'

ভারি অবাক হয়েছেন গুডম্যান। 'প্রাচীন মমি গজ দিয়ে শক্তভাবে জড়ানো থাকে। আর মাটির পাত্রে থাকে ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে। দুইভাবে শুয়ে থাকতে দেখা যায়–মুখ ওপরে তুলে, অথবা নীচে নামিয়ে। আবার দাঁড়িয়েও থাকে। বসে থাকা মমির কথা আগে কখনও শুনিনি।'

'ভেতরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, মমি ছাড়া আরও অন্যান্য আর্টিফ্যাক্ট পরীক্ষা করতে পারবেন আপনারা।'

দ্বিতীয় চেম্বারে যাওয়ার টানেলটা এখন খোলা, সেটা ধরে এগোবার সময় ওদেরকে আবর্জনা টপকাতে হলো না। চেম্বারের ভিতর ফ্লাডলাইটের আলো দিনের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল, মমি আর তাদের পরিচ্ছদ মনে হচ্ছে জলজ্যান্ত।

হন হন করে এগিয়ে গিয়ে প্রথম মমিটাকে পরীক্ষা করছেন গুডম্যান, প্রায় নাকে নাক ঠেকিয়ে। তাঁকে দেখে মনে হলো স্বর্গে ঢুকে হারিয়ে গেছেন। এক মমির কাছ থেকে আরেক মমির দিকে ছুটছেন, পরীক্ষা করছেন চামড়া, কান, নাক, ঠোঁট। হেডব্যান্ডসহ ম্যাগনিফাইং গ্লাস পরলেন চোখে। পাঁচ মিনিট পর হেডব্যান্ড খুলে ঘাড় ফেরালেন ওদের দিকে।

ওরা সবাই বিপুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'প্রাচীন অসংখ্য মমি দেখেছি আমি,' নরম সুরে বললেন গুডম্যান। 'কিন্তু এতটা সুরক্ষিত মমি কোথাও আগে দেখিনি। এমন কী চোখের মণি পর্যন্ত অক্ষত রয়েছে, ফলে ওগুলোর রঙ দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তা হলে ওগুলো হয়তো এক-দেড়শো বছরের পুরানো হবে।'

'কী করে তা বিশ্বাস করি! ফতুয়ার কাপড়, জুতোর স্টাইল, মাথার আবরণ যেভাবে কাটা হয়েছে–এ ধরনের কিছু কোথাও দেখা যায়নি, অন্তত ঐতিহাসিক রেকর্ডে কোথাও নেই। মমি করার পদ্ধতি তাদের যা-ই হোক, সেটা মিশরে পাওয়া মমিতে যে

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তারচেয়ে বহুগুণে উন্নত। প্রাচীন মিশরীয়রা লাশের ভিতর থেকে অঙ্গ-প্রতঙ্গ বের করে নিত। মগজও বের করত নাক দিয়ে। কিন্তু এই মূর্তিগুলো বাইরে-ভেতরে একদম অক্ষত।'

'কলোরাডোয় যে খোদাই করা লিপি পাওয়া গেছে, বলা হচ্ছে যিশুর জন্মের নয় হাজার বছর আগের সেটা,' বলল শাহানা 'এ কি সম্ভব এই মমি আর আর্টিফ্যাক্টগুলোও সেই সময়কার?'

'ডেটিং টেকনোলজির সাহায্য না নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়,' জবাব দিলেন গুডম্যান। 'কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না এগুলো কোন্ সময়কার। শুধু এটুকু বলতে পারি, এই লোকগুলো এমন এক প্রাচীন কালচারের প্রতিনিধিত্ব করে, যার ইতিহাস আমাদের কারও জানা নেই।'

'বোঝাই যাচ্ছে নৌ-বিদ্যায় খুব ভাল ছিল, তা না হলে নেতাদের রাখার জন্যে এই দ্বীপটা খুঁজে বের করতে পারত না, মন্তব্য করল রানা।

'কিন্তু এখানে কেন?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'নিজেদের লাশ তারা মহাদেশের তীরে, সহজে যাওয়া যায় এমন কোন জায়গায় পোঁতেনি কেন?'

'অনুমান করি তারা চায়নি এগুলো কেউ খুঁজে পাক,' জবাব দিল শাহানা।

মমিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'আমি অতটা নিশ্চিত নই। আমার বরং মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হোক, এটাই তারা আশা করেছে। তারা অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারেও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বার্তা রেখে গেছে, একটার সঙ্গে আরেকটার হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব। আমি যতটুকু বুঝেছি, আপনি আর ল্যারি কিং নিশ্চিত হয়েছেন যে কলোরাডোর লিপি মৃতদের রাজ্য শাসন করে এমন সব ঈশ্বরদেব উদ্দেশ্যে কোন মেসেজ নয়।'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত তা ঠিক। তবে সবগুলো সংকেতের অর্থ

বের করতে আরও অনেক সময় লাগবে আমাদের। শুধু এটুকু জানা গেছে, ভবিষ্যৎ বিপর্যয় সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে।'

'কার ভবিষ্যৎ?' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড। 'এমন হতে পারে গত নয় হাজার বছরের কোন এক সময় বিপর্যয়টা ঘটে গেছে।'

'সময় সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি আছে,' বলল শাহানা। 'মিস্টার কিং আর ভিনাস এটা নিয়ে এখনও কাজ করছে।' একটা দেয়ালের দিকে হেঁটে এল সে, পাথরের গায়ে খোদাই করা সংখ্যার মত কিছু একটার ওপর থেকে ধুলো ঝাড়ল। উত্তেজনায় বড় হয়ে উঠল তার চোখ। 'কলোরাডো আর এখানকার সংকেতের স্টাইল তো দেখছি এক নয়। এগুলো তো গ্লিফ, মানুষ আর পশুর আকৃতি ফুটিয়ে তুলেছে।'

একটু পরে সবাই ওরা কাজে হাত লাগাল। পালিশ করা পাথরে বহু শতাব্দীর, কিংবা হয়তো বহু সহস্রাব্দের ধুলো জমেছে। দেয়ালের চারকোণে শুরু করল ওরা, সরে আসছে পরস্পরের দিকে। এক সময় সমস্ত লিপি ফ্লাডলাইটের আলোয় পরিষ্কার ফুটে উঠল।

'কী বোঝা যাচ্ছে?' প্রশ্নটা বিশেষ কাউকে করেনি মুরল্যান্ড।

'সন্দেহ নেই একটা বন্দর,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'পাল আর বৈঠাসহ প্রাচীন জাহাজের বহরটা তো পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে, গ্রোয়েন দিয়ে ঘেরা। গ্রোয়েনের দুই প্রান্তে উঁচু টাওয়ার, সম্ভবত কোনও ধরনের লাইট হাউস।'

'হ্যাঁ,' বললেন গুডম্যান। 'ডকের আশপাশে দালান দেখতে পাচ্ছি আমি, ওগুলোর সামনে কয়েকটা জাহাজ নোঙর ফেলেছে।'

'বোধহয় কার্গো ওঠা-নামার কাজ চলছে,' বলল শাহানা, চোখে শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস। 'মূর্তিগুলো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খোদাই করা হয়েছে, সেজন্যেই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে এদের পরনেও ফতুয়া রয়েছে, মমিদের মত। একটা জাহাজ থেকে পশু নামানো হচ্ছে।'

শাহানার কাছাকাছি সরে এসে চোখ কুঁচকে গ্লিফগুলো দেখল মুরল্যান্ড। 'ইউনিকর্ন,' ঘোষণা করল সে। 'ওগুলো এক শিংওয়ালা সাদা ঘোড়া।'

'অবাস্তব,' বিড়বিড় করলেন গুডম্যান, চোখে অবিশ্বাস।

'কীভাবে বুঝলেন?' তাঁকে চ্যালেঞ্জ করল রানা। 'হয়তো নয় হাজার বছর আগে ইউনিকর্নের অস্তিত্ব ছিল।'

'হাড় বা ফসিল না পাওয়া পর্যন্ত অতীতের গুজব আর মিথ হয়েই থাকবে ওগুলো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রণে ভঙ্গ দিল রানা। ঘুরে পাথুরে চেয়ারগুলোর পিছনে চলে এল ও, তাকিয়ে আছে সেলাই করা পশুর চামড়ার দিকে। ওগুলো একদিকের দেয়াল ঢেকে রেখেছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আচ্ছাদনের একটা প্রান্ত তুলে ভিতরে তাকাল ও। চেহারা দেখে মনে হলো বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

'সাবধান,' সতর্ক করে দিলেন গুডম্যান। 'অত্যন্ত ভঙ্গুর ওটা।'

তাঁর কথায় কান না দিয়ে দু'হাত দিয়ে ধরে আচ্ছাদনটা মাথার উপর গুটাল রানা।

'ওটা আপনার ধরা উচিত হয়নি,' চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে বললেন গুডম্যান। 'এগুলো অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সামান্য ছোঁয়াতেই গুঁড়িয়ে যেতে পারে।'

'এটার নীচে যা আছে তা আরও বেশি অমূল্য,' ভারি গলায় বলল রানা। মুরল্যান্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'ওদিক থেকে এক জোড়া বল্লম নিয়ে এসে আবরণটা ঠেক দিয়ে রাখো।'

চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি মুরল্যান্ডকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন গুডম্যান। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়ে অনুভব করলেন তিনি যেন একটা ট্র্যাক্টরকে থামাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে ঘষা দিয়ে পাশ কাটাল মুরল্যান্ড। তাঁর দিকে এমন কী আড়চোখে একবার তাকালও না। ছোঁ দিয়ে একজোড়া

অবসিডিয়ান বল্লম তুলে নিল সে, ওগুলোর ডগা চেম্বারের মেঝেতে বসাল, তারপর হাতলের দিকটা ব্যবহার করল চামড়ার আচ্ছাদনকে উঁচু করে রাখতে। এবার একজোড়া ফ্লাডলাইট অ্যাডজাস্ট করল রানা, যতক্ষণ না দেয়ালের গায়ে যথেষ্ট উজ্জ্বল হলো আলোটা

দম বন্ধ করে চারটে বড় আকারের বৃত্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শাহানা, পালিশ করা পাথরে খোদাই করা, প্রতিটির পরিধির ভিতর অদ্ভুত সব ডায়াগ্রাম কাটা হয়েছে। 'ওগুলো এক ধরনের গ্লিফ,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'মনে হচ্ছে ম্যাপ,' মুখ খুলল মুরল্যান্ড।

'কীসের ম্যাপ?'

সকৌতুক হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে 'চারভাবে দেখানো পৃথিবীর মানচিত্র।'

রানার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছেন গুডম্যান, চশমাটা ঠিক মত বসিয়ে নিলেন নাকে। 'উদ্ভট। গ্লিফগুলোকে মোটেও আমার ম্যাপ বলে মনে হচ্ছে না। বড় বেশি বিশদ এগুলো। তা ছাড়া, আমার পরিচিত জিয়োগ্রাফির সঙ্গে এর কোনও মিল তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তার কারণ আপনার মস্তিষ্ক নয় হাজার বছর আগের মহাদেশ আর সমুদ্রের তীর কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে না।'

'মিস্টার গুডম্যানের সঙ্গে আমাকেও একমত হতে হচ্ছে, বলল শাহানা। 'আমি শুধু ছোট কয়েকটা দ্বীপের সমষ্টি আর এবড়োখেবড়ো উপকূল রেখা দেখতে পাচ্ছি, ঘিরে রেখেছে বিশাল সাগরের ঢেউ খেলানো ইমেজ।'

'যেন একটা প্রজাপতি, প্লেনে আগুন লেগে যাওয়ায় তার ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,' কৌতুক করল মুরল্যান্ড।

'আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন, রানা?' জানতে চাইল শাহানা।

'পৃথিবীর চারটে আলাদা দৃশ্য, নয় হাজার বছর আগে

অ্যান্টার্কটিকা থেকে যেমনটি দেখাত।'

'সমস্ত কৌতুক বাতিল,' বলল মুরল্যান্ড। 'তোমার কথাই ঠিক।'

পুরোটার উপর চোখ রাখার জন্য খানিক পিছিয়ে এসে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, এখন অন্যান্য মহাদেশগুলোও চিনতে পারছি আমি। তবে ওগুলো আলাদা পজিশনে রয়েছে। যেন মনে হচ্ছে পৃথিবী কাত হয়ে আছে।'

'আমার বোধগম্য হচ্ছে না এর মধ্যে অ্যান্টার্কটিকা কীভাবে ফিট করে,' জেদের সুরে বললেন গুডম্যান।

'আপনার চোখের সামনেই রয়েছে, দেখতে চেষ্টা করুন।'

শাহানা জানতে চাইল, 'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে, রানা?'

'আমারও জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে,' একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন গুডম্যান, 'কীভাবে আপনি এই উপসংহারে পৌঁছাচ্ছেন।'

শাহানার দিকে তাকাল রানা। 'আপনার ব্যাগে চক আছে, পাথরে খোদাই করা লিপি হাইলাইট করার জন্যে যেগুলো ব্যবহার করেন? জানতে চাইল ও।

হাসল শাহানা। 'চক ব্যবহারের দিন আর নেই। আমরা এখন ট্যালকম পাউডার পছন্দ করি।' পকেট হাতড়ে প্রথমে ছোট এক প্যাকেট টিস্যু বের করে রানাকে দিল সে। তারপর ব্যাগ থেকে বের করল ট্যালকম পাউডারের একটা কৌটা।

কিছু টিস্যু পানিতে ভিজিয়ে দেয়ালে খোদাই করা গ্লিফগুলো প্রথমে মুছল রানা, তারপর পাউডার ছড়াল। তিন মিনিট পর পিছিয়ে এল ও, হাতের কাজটা ভাল করে দেখল, তারপর ঘোষণার সুরে বলল, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনাদেরকে আমি অ্যান্টার্কটিক উপহার দিলাম।'

তিনজনই তারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পালিশ করা পাথরে সাদা পাউডার মাখাতে দেখেছে রানাকে, দেখেছে সেই পাউডার আবার

মুছে ফেলতেও। এখন জায়গাটা দেখতে অনেকটা দক্ষিণ মেরুর মত লাগছে বটে।

'এ-সবের কী মানে?' জানতে চাইল শাহানা, বিভ্রান্ত।

'মানে হলো,' ব্যাখ্যা করছে রানা, ইঙ্গিতে পাথরের চেয়ারে বসা মমিগুলোকে দেখাল, 'এই প্রাচীন মানুষগুলো আধুনিক মানুষের চেয়ে কয়েক হাজার বছর আগে অ্যান্টার্কটিকার ওপর হাঁটাহাঁটি করেছে। জলযান নিয়ে চারদিকে ঘুরেছে তারা, চার্ট তৈরি করেছে–কবে? বরফ আর তুষারে ঢাকা পড়ার আগে।'

'ননসেন্স!' সশব্দে নাক ঝাড়ার মত আওয়াজ করলেন গুডম্যান। 'এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রমাণিত যে মেরু প্রদেশের তিনভাগ বাদে সবটাই বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে আজ বহু মিলিয়ন বছর ধরে।'

কয়েক সেকেন্ড কিছুই বলল না রানা। প্রাচীন মূর্তিগুলোর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও, ওগুলো যেন জ্যান্ত। পালা করে প্রতিটি মুখের দিকে তাকাচ্ছে, যেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায়। অবশেষে ইঙ্গিতে আবার মমিগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'উত্তর পাওয়া যাবে ওদের কাছ থেকে।'

লাঞ্চের পর একটা হাউন্ড পাপিকে কোলে নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল কালোমানিক ল্যারি কিং। চেয়ারে বসে ভিনাসকে ডাকল সে। মনিটরে এসেই বলল ভিনাস, 'আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার অভ্যাসটা তোমার যাবে না?'

ইঙ্গিতে কুকুরছানাটা দেখাল কিং। 'রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনলাম, আমার ছোট মেয়েটা পালবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভিনাসের চোখ-মুখ নরম হয়ে উঠল। 'ভারি সুন্দর একটা ছানা। তোমার মেয়েরা খুব মজা পাবে।'

'লিপি ডিসাইফারের কাজ এগিয়েছে?'

'সংকেতের অর্থ অনেকটাই জানতে পেরেছি, তবে সেগুলোকে

শব্দের সঙ্গে জুড়তে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। এই ঝামেলাটা শেষ হলে ইংরেজিতে রূপান্তর করা যাবে।'

'এ পর্যন্ত যেটুকু করেছ শোনাও।'

'আসলে বেশ অনেকটাই,' গর্বের সুরে বলল ভিনাস।

'আমি শুনছি।'

'৭০০০ বি.সি-র কাছাকাছি সময়ে প্রচণ্ড একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল দুনিয়াটা।'

'কোনও ধারণা করা যাচ্ছে কী ছিল সেটা?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'হ্যাঁ। কলোরাডো চেম্বারের সিলিঙে মহাকাশের যে মানচিত্র পাওয়া গেছে সেটায় রেকর্ড করা আছে ওই বিপর্যয়ের ঘটনা,' ব্যাখ্যা করল ভিনাস। 'পুরোটা লেখা এখনও ডিসাইফার করিনি আমি, তবে মনে হচ্ছে একটা নয়, দুটো ধূমকেতু সৌরজগতের বাইরে থেকে এসে দুনিয়াজোড়া একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছিল।'

'ওগুলো অ্যাস্টোরয়েড ছিল না?' জিজ্ঞেস করল কিং। 'আমি অবশ্য অ্যাস্ট্রনমার নই, কিন্তু দুটো ধূমকেতু একসঙ্গে অরবিট করছে এমন কথা কখনও শুনিনি।'

'মহাকাশের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে লম্বা লেজসহ দুটো জিনিস পাশাপাশি ছুটে এসে আঘাত করছে পৃথিবীকে।'

হাত নামিয়ে কুকুরছানাটাকে আদর করছে কিং। 'দুটো ধূমকেতু একই সময়ে আঘাত করছে। যত ছোটই হোক, ধূমকেতু বলে কথা, নিশ্চয়ই বিরাট একটা ধাক্কা দিয়েছিল।'

'দুঃখিত, কিং,' বলল ভিনাস, 'আমি তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইনি। দুটোর মধ্যে মাত্র একটা আঘাত করে পৃথিবীতে। দ্বিতীয়টি সূর্যকে চক্কর দিয়ে গভীর মহাশূন্যে হারিয়ে যায়।'

'মানচিত্রে কি দেখানো হয়েছে কোথায় পড়েছিল ধূমকেতুটি?'

মাথা ঝাঁকাল ভিনাস। 'বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে জায়গাটা

কানাডার দিকে, সম্ভবত হাডসন বে-র ওদিকে কোথাও।'

'তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত, ভিনাস। তুমি তুখোড় একজন ডিটেকটিভ হতে পারবে।'

'এ ধরনের সাধারণ কেস মীমাংসা করা আমার জন্যে কোনও ব্যাপার নয়,' গর্বের সঙ্গে বলল ভিনাস।

'ঠিক আছে, সাত হাজার বি.সি-তে কানাডার কোন এক জায়গায় একটা কমেট আঘাত করায় দুনিয়া জুড়ে মহাবিপর্যয় শুরু হয়েছিল।'

'এটা শুধু প্রথম পর্ব। গল্পের শাঁস পরে আসবে—সেখানে মানুষজনের বর্ণনা আছে, বলা হয়েছে বিপদটা শুরু হবার আগে কেমন ছিল তাদের সভ্যতা, এবং পরবর্তীতে কী হলো।'

'কেন তারা আশঙ্কা করছিল আকাশ থেকে আরেকটা বিপদ আসছে?'

'আমি যতটুকু বুঝেছি, তারা হিসেব কষে জানতে পারে দ্বিতীয় ধূমকেতুটি ফিরে এসে ধ্বংসযজ্ঞটা সম্পূর্ণ করবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর কিং জানতে চাইল, 'তুমি কি বোঝাতে চাইছ, ভিনাস, আটলান্টিস নামে সত্যি একটা সভ্যতা ছিল?'

'তা আমি বলিনি,' কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি নিয়ে বলল ভিনাস। 'এখনও আমি জানি না প্রাচীন এই লোকগুলো নিজেদেরকে কী বলত। তবে জানি বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর কাছ থেকে আসা বর্ণনার সঙ্গে ক্ষীণ মিল আছে এদের। তিনি যে সংলাপ লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেটা তাঁর সময় থেকে দুশো বছর আগেকার, তাতে অংশ নিয়েছিলেন তাঁর একজন পূর্ব-পুরুষ গ্রিক রাষ্ট্রনায়ক সোলন, আর একজন ঈজিপশিয়ান প্রিস্ট। এটাই আটলান্টিস নামে কোন জায়গার প্রথম লিখিত বর্ণনা।'

'গল্পটা সবাই জানে,' বলল কিং। 'প্রিস্ট অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও বড় একটা দ্বীপ-মহাদেশের কথা বলেছিলেন, পিলার্স অভ

হারকিউলিস কিংবা জিব্রাল্টার প্রণালীর পশ্চিমে আটলান্টিকের মাঝখান থেকে মাথাচাড়া দিয়েছিল। কয়েক হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়ে যায় ওটা, মহা কোন সামুদ্রিক সুনামিতে। সব মিলিয়ে একটা রহস্যময় ধাঁধাই বলতে হয়, ঐতিহাসিকরা আজও কোন সমাধান দিতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আটলান্টিস আসলে প্রাচীন কালের একটা সায়েন্স ফিকশন ছাড়া কিছু নয়।'

'তবে পুরোটাই বানানো, এমন না-ও হতে পারে।'

ভিনাসের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল কিং। 'কোথাও এমন কোন প্রমাণ নেই যে নয় হাজার বছর আগে আটলান্টিকের মাঝখানে একটা মহাদেশ হারিয়ে গিয়েছিল। যেটার অস্তিত্বই নেই সেটা আবার হারায় কীভাবে?'

'তা হলে তুমি বলতে চাইছ প্লেটো আটলান্টিসের যে ছবি এঁকেছেন সেটার কোন ভিত্তি নেই?'

'ছবি নয়, ভিনাস,' কমপিউটারকে লেকচার শোনাচ্ছে কিং। 'গল্পটা তিনি সংলাপের মাধ্যমে বলে গেছেন প্রাচীন গ্রিসে জনপ্রিয় ছিল এই মাধ্যম। তৃতীয় কোন পক্ষের ভাষ্য লেখকের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে, ব্যাপারটা এরকম নয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বিষয়টা নিয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করেছেন, লেখক তাঁদের সেই আলাপ নিজের লেখায় হুবহু তুলে দিয়েছেন। আর, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি আটলান্টিস প্লেটোর নিজের একটা বানানো গল্পই। সকৌতুকে ভেবেছেন তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর এই আইডিয়া ভালই খাবে, বিষয়টা নিয়ে বই লিখবে হাজার খানেক, তর্ক করবে বিরতিহীন।'

'তুমি খুব শক্ত মানুষ, কিং, বলল ভিনাস। 'ধরে নিচ্ছি বিখ্যাত সাইকিক এডগার কাইসি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেটা তুমি বিশ্বাস করো না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নুমার কমপিউটার জাদুকর। 'তিনি

বলছেন, আটলান্টিসকে তিনি ক্যারিবিয়ানে ডুবতে এবং উঠতে দেখেছেন। ওই এলাকায় উন্নত একটা সভ্যতা যদি থাকতই, ছড়ানো ছিটানো কয়েক শো দ্বীপে অবশ্যই তার সূত্র পাওয়া যেত। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রাচীন সংস্কৃতির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু বিমিনি-র ওদিকে প্রকাণ্ড পাথরের ব্লকগুলো, সাগরের তলায় রাস্তার মত দেখতে?'

'স্রেফ একটা জিয়োলজিক্যাল ফরমেশন, সাগরের অন্যান্য অংশেও দেখতে পাওয়া যাবে।'

'আর পাথরের স্তম্ভ, জ্যামাইকার ওদিকে সাগরের মেঝেতে যেগুলো পাওয়া গেছে?'

'এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে ওগুলো ছিল ড্রাই কংক্রিটের ব্যারেল, কার্গো হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু জাহাজটা ডুবে যায়। তারপর কাঠের ব্যারেল ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সত্যের মুখোমুখি হও, ভিনাস। আটলান্টিস একটা মিথ।'

'তুমি খুব একঘেয়ে, কিং।'

'আমি যা জানি তাই বলছি...'

'তোমার জানাটা সত্যি না-ও হতে পারে,' বাধা দিয়ে বলল ভিনাস। 'আমি কী জানছি সেটা বলি। প্রাচীন এই লিপিতে বিশাল কোনও সভ্যতার কথা বলা হয়নি। নৌ-বিদ্যায় উন্নত ছোটখাট একটা জাতি, মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করার চার হাজার বছর আগে জলপথে দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে, দুনিয়ার মানচিত্র তৈরি করেছে। সাগরকে তারা বশ করে। স্রোতকে ব্যবহার করতে শেখে। জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিতে অনেক দূর এগিয়ে যায়, ফলে হয়ে ওঠে ওস্তাদ নাবিক। উপকূল এলাকায় অনেক শহর-বন্দর গড়ে তোলে, শুরু করে মাইনিং। ওই একই সহস্রাব্দের অন্য মানুষ যারা উঁচু জায়গা পছন্দ করত, ঘুরে বেড়াত এক দেশ থেকে আরেক দেশে, বিপর্যয়টা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু সাগরকে যারা বশ করেছিল তাদের কপাল খারাপ, দৈত্যাকার

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়, অস্তিত্বের এতটুকু প্রমাণ না রেখে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায় তারা। তাদের বন্দরনগরীর অবশিষ্ট যদি থাকেও, সাগরের তলায় সম্ভবত একশো ফুট পলির নীচে পাওয়া যাবে।'

'কাল থেকে তুমি এত কিছু ডিসাইফার করেছ?' কিং বিস্মিত, সেটা গোপনও করছে না।

'বসে থাকা আমার কাজ নয়।'

'ভিনাস, তুমি সত্যি অতুলনীয়।'

'হতেই হবে, তোমার তৈরি না!'

'এমন সব তথ্য দিয়েছ তুমি, আমার হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'বাড়ি যাও, কিং। বউ-বচ্চাকে নিয়ে কোথাও থেকে বেড়িয়ে এসো। তারপর রাতে ভাল একটা ঘুম দাও। এদিকে আমিও আমার চিপগুলোকে একটু গরম করে নিই। তারপর, কাল সকালে তুমি যখন এই চেয়ারে এসে বসবে, সত্যিই এমন তথ্য দিতে পারব তোমাকে, আরও কুঁকড়ে যাবে তোমার বাবরি চুল।'

পনেরো

সেইন্ট পল চেম্বারের মমি আর অদ্ভুতদর্শন মানচিত্রের ফটো তোলার পর মুরল্যান্ডের সঙ্গে কেপ টাউনে চলে গেল শাহানা। হাসপাতালে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে দেখা করল ওরা, সফল অপারেশনের পর বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি। ওখান থেকে নুমার একটা এগজিকিউটিভ জেট ধরে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবে ওরা।

ডক্টর গুডম্যানের সঙ্গে সেইন্ট পল দ্বীপে একা রয়ে গেছে মাসুদ রানা। দুজন মিলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মমি আর আর্টিফ্যাক্টগুলো প্যাক করে হেলিকপ্টারে তুলে দিল। কপ্টার ওগুলোকে পৌঁছে দেবে নুমার একটা ডিপ-সি রিসার্চ শিপে। মমিগুলো পাঠানো হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ভার্সিটিতে, সেখানে ওগুলো স্টাডি করবেন গুডম্যান।

তাঁকে বিদায় দিয়ে আরেকবার টানেলের ভিতর ঢুকল রানা, বলা যায় চুম্বকের মত একটা আকর্ষণ অনুভব করায় না ঢুকে পারল না। দ্বীপে এই মুহূর্তে ও আর হেলিকপ্টারসহ একজন পাইলট ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই।

খালি দ্বিতীয় চেম্বারের ভিতর দাঁড়িয়ে গ্লোবাল নটিক্যাল চার্টগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। ফ্লাডলাইট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হাতের টর্চটা জ্বেলে রেখেছে ও।

হাজার হাজার বছর আগে এমন নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করেছে, কারা তারা? কীভাবে অ্যান্টার্কটিকার মানচিত্র আঁকতে পারল, মহাদেশটা যখন বরফের পুরু চাদরে ঢাকা ছিল না? এমন কী হতে পারে যে কয়েক হাজার বছর আগে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া উষ্ণ ছিল? ফলে মানুষ সেখানে বসবাস করতে পারত?

বরফবিহীন অ্যান্টার্কটিকাই একমাত্র অসঙ্গতি নয়। ব্যাপারটা কাউকে জানায়নি রানা, তবে অস্ট্রেলিয়া সহ অন্যান্য মহাদেশের পজিশন চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে। ওগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। ওর মনে হয়েছে দুই আমেরিকা, ইউরোপ আর এশিয়া যেখানে থাকার কথা তারচেয়ে দুই হাজার মাইল উত্তরে রয়েছে ওগুলো। প্রাচীন এই মানুষগুলো নিখুঁত উপকূল রেখা আঁকতে পেরেছে, অথচ তারাই পৃথিবীর পিঠে মহাদেশগুলোকে বসাবার সময় প্রতিষ্ঠিত অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কেন?

কপ্টার স্টার্ট নেওয়ার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসতে চিন্তায়

বাধা পড়ল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও টর্চ নিভিয়ে দিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা।

পরদিন মাঝরাত। ওয়াশিংটনের ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। দক্ষিণ আফ্রিকান এয়ার লাইন্সের একটা বোয়িং থেকে নামল রানা, সারাটা পথ অকাতরে ঘুমিয়েছে

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে আসতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। রেলগাড়ির মত লম্বা, টকটকে লাল রঙের একটা রোলসরয়েস গাড়িটার পাশে ফ্যাশন মডেলের সাবলীল ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিয় বান্ধবী, কলোরাডো থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসসদস্যা লরেলি। 'হাই, রানা!'

'হাই!' হাতের ব্যাগটা গাড়ির ব্যাকসিটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে একটা চুমো খেল রানা, এক হাত দিয়ে কাঁধটা জড়িয়ে রেখেছে, ভাবল নিশ্চয়ই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিয়েছে লরেলি কখন পৌঁছাবে ওর ফ্লাইট।

বেশ কয়েক মুহূর্ত পর কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল রানা, হাঁপিয়ে উঠে লরেলি বলল, 'সাবধান, আমি ক্লিনটনের মত বিপদে পড়তে চাই না।'

'মহিলা রাজনীতিকদের অ্যাফেয়ার্স পাবলিক পছন্দ করে।'

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্টার বাটনে চাপ দিল লরেলি। 'ওটা তোমার ধারণা।' ঘুরে এসে পাশের সিটে বসল রানা।

'কোথায়, হে? তোমার বাগানবাড়িতে?'

'না, নুমা হেডকোয়ার্টারে একবার নামতে চাই,' বলল রানা। 'অফিসের কমপিউটার খুলে একটা প্রোগ্রামে চোখ বুলাব একবার।'

গাড়ি ছুটছে মাঝরাতের রাজধানীর রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা

'কংগ্রেসের নতুন কোন খবর থাকলে বলো,' এক সময় খোঁজ নিল রানা

'তোমার যেন তাতে কিছু আসে যায়,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল লরেলি। 'শুনলাম মিস্টার রেডক্লিফ আহত হয়েছেন?'

'মাসখানেক হাসপাতালে থাকতে হবে। ডাক্তাররা বলেছেন, তাঁকে নুমা বহাল তবিয়তেই ফেরত পাবে।'

'মুরল্যান্ড বলছিল অ্যান্টার্কটিকায় খুব কঠিন সময় পার করতে হয়েছে তোমাকে।'

'তুমি তো জানোই, বাড়িয়ে বলা ওর স্বভাব।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা। 'আচ্ছা, তুমি না ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড রিলেশন্স কমিটিতে আছ?'

'আছি। কেন?'

'আর্জেন্টিনার বড় কোন কোম্পানির নাম বললে তুমি চিনবে?'

'বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছে ওখানে। ওদের ফাইন্যান্স আর ট্রেড মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং করেছি। কী ব্যাপার, রানা?'

'নিউ ডেসটিনি কিংবা ফোর্থ এমপায়ার করপরেশন নামে কোন আউটফিটের কথা জানো?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল লরেলি। 'ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজের সিইও-কে চিনি। চিনি মানে বুয়েনাস আইরিসে একবার পরিচয় হয়েছিল। নামটা...যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, হিউগো হারমান।'

'সেটা কতদিন আগের কথা?'

'চার বছর।'

'তোমার দেখছি মানুষের নাম খুব মনে থাকে।'

'হিউগো হারমান সুদর্শন, সুপুরুষ, ফ্যাশনদুরস্ত ব্যক্তিত্ব—আ রিয়েল চারমার। মেয়েরা এ-ধরনের পুরুষকে ভোলে না।'

'এই যদি কেস হয়, তুমি আমার চারপাশে ঘুরঘুর করো কেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকল লরেলি। 'মেয়েরা প্র্যাকটিকাল, কর্কশ আর সত্যিকার পুরুষদেরও পছন্দ করে।'

'ঠিক ধরেছ, আমি কর্কশ আর...,' শেষ শব্দটা উহ্য রেখে

লরেলির কাঁধে একটা হাত তুলে দিল রানা, তারপর মুখটা বাড়িয়ে ছোট্ট করে কামড় দিল তার কানের লতিতে।

মাথাটা সরিয়ে নিল লরেলি। 'আমি যখন ড্রাইভ করছি তখন নয়, প্লিজ।'

হিউগো হারমান, ভাবল রানা। জার্মান নাম। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজে খোঁজ নিয়ে একবার দেখা দরকার।

নুমা হেডকোয়ার্টারের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং-এ নেমে গাড়ি থামাল লরেলি। 'তুমি চাও তোমার সঙ্গে যাই আমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে আমার,' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

এলিভেটরে চড়ে মেইন লবিতে উঠে এল ও। সিকিউরিটি গার্ডরা চেনে ওকে, কাজের ব্যস্ততা না থাকায় টেবিলে বসে তাস খেলছে। রানা পাশ কাটিয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যেতেই ফিসফাস শুরু করল তারা; কিছুক্ষণ আগে সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী উঠেছে উপরে, তাকে কি তারা কেউ নামতে দেখেছে?

কর্মকর্তাদের অফিসগুলো নয় তলায়, আবার এলিভেটরে চড়ে সরাসরি দশতলায় উঠে এল রানা, দেখতে চায় এখনও কিং আছে কিনা।

যা ভেবেছে তাই, রাত জেগে কাজ করছে কিং।

চেম্বারে রানাকে ঢুকতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। 'আরে, তুমি!'

'আরে, তুমিও তো!'

'ডক্টর শাহানাও ছিলেন,' হেসে ফেলে বলল কিং। 'এইমাত্র ঘুমাতে গেলেন।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'সর্বশেষ রিপোর্টের একটা কপি অ্যাডমিরালের ডেস্কে পাঠিয়ে দিয়েছি আজ রাত দশটায়, কাল সকালে তোমার কামরায় পৌঁছে

যাবে ওটা।' নুমায় রানার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টারের পদটা অনারারি আর অস্থায়ী হলেও, হেডকোয়ার্টারে ওর জন্য আলাদা একটা অফিস-কামরা রাখা হয়েছে।

মনিটরে তাকিয়ে ভিনাসকে দেখল রানা। 'বেশ। এখন একটা ধারণা দাও।'

'অকল্পনীয় একটা গল্প,' বলল কিং, প্রায় বিষণ্ন সুরে।

'আমিও তাই বলি,' সমর্থন করল ভিনাস

'এটা আমাদের ব্যক্তিগত আলাপ,' ঝাঁঝের সঙ্গে কথাটা বলে বোতাম টিপে মনিটর থেকে ভিনাসকে বিদায় করে দিল কিং। দাঁড়াল সে, আড়মোড়া ভাঙল। 'এ সত্যি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য গল্প। সাগরকে জয় করা একটা জাতি। রেকর্ড করা ইতিহাসের আগে তারা ছিল। নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একটা ধূমকেতু পৃথিবীতে আঘাত করায়। দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি কোণে বন্দরনগরী গড়ে তুলেছিল তারা। সবগুলোকে গ্রাস করে তিনশো থেকে পাঁচশো ফুটী জলোচ্ছ্বাস।'

'অ্যাডমিরালের সঙ্গে শেষ যখন কথা হয় আমার, আটলান্টিস কিংবদন্তিটাকে তিনি উড়িয়ে দেননি

'আটলান্টিকের মাঝখানে হারিয়ে যাওয়া মহাদেশ এই ছবির সঙ্গে মিলছে না,' জোর দিয়ে বলল কিং। 'তবে এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে নৌ-বিদ্যায় অসম্ভব উন্নত একটা জাতির অস্তিত্ব ছিল, তারা সবগুলো সমুদ্র আর সাগর পাড়ি দিয়েছে, মানচিত্র এঁকেছে সবগুলো মহাদেশের।' থেমে রানার দিকে তাকাল সে। 'বেরিয়াল চেম্বারের লিপি আর ওয়ার্ল্ড ম্যাপের যে ফটোগুলো ডক্টর শাহানা তুলেছেন, সব ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছি। কমপিউটারে স্ক্যান করার জন্যে কাল সকালে পাব।'

'মহাদেশগুলো এখন যেখানে আছে, ওদের মানচিত্রে সেখানে দেখানো হয়নি।'

কিং-এর লালচে চোখ দুটোয় চিন্তার ছায়া পড়ল। 'আমি এ-ও

ভাবছি যে ধূমকেতু আছড়ে পড়ার চেয়ে বড় কোন বিপর্যয় ঘটেছিল কিনা। গত দশ বছর ধরে আমাদের লোকজন প্রচুর জিয়োলজিক্যাল ডাটা সংগ্রহ করেছে, সে-সব আমি স্ক্যান করেছি। সাগরের উন্মুক্ত উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বরফযুগের সমাপ্তি ঘটে হঠাৎ করেই। নয় হাজার বছরের তুলনায় সি লেভেল এখন তিনশো ফুটেরও বেশি উঁচু।'

'আটলান্টিসের কিছু যদি অবশিষ্ট থাকেও, গভীর পানিতে ডুবে আছে।'

'শুধু পানি নয়, পলিরও নীচে।'

'এরা কি নিজেদেরকে আটলান্টিয়ান বলছে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার সন্দেহ আছে এই শব্দটির সঙ্গে ওরা পরিচিত ছিল কিনা,' বলল কিং। 'আটলান্টিস শব্দটা গ্রিক, মানে হলো অ্যাটলাস-এর মেয়ে। প্লেটোর কৃতিত্বেই এটা এত প্রচার পায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আশ্চর্য একটা জগৎ হিসেবে। বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, কেউ কেউ তার আগের সভ্যতা বলেও মনে করে। কিন্তু সবই এতদিন ছিল অনুমান আর কল্পনা। এবারই প্রথম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সত্যি একটা আদি সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল

'প্লেটো তা হলে ভুলভাল কিছু বলে যাননি!'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল কিং

কিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলিভেটরে চড়ে নয়তলায় নামল রানা, নিজের অফিস কামরার দিকে এগোবার সময় দেখতে পেল নুমা চিফের চেম্বারে যাওয়ার প্যাসেজটার আলো সবচেয়ে কম মাত্রায় ম্লান করে রাখা হয়েছে। এত রাতে ওগুলোর না জ্বলারই কথা, তবে রানা ভাবল অনেক কারণেই জ্বালা হতে পারে তবু মনটা খুঁত-খুঁত করায় প্যাসেজে ঢুকে শেষ মাথায় চলে

এল ও। একটু ঠেলতেই খুলে গেল কাঁচের দরজাটা। সামনে অ্যান্টিরুম, তারপর জর্জ হ্যামিলটনের চেম্বার আর কনফারেন্স রুম।

অ্যান্টিরুমে ঢুকে অ্যাডমিরালের সেক্রেটারি পামেলার ডেস্কটাকে পাশ কাটাল রানা। চেম্বারের দোরগোড়ায় থেমে আলোর সুইচ খুঁজছে। হঠাৎ অন্ধকার চেম্বারের ভিতর থেকে ছুটে এল একটা ছায়ামূর্তি, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে শরীরটা।

বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, শেষ মুহূর্তে শরীরটাকে শুধু শক্ত করে নিতে পারল রানা। ওর পেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারল মাথাটা, হু-উ-উ-স করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। দু'জনেই ভারসাম্য ফিরে পেতে ব্যস্ত, তারপরও প্রতিপক্ষকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল রানা। উন্মত্ত বিড়ালের মত ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ছায়ামূর্তি, রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটল।

এক হাতে পেট চেপে ধরে আছে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে, সুইচটা খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালল রানা। চট করে একবার অ্যাডমিরালের ডেস্কে চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল কী নিয়ে গেছে আগন্তুক। নিজের ডেস্ক সব সময় পরিষ্কার রাখেন অ্যাডমিরাল, ওয়াটারগেট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার আগে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফাইল আর কাগজপত্র অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একটা দেরাজে ভরে রেখে যান। ডেস্কের সারফেস সম্পূর্ণ খালি দেখছে রানা। তারমানে কিং-এর পাঠান প্রাচীন নাবিকদের রিপোর্টটা খোয়া গেছে।

পেটের ভিতর শক্ত গিঁট বাঁধার অনুভূতি, প্যাসেজে বেরিয়ে এসে এলিভেটরের দিকে ছুটল রানা।

ওগুলোর সামনে এসে দেখল প্রথমটায় চড়ে নীচে নামছে চোর, এক ফ্লোর নীচে স্থির হয়ে আছে দ্বিতীয়টা। বোতামে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, বড় করে শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক হতে

চেষ্টা করছে। এলিভেটরের দরজা খুলে যেতে লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকল ও, বোতামে চাপ দিল নীচের পার্কিং লটে নামার জন্য। কোথাও না থেমে দ্রুত নামছে এলিভেটর।

দরজা ভাল করে খোলার আগেই লাফ দিয়ে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল রানা, ছুটে রোলসরয়েসের পাশে চলে আসার সময় দেখল এক জোড়া লাল টেইললাইট এগজিট র‍্যাম্পের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

টান দিয়ে রোলসরয়েসের দরজা খুলল রানা, লরেলিকে ড্রাইভিং সিট থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে দেখছে ওকে লরেলি। 'মনে হচ্ছে ইমার্জেন্সি?'

'এইমাত্র চলে গেল, লোকটাকে দেখেছ তুমি?' ক্লাচ দাবিয়ে গিয়ার দিল রানা।

'লোক কোথায়, লেদার প্যান্টসুটের ওপর দামী ফার কোট পরা একটা মেয়ে।'

লরেলির পক্ষে এ-সব লক্ষ করা সম্ভব, ভাবল রানা। চাপা গর্জন তুলে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসছে রোলসরয়েস। র‍্যাম্পে উঠে গার্ডহাউসের পাশে থামল রানা। ড্রাইভওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে গার্ড।

'কোন দিকে গেল গাড়িটা?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চেষ্টা করেও থামাতে পারিনি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল গার্ড। 'দক্ষিণে ঘুরে পার্কওয়ের দিকে গেল। আমি কি পুলিশকে খবর দেব?'

'দেবে না?' ধমকাল রানা, রোলসরয়েসকে রাস্তায় নামিয়ে এনে ওয়াশিংটন মেমেরিয়াল পার্কওয়ের দিকে ছোটাল। 'কী গাড়ি?' লরেলিকে জিজ্ঞেস করল।

'কালো ক্রাইসলার, ৩০০ এম সিরিজ। ২৫৩ হর্সপাওয়ার ইঞ্জিন। আট সেকেন্ডে স্পিড ওঠে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল।'

'তুমি ওটার স্পেসিফিকেশন জানলে কীভাবে?' নিজেকে বোকা বোকা লাগছে রানার।

'আমার জানা উচিত, তাই জানি,' জবাব দিল লরেলি। 'ভুলে গেছ, ও-জিনিস আমারও একটা আছে?'

'ব্যস্ততার মধ্যে মনে পড়েনি।'

পার্কওয়েতে ঢুকে রোলসের স্পিড একশোয় তুলল রানা, ধীরে ধীরে আরও বাড়াচ্ছে। রাত দেড়টায় রাজধানীতে ট্রাফিক না থাকারই মত। চার মিনিট পর একটা বাঁক ঘুরল রানা, কালো চকচকে ক্রাইসলারটাকে তিনশো গজ সামনে দেখতে পেল, তবে দুটো গাড়ির মাঝখানে একটা ভ্যান আর তিনটে ট্যাক্সি রয়েছে।

ক্রাইসলার হঠাৎ বাঁক ঘুরে ঢুকে পড়ল ফ্রানসিস স্কট কি ব্রিজে। পটোম্যাক নদী পেরিয়ে প্রথমে বাঁ দিকে, তারপর ডানদিকে ঘুরল ওটা, চলে এল জর্জ টাউনের আবাসিক অংশে। বারবার বাঁক নিচ্ছে ড্রাইভার, প্রতিবাদে মুখর হয়ে রয়েছে টায়ারগুলো।

'জানে তুমি পিছু নিয়েছ,' বলল লরেলি, সামান্য উত্তেজনা বোধ করছে।

'স্মার্ট,' বলল রানা 'সোজা রাস্তা না ধরে সুযোগ পেলেই বাঁক নেয়ার কারণ হলো দূরত্ব বাড়ানো, যাতে এক সময় আমরা দেখতে না পাই কোনদিকে ঘুরল।'

একে একে সাতটা ব্লক পার হয়ে এল ওরা, দুটো গাড়ির দূরত্ব আগের মতই আছে।

'ব্যাপারটার মধ্যে নতুনত্ব আছে,' বলল রানা, গম্ভীর চেহারা নিয়ে হুইল আঁকড়ে ধরে আছে।

'মানে?'

লরেলির দিকে একবার তাকিয়ে হাসল রানা 'যতদূর মনে পড়ছে, এই প্রথমবার আমি কাউকে ধাওয়া করছি। সাধারণত উল্টোটাই ঘটে।'

লরেলি জানে, এটা স্রেফ একটা কথার কথা। 'আরে, এই রাস্তা ধরে খানিক আগেও না একবার গেলাম?'

'হ্যাঁ

পরবর্তী বাঁক ঘুরে রানা দেখল হঠাৎ ক্রাইসলারের ব্রেক লাইট জ্বলে উঠেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে একটা টাউন হাউসের সামনে দাঁড়াল কালো গাড়িটা। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাছ দেখা যাচ্ছে, তবে ফুটপাথে হাঁটছে না কেউ। ক্রাইসলারের পাশে এসে থামল রানা, সামনের দরজা দিয়ে ঠিক যখন ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার

'যাক, বুদ্ধিমতীর মত রণে ভঙ্গ দিয়েছে,' বলল লরেলি, হাত তুলে ক্রাইসলারের হুডটা দেখাল। যেখানে রেডিয়েটার থাকার কথা সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে।

'সুযোগ-সুবিধে না থাকলে এখানে থামত না,' বলল রানা, অন্ধকার টাউন হাউসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'এরপর কী, শেরিফ? আমরা কি পসিকে ডাকব?'

গম্ভীর হয়ে লরেলির দিকে তাকাল রানা। 'না, গাড়ি থেকে নেমে দরজায় নক করবে তুমি।'

স্ট্রিটলাইটের আলোয় আতঙ্কিত দেখাল লরেলিকে। 'অসম্ভব, না!'

'জানতাম তুমি রাজি হবে না।' দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'এই নাও, আমার গ্লোবাস্টার ফোন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে না এলে পুলিশকে জানাবে, সতর্ক করবে অ্যাডমিরালকে। ছায়ার ভেতর সামান্য একটু শব্দ বা নড়াচড়া হলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়বে–দ্রুত। বুঝতে পারছ?

'এখনই আমরা পুলিশ ডেকে সিঁদ কাটার কথাটা বলছি না কেন?'

'কারণ ওখানে প্রথমে আমি ঢুকতে চাই।'

'তুমি কি সশস্ত্র?'

'আশা করছি তোমার কাছ থেকে একটা কিছু পাব,' জবাব দিল রানা।

গ্লাভ বক্স খুলে একটা টর্চ বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল লরেলি। 'একটা কিছু।'

'উপায় কী, এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ধন্যবাদ।' গাড়ির দিকে ঝুঁকল রানা, চুমো খেল লরেলিকে, তারপর বাড়িটাকে ঘিরে থাকা অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

টর্চটা রানা ব্যবহার করছে না। শহর আর স্ট্রিটল্যাম্পের আলোর আভায় পথটা ভালই চিনে নিতে পারছে ও। সরু একটা পাথুরে সাইডওয়াক চলে গেছে বাড়িটার পিছন দিকে। গোটা বাড়ি অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। যতটুকু বুঝতে পারছে, উঠানটার যত্ন নেয়া হয়। এদিক-সেদিক ফ্লাওয়ার বেড রয়েছে। উঠানের দুই পাশে উঁচু পাঁচিল, আইভি লতায় ঢাকা। দু'পাশের বাড়ি দুটোও অন্ধকার, বাসিন্দারা নিশ্চয় অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

নব্বুই ভাগ নিশ্চিত রানা. বাড়িটায় সিকিউরিটি সিস্টেম আছে। তবে রক্তপিপাসু কুকুর না থাকায় নিজের নড়াচড়া খুব একটা গোপন রাখার চেষ্টা করছে না। আশা করছে, চোর আর তার সঙ্গীরাই বেরিয়ে আসবে। শুধু তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে, কোনদিকে লাফ দেবে।

পিছনের দরজার কাছে এসে সেটাকে হাঁ-হাঁ করতে দেখে বিস্মিত হলো রানা। হতাশ হয়ে ভাবল সদর দরজা দিয়ে ঢুকে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে চোর।

গ্যারেজের দিকে ছুটল রানা, সেটা চওড়া একটা গলির ভিতরে।

অকস্মাৎ রাতের নিস্তব্ধতা মোটরসাইকেল এগজস্টের গর্জনে চুরমার হয়ে গেল। টান দিয়ে গ্যারেজের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। পুরানো আমলের পিছনের দরজা বাইরের দিকে খোলা দেখল ও। লেদার প্যান্ট, বুট আর কালো ফার কোট পরা

একটা ছায়ামূর্তি মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনকে জ্যান্ত করতে চাইছে ছুটন্ত রানা পিছন থেকে লাফ দিয়ে তার পিঠে পড়ল। তার গলার চারদিকে হাত পেঁচাল ও, তারপর তাকে নিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছে রানা, লরেলির অবজারভেশন ঠিকই ছিল। শরীরটা পুরুষদের মত ভারী নয়, শক্তও নয়। গ্যারেজের কংক্রিট মেঝেতে পড়েছে ওরা, উপরে রানা। মোটরসাইকেলটাও একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। শেষ মুহূর্তে ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছিল, ফলে পুরো এক চক্কর ঘুরল ওটা, পিছনের হুইল আর টায়ার মেঝেতে লেগে কর্কশ আওয়াজ ছাড়ল। তারপর কিল সুইচ নিজে থেকেই বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। গতির ঝোঁক মোটরসাইকেলটাকে মেঝেতে পড়ে থাকা ওদের গায়ের উপর এনে ফেলল। সামনের টায়ার আঘাত করল রাইডারের মাথায়, হ্যান্ডেল বার বাড়ি মারল রানার নিতম্বে। ওর কোন হাড় ভাঙেনি, তবে বেশ খানিকটা চামড়া উঠে গেছে।

শরীরে ব্যথা নিয়ে উঠে বসল রানা। দরজার কাছে ফেলা টর্চটা এখনও জ্বলছে। ক্রল করে এগিয়ে এসে কুড়াল সেটা। তারপর মোটরসাইকেলের পাশে নিঃসাড় পড়ে থাকা রাইডারের দিকে তাক করল আলোটা।

মেয়েটি হেলমেট পরার সময় পায়নি। লম্বা সোনালি চুল সহ মাথাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। এগিয়ে এসে তাকে ধরে চিৎ করল ও, আলোটা মুখে ফেলল।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এতই প্রবল, রানার হাত থেকে টর্চটা পড়ে যাচ্ছিল।

ভুরুর উপরটা ফুলে উঠেছে মেয়েটির, তবে তাতে চেহারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বেঁচে আছে সে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হতে পারে না, যতক্ষণ না শিরায় ঠাণ্ডা পানি প্রবেশ করানো

হচ্ছে। অথচ রানা অনুভব করল, ওর হৃৎপিণ্ড ওভারটাইম খেটে যে রক্ত পাম্প করছে তা যেন ফ্রিজিং পয়েন্টের দুই ডিগ্রি নীচে। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না ও। গ্যারেজের পরিবেশে অকস্মাৎ ভৌতিক কী যেন একটা ঘটে গেছে।

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই রানার মনে, বরফের তলায় ডোবা ইউ-বোটে এই মেয়েটিই টোকা দিয়েছিল ওর কাঁধে।

ষোলো

নুমা হেডকোয়ার্টার, কনফারেন্স রুম।

টেবিলের মাথায় নিজের চেয়ারে বসেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। শাহানাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। চেয়ার ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন নুমা চিফ, হ্যান্ডশেক করার সময় একটা হাত রেখেছেন ওর কাঁধে। 'গুড টু সি ইউ।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা, বহুবিধ দুর্লভ গুণের অধিকারী অ্যাডমিরালকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ও।

শাহানার দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল 'বসুন, প্লিজ, ডক্টর। 'কিং আর আপনার কাছে আমার জন্যে কী আছে বলুন, শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি।'

কিং আর মুরল্যান্ডকে কনফারেন্স রুমে ঢুকতে দেখা গেল। ওদের সঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর জেমস ডিনো রয়েছেন। ভদ্রলোক আস্তিনবিহীন সোয়েটার পরে আছেন। তাঁর এক হাতে একটা নিভে যাওয়া পাইপ, অপর হাতে বহন করছেন বেশ বড়

আকারের একটা প্লাস্টিক আইস চেস্ট।

আলোচনার শুরুতে অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন সবাই তারা কিং আর শাহানার রিপোর্টটা পড়েছে কিনা। মুরল্যান্ড ছাড়া বাকি সবাই নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

সে বলল, 'পড়তে ভালই লেগেছে, তবে সায়েন্স ফিকশন হিসেবে আইজ্যাক আসিমভ বা রে ব্র্যাডবেরির লেখার মত উন্নতমানের নয়।'

তার দিকে সরাসরি তাকাল কিং। 'আমি তোমাকে একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এটা সায়েন্স ফিকশন নয়।'

'তোমরা জানতে পেরেছ এই জাতির লোক কী বলত নিজেদেরকে?' প্রশ্ন করল রানা। 'আটলান্টিস ছাড়া তাদের সভ্যতার অন্য কোন নাম ছিল?'

নিজের সামনে টেবিলে একটা ফাইল খুলল শাহানা, ভিতর থেকে টেনে নিল একটা নোটবুকের পাতা। পাতার উপর কিছু লেখা রয়েছে, চোখের সামনে তুলে দেখল। 'ডিসাইফারের পরে যতদূর ইংরেজি করা গেছে, সমুদ্র পাড়ি দিতে পারদর্শী এই সম্প্রদায় নিজেদের বন্দরনগরীকে আমিনিস বলত। উচ্চারণ এরকম হবে–AMEENEES।'

রানা বলল, 'শুনে মনে হচ্ছে গ্রিক।'

ঐতিহাসিক ভদ্রলোকের দিকে চুরুট তাক করলেন অ্যাডমিরাল, 'ডক্টর ডিনো, ধরে নিচ্ছি, অবসিডিয়ান খুলিটা আপনি পরীক্ষা করেছেন?'

'জী, করেছি।' সামনে ঝুঁকে আইস চেস্টটা খুললেন ডক্টর ডিনো, ভিতর থেকে সাবধানে বের করলেন কালো খুলিটা। কনফারেন্স টেবিলে সিল্ক মোড়া একটা বালিশ রয়েছে, তার মাঝখানে খাড়া করে রাখা হলো সেটাকে। ওভারহেড স্পটলাইটের আলোয় চকচকে অবসিডিয়ান ঝলমল করছে। 'আশ্চর্য একটা কাজ,' মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন। 'আমিনিস

শিল্পীরা অবসিডিয়ানের বড় একটা ব্লক নিয়ে শুরু করে। বিন্দুমাত্র খুঁত নেই, এমন একটা খণ্ড ছিল সেটা, সত্যিকার অর্থে বিরল। নব্বুই বা একশো বছরের দীর্ঘ একটা সময় নিয়ে মাথাটার আকৃতি দেয়া হয়েছে হাতের সাহায্যে, স্মুদিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অবসিডিয়ান ডাস্ট।'

'ধাতব ছেনি দিয়ে কেন করা হয়নি কাজটা?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

মাথা নাড়লেন ডিনো। 'কোনও টুল ব্যবহার করা হয়নি। কোন আঁচড় বা খোঁচার দাগ পাওয়া যায়নি। অবসিডিয়ান অত্যন্ত কঠিন হলেও, ফাটল ধরার প্রবণতা খুব বেশি। সামান্য একটু ভুল, জায়গা মত না থেকে পিছলে গেল ছেনি, গোটা খুলি চুরমার হয়ে যাবে।'

'আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে এরকম একটা বানাতে কত সময় লাগবে?'

ক্ষীণ একটু হাসলেন ডক্টর ডিনো। 'হুবহু এরকম একটা বানানো টেকনিক্যালি অসম্ভবই বলা যায়। যতই এটা আমি স্টাডি করছি, ততই উপলব্ধি করছি এটার অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়।'

'গোড়ায় কোন মার্কিং আছে, যা দেখে উৎস বোঝা যায়?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'কোন মার্কিং নেই,' জবাব দিলেন ডক্টর ডিনো। 'তবে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখুন।' চরম সাবধানতার সঙ্গে মোচড় দেওয়ার একটা ভঙ্গি করলেন তিনি, যতক্ষণ খুলির উপরের অর্ধেকটা আলাদা হয়ে বেরিয়ে না এল। এরপর খুলির গর্তের ভিতর থেকে নিখুঁত আকৃতির একটা গ্লোব বের করে আনলেন। দু'হাতে ধরা গ্লোবটা বিশেষভাবে তৈরি একটা কুশনের উপর নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'এ-ধরনের একটা হতবুদ্ধিকর জিনিস বানাতে কী রকম নৈপুণ্য আর দক্ষতা দরকার, আমার কল্পনাতে আসে না,' মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন। 'শুধু শক্তিশালী

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে স্টাডি করার সময় খুলিটার চারধারে অতি সূক্ষ্ম রেখাটা দেখতে পাই আমি। খালি চোখে কেউ ওটা দেখতে পাবে না।'

'সত্যি অবিশ্বাস্য,' ঢোক গিলে বলল শাহানা।

'গ্লোবটা খোদাই করা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, এটা একটা খোদাই করা সচিত্র ম্যাপ,' জবাব দিলেন ডক্টর ডিনো। 'আপনি যদি আরও ভালভাবে দেখতে চান, আমার কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে।' সেটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে।

রানার পরে অ্যাডমিরালও গ্লাসে চোখ রেখে গ্লোবটা পরীক্ষা করলেন।

ডক্টর ডিনো বললেন, 'চেম্বারে পাওয়া মানচিত্র আর গ্লোবে মহাদেশগুলোর অ্যালাইনমেন্ট পরীক্ষা করলে দেখা যাচ্ছে আজকের জিয়োগ্রাফির সঙ্গে মিলছে না।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'পার্থক্যটা আমিও লক্ষ করেছি।'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, এখনও সন্দিহান। 'আদিম আর ভুলে ভরা?'

'আদিম? হ্যাঁ ভুলে ভরা? শুধু আধুনিক মানদণ্ডে। আমার অন্তত এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই প্রাচীন মানব গোষ্ঠী পৃথিবীর সবগুলো সাগরে ঘুরে বেড়িয়েছে, চার্ট তৈরি করেছে হাজার হাজার মাইল উপকূলরেখার। অবসিডিয়ান গ্লোবটা ভাল করে দেখুন, পরিষ্কার চিনতে পারবেন অস্ট্রেলিয়া, জাপান আর উত্তর আমেরিকার গ্রেট লেক। এই কৃতিত্ব এমন এক জাতিগোষ্ঠীর, যারা নয় হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে বেঁচে ছিল।'

ডক্টর ডিনো থামতে শাহানা বলল, 'খোদাই করা লিপির সাহায্যে নিজেদের সি রুটের বর্ণনা দিয়ে গেছে তারা। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মিশিগানের সেইন্ট লরেন্স নদীতে

ঢুকেছিল; ওদিকের মাইন থেকে তামা সংগ্রহ করে তারা, বলিভিয়া আর ব্রিটিশ আইলস থেকে টিন। ওই টিন, তামা, সীসা আর জিঙ্ক মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করে, মানবসভ্যতাকে পাথর-যুগ থেকে তুলে আনে ব্রোঞ্জ যুগে।'

'সোনা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'রুপো?'

'সোনা আর রুপোকে কাজের জিনিস বলে তারা মনে করেনি। অলঙ্কার আর শিল্পকর্মের জন্যে ব্যবহার হত তামা। তবে ফিরোজা আর উপলের খোঁজে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে, ব্যবহার করত অলঙ্কারে। আর অবসিডিয়ান তো ছিলই। ভাল কথা, অবসিডিয়ান কিন্তু এখনও ওপেন-হার্ট সার্জারিতে ব্যবহার হচ্ছে, কারণ ধার খুব বেশি হওয়ায় ইস্পাতের চেয়ে টিস্যুর কম ক্ষতি করে এটা।'

'ফিরোজা আর উপল, বেরিয়াল চেম্বারের মমিতে দুটোই পাওয়া গেছে,' বলল মুরল্যান্ড।

'কালো উপল অস্ট্রেলিয়া থেকে সংগ্রহ করে তারা,' বলল রানা।

'দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, এমন বিশটা দেশের বন্দরনগরী সনাক্ত করতে পেরেছি আমি,' বলে যাচ্ছে শাহানা। 'তার মধ্যে আছে মেক্সিকো, পেরু, ভারত, চিন, জাপান আর মিশর। এক কথায়, দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে বসবাস করেছে তারা।'

'গ্লোবটা বিশ্লেষণ করে আমিও সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি,' বললেন ডক্টর ডিনো।

'তারমানে তাদের দুনিয়া মেডিটেরেইনিয়ানকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি, পরে গড়ে ওঠা অন্যান্য সভ্যতার মত?'

মাথা নাড়লেন ডিনো। 'আমিনিস যুগে মেডিটেরেইনিয়ান সাগরের সঙ্গে মেশেনি। নয় হাজার বছর আগে উর্বর উপত্যকা আর লেকের সমষ্টি ছিল ওই জায়গা, উত্তর থেকে ইউরোপিয়ান নদীগুলো পানি সরবরাহ করত, দক্ষিণ থেকে করত নীল নদ।

শুনে আশ্চর্য হবেন যে ওই সময় নর্থ সি ছিল শুকনো প্রান্তর, আর ব্রিটিশ আইলস ছিল ইউরোপের অংশ। বাল্টিক সাগরও ছিল সি লেভেলের ওপর চওড়া একটা উপত্যকা, গোবি আর সাহারা মরুভূমি ছিল না, ছিল বনভূমি।'

'কী হলো আমিনিসদের?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ আরও আগে কেন পাইনি আমরা?'

'৭০০০ বি.সি-র দিকে তাদের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবীর বুকে একটা ধূমকেতু আছড়ে পড়ায়। তখন জিব্রালটার আর মরক্কোর মাঝখানে একটা ল্যান্ড ব্রিজ তৈরি হয়, আর মেডিটেরেইনিয়ান হয়ে ওঠে সাগর। তটরেখা ডুবে যায়, বদলে যায় চিরকালের জন্যে। মেঘ থেকে বৃষ্টির একটা ফোঁটা পড়তে যে সময় লাগে, সাগরপ্রেমী গোটা জাতি, তাদের বন্দরনগরী, সমস্ত শিক্ষা আর সংস্কৃতি সহ, পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে।'

'এত কিছু আপনারা ওই লিপি থেকে জানতে পেরেছেন?'

'আরও আছে, সার,' বলল কিং, একটু যেন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। 'তারা সেই আতঙ্ক আর ভোগান্তির কথা বিশদভাবে লিখে রেখে গেছে। ধূমকেতুর পতনটা ছিল আকস্মিক আর সর্বগ্রাসী লিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে, পাহাড়গুলো ঝড়ে পড়া গাছের মত কাঁপতে শুরু করে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির মাত্রা এত প্রবল ছিল যে আজকের দিনে তা বিশ্বাস করা কঠিন। এক হাজার পারমাণবিক বোমার প্রচণ্ডতা নিয়ে বিস্ফোরিত হয় আগ্নেয়গিরি, আকাশে একশো মাইল পুরু ছাই ছড়িয়ে পড়ে। আজ যেটাকে আমরা প্যাসিফিক নর্থওয়েস্ট বলে চিনি, লাভার নদী সেটার বেশির ভাগই ডুবিয়ে দিয়েছিল হারিকেন-গতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আগুন, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে আকাশ জলোচ্ছ্বাস, সম্ভবত তিন মাইল উঁচু, উঠে আসে জমি আর পাহাড়ে। দ্বীপগুলো চিরকালের

জন্যে ডুবে গেল পানির তলায়। বেশির ভাগ মনুষ, পশু-পাখি আর জলজ প্রাণী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়।'

'আমি জিয়োফিজিসিস্ট নই,' শান্ত ভাবে বললেন ডিনো। 'কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে একটা ধূমকেতুর আঘাতে দুনিয়া জুড়ে এত বড় একটা ধ্বংসকাণ্ড ঘটতে পারে।'

'ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে একটা কমেট কিংবা অ্যাস্টরয়ড ডাইনোসরকে নিশ্চিহ্ন করেনি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'ধূমকেতুটা তা হলে প্রকাণ্ড ছিল,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'গ্রহাণু আর উল্কার মত ধূমকেতু পরিমাপ করা সম্ভব নয়,' বলল কিং। 'ওগুলো নিরেট, কিন্তু ধূমকেতু বরফ, গ্যাস আর পাথরের তৈরি।'

নোটবুকে চোখ না রেখেই প্রাচীন লিপি থেকে পাওয়া গল্পটা বলে যাচ্ছে শাহানা। 'কিছু মানুষ বেঁচে যায়। তারা আশ্রয় নেয় পাহাড় আর উঁচু জায়গায়। ধূমকেতু আঘাত হানার পর কয়েক বছর ধরে কালো মেঘে ঢাকা ছিল গোটা দুনিয়ার আকাশ। যুগ যুগ ধরে নেমে আসা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে যায় সব। বেঁচে যাওয়া মানুষ গুহার ভেতর চাষবাস করেছে, আশ্রিত পশু মেরে জীবনধারণ করেছে।'

'প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতাও এই মহা বিপর্যয়ের রেকর্ড করে রেখে গেছে,' বললেন ডিনো। 'মায়ানরা পাথরে খোদাই করে, ব্যাবিলনীয় প্রিস্টরা লিখিতভাবে। এমনকী উত্তর আমেরিকা জুড়ে ইন্ডিয়ানরাও সর্বগ্রাসী একটা প্লাবনের কথা বলে গেছে। অর্থাৎ খুব একটা সন্দেহ নেই যে ঘটনাটি ঘটেছিল।'

'আমিনিসদের ধন্যবাদ,' বলল কিং, 'এখন আনুমানিক একটা তারিখ পেয়েছি আমরা—৭১০০ বি.সি.।'

'ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে সভ্যতা যত উন্নত হবে,' ডিনো মন্তব্য করছেন, 'তত সহজেই তার মৃত্যু হবে, এবং নিজের

প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রেখে যাবে না। প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞান শতকরা নব্বুই ভাগই হারিয়ে গেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর মানুষের ধ্বংসাত্মক আচরণের জন্যে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যিশুর সাত হাজার বছর আগে যারা সবগুলো সমুদ্রকে জয় করেছিল, তাদের কাছ থেকে প্রায় কিছুই আমরা পেলাম না।'

'এসো সবাই আমরা মনে মনে প্রার্থনা করি,' আন্তরিক সুরে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, 'আমাদের ভাগ্য যাতে ওদের মত না হয়।'

এক মিনিট পরে নীরবতা ভাঙল শাহানা। 'একসময় পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল। বেঁচে থাকা আমিনিসরা নিজেদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাল, জ্ঞান আহরণে উদ্বুদ্ধ করল, এবং তাদেরকে এক গুরুদায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিল—আরেকটা মহা বিপর্যয়ের কথা বলে সাবধান করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।'

'অবশেষে আমিনিসদের কপালে কী ঘটল?' জানতে চাইল রানা।

'কয়েক হাজার বছর পরের প্রজন্মের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চেম্বার তৈরি করল তারা, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত হবে যে তাদের রেখে যাওয়া মেসেজের অর্থ বের করতে কোন সমস্যা হবে না।'

'মেসেজটা কী?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'পৃথিবীর চক্কর দেয়ার পথে দ্বিতীয় ধূমকেতুর ফিরে আসা, এবং নিশ্চিত সংঘর্ষ।'

'কী করে তারা এতটা নিশ্চিত হলো যে আউটার স্পেস থেকে কিছু একটা এসে সব ধ্বংস করে দেবেই?' অ্যাডমিরাল বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'খোদাই করা লিপির সাহায্যে ব্যাপারটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা

করা হয়েছে। একই সময়ে দুটো ধূমকেতু এসেছিল,' জবাব দিচ্ছে নুমার কালোমানিক। 'একটা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে, আরেকটা পৃথিবীকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়।'

'তুমি বলতে চাইছ আমিনিসরা দ্বিতীয় ধূমকেতুর ফিরে আসার দিন-তারিখ গবেষণা করে বের করতে পেরেছিল?'

কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল শাহানা।

'আমিনিসরা শুধু সাগর জয় করেনি,' বলল কিং, 'চর্চার মাধ্যমে মহাশূন্য সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। অবিশ্বাস্য নিখুঁত ছিল তাদের নক্ষত্রের নড়াচড়া পরিমাপের পদ্ধতি। কাজটা তারা করেছে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়াই।'

'ঠিক আছে, ধরা যাক ধূমকেতুটা ফিরে আসবে,' বলল মুরল্যান্ড। 'কীভাবে বুঝল তারা, পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে আবার সেটা মহাশূন্যে ফিরে যাবে না? তাদের বিজ্ঞান কি এতটা সফিসটিকেটেড ছিল যে হিসাব করে বের করা গেছে নির্দিষ্ট একটা সময়ে ঠিক কোথায় থাকবে পৃথিবী, আর ধূমকেতুটিও ঠিক সেই সময়ে সেই জায়গায় এসে আঘাত করবে ওটাকে?'

'অবশ্যই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল শাহানা। 'কলোরাডো চেম্বারের স্টার ম্যাপের সঙ্গে এখনকার অ্যাস্ট্রনমিকাল স্টার পজিশন মিলিয়েছি আমরা। দুই সময়ের নক্ষত্র কোনটা কোথায় ছিল, ওগুলোর পজিশন কমপিউট আর কমপেয়ার করেছি। এভাবে আমরাও একটা তারিখ বের করতে পেরেছি। আমিনিস ভাবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে গেছে সেটা, ব্যবধান এক ঘণ্টারও কম।

'মিশরীয়রা একটা ডাবল ক্যালেন্ডার চালু করেছিল, আজ আমরা যেটা ব্যবহার করি তারচেয়ে অনেক জটিল। মায়ানরা হিসেব করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, ৩৬৫.২৪২০ দিনে এক বছর অ্যাটমিক ক্লক ব্যবহার করে আমাদের হিসাব বলছে: ৩৬৫.২৪২৩। তারা শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিগ্রহ কোনটা

কোথায় থাকবে তার হিসেব বের করে ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছিল। ব্যাবিলনীয়রা নক্ষত্র বৎসর নির্ধারণ করেছিল ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ১১ মিনিট। এখনকার হিসেব হলো–৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ৯ মিনিট, ৯.৬ সেকেন্ড। দুই-মিনিটেরও কম ব্যবধান।' তথ্যগুলো হজম করার জন্য খানিক সময় দিল শাহানা, তারপর আবার শুরু করল, 'আমিনিসদের হিসেবে সূর্যকে ঘিরে ঘুরে আসতে যে সময় লাগত পৃথিবীর, আর আমাদের হিসেবে যে সময় লাগে, দুটোর মধ্যে পার্থক্য এক সেকেন্ডের দশ ভাগের দুই ভাগ।'

'এখন তা হলে আমাদের সবার মনের প্রশ্নটা হলো,' সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন অ্যাডমিরাল, 'আমিনিসরা ঠিক কখন ধূমকেতুটি ফিরে আসবে বলে জানিয়েছে?'

শাহানা আর কিং শান্তভাবে দৃষ্টি বিনিময় করল। কিং-ই কথা বলল প্রথমে। 'প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখলাম দ্বিতীয় কেয়ামতের কথা শুধু আমিনিসরাই বলে যায়নি। মায়ান, হোপি ইন্ডিয়ান, ঈজিপশিয়ান, চাইনিজ ছাড়াও অনেক প্রি-ক্রিশ্চিয়ান সভ্যতা নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে বলে গেছে ওই দিন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। বিচলিত করছে যেটা, তারিখগুলো সব পরস্পরের এক বছরের মধ্যে।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয়, নাকি এক কালচার আরেক কালচারের কাছ থেকে পেয়েছে?'

'কাকতালীয় না হবারই বেশি সম্ভাবনা,' বলল কিং।

'কাদের ভবিষ্যদ্বাণী সবচেয়ে নিখুঁত বলে মনে করছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'আমিনিসদের, কারণ প্রথম মহা বিপর্যয়টা তারা দেখেছিল। তারা যে শুধু বছরটা জানিয়েছে, তা নয়, নির্দিষ্ট দিনটাও বলে গেছে।'

'কোনদিন সেটা?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

নিজের চেয়ারে খানিকটা ডুবে গেল শাহানা, যেন বাস্তবতা থেকে পালাবার চেষ্টায়।

কিং ইতস্তত করছে, পালা করে টেবিলে বসা মানুষগুলোর মুখ দেখছে। অবশেষে থেমে থেমে জবাব দিল সে, 'আমিনিসদের হিসেবে ধূমকেতুটা ফিরে এসে দুনিয়াটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কিছুদিন মানে? এ-বছরই?'

মাথা ঝাঁকাল কিং।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন অ্যাডমিরাল। 'বলো কী! তুমি বলতে চাইছ কেয়ামত আর কদিন পরেই?'

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিং। 'ইয়েস, সার। ঠিক তাই বলছি আমি।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

হারানো আটলান্টিস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

এ কি সত্যি, একেকটা জাহাজ ছয় হাজার ফুট লম্বা? সত্যি।
কিশোরী মেয়েকে নিয়ে ডক্টর শাহানা নাকি নিখোঁজ? হ্যাঁ।
আসলেই কি পৃথিবীকে ঝাঁকি দেওয়া সম্ভব? সম্ভব।
কীভাবে? খালি চোখে দেখা যায় না এমন
কোটি কোটি কাটিং মেশিন সরল একটা রেখা ধরে
রস আইস শেলফের চোদ্দশো মাইল বরফ কেটে
ফেলছে। ফলে একটা পোলার শিফট ঘটবে।
দুনিয়া হয়ে উঠবে বদ্ধ মাতাল।
এত দিক সামলাতে মাসুদ রানার নাকি কালঘাম
ছুটে যাচ্ছে? আরে, নাহ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

নৌশিন শারমিলী (লেনা)

আরামবাগ, ঢাকা।

এইমাত্র মাসুদ রানার 'বেঈমান' বইটি শেষ করে চিঠিটি লিখছি। আমি মাসুদ রানার বই ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে পড়ছি। আমি যতগুলো বই পড়েছি সব-গুলোই বুঝেছি। মাসুদ রানা এখন আমার জীবনের একটি পার্ট। আমি মাসুদ রানার বই সারাজীবন পড়ব। মাসুদ রানার প্রায় ৩০০ বই দিয়ে আমার বুক-সেলফ ভরা। মাসুদ রানার সাহসের কথা ভাবলে খুব ভাল লাগে। মাসুদ রানার 'নীল দংশন' বইটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনি আমার প্রিয় লেখক।

'সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে', আপনার কথাটি আসলে সত্যি। মাসুদের মত কারও সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে হয়। আমার একটি প্রশ্ন আছে। মাসুদ রানার প্রথম বই কোনটি?

☆প্রথম বইটির নাম 'ধ্বংস-পাহাড়'। রানা ভাল লাগে, একথা জানানোয় আপনাকে ধন্যবাদ।

মুহাম্মদ জহির রায়হান (রুবেল)

প্রযত্নে: নিউ বুকস্, সল্টগোলা, ইমান মিস্ত্রির হাট, বন্দর-৪১০০, চট্টগ্রাম।

'সেবা' দিয়ে প্রতিনিয়ত পাঠকের সেবা করে যাচ্ছেন। ভাল থাকারই কথা। আমি মাসুদ রানার বই বেশি পড়ি। রানার বইগুলোর মধ্যে 'অগ্নিপুরুষ', 'নরপিশাচ', 'মরুকন্যা', 'দুর্গম গিরি' আমার অত্যন্ত প্রিয় বই। এগুলো আমার সংগ্রহে আছে। কিন্তু নসিব খারাপ, এই বইগুলো আমি একদিন হারাতে বসেছিলাম। তার আগে আমি একটা গল্প বলি। একবার এক ভিখারীনী তার ভিক্ষার বাটিটি হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে সে তার বাটির জন্য আল্লাহর কাছে

দোয়া করতেছিল এই বলে–'হে আল্লাহ আমার বাটিটি যদি কোন মেম্বার, চেয়ারম্যান কিংবা কোন মন্ত্রী পেয়ে থাকে তবে আমার আপসোস নাই। কিন্তু যেন কোন হুজুর বা মৌলভী না পায়। তুমি রহম করো।' তার এই ফরিয়াদ শুনে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, যদি কোন হুজুর বা মৌলভী তোমার বাটিটি পায় তা হলে কী হবে। তখন সে বলে, আমার বাটিটি যদি কোন মেম্বার, চেয়ারম্যান কিংবা মন্ত্রিয়ে পায় তবে শালিশ বা মামলা করে বাটিটি পেতে পারি, কিন্তু যদি কোন হুজুর বা মৌলভী বাটিটি পায় তা হলে সে এমন ফতোয়া দেবে যার দরুণ বাটিটি তার জন্য জায়েজ করে নিয়ে নেবে। ঘটনাটি শুনেছি গ্রামের বাড়ির এক ইমাম সাহেবের কাছে। দুর্ভাগ্যবশত আমিও একবার এরকম মৌলভীর খপ্পরে পড়েছিলাম। ঘটনাটি হচ্ছে এরকম: বেশ কিছুদিনের জন্য আমাদের বাসায় এক কম বয়সের মৌলভী বেড়াতে গিয়েছিল। তার কোন কাজ না থাকায় সে মাসুদ রানার বইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। আমার কপালটা মন্দ বলতে হবে, কারণ বইগুলো তার পছন্দ হয়ে গেছে। তখন সে বইগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলো এবং ফতোয়া দিতে লাগল যে, কোন কিছু কারও কাছে চেয়ে না পেলে তার থেকে কিনে নিতে হয় তার পরেও না পেলে চুরি করা জায়েজ আছে। সুতরাং আমি বুঝে গেছি শেষমেশ বইগুলো ফতোয়ার জালে আটকা পড়ল। উপায় না দেখে শেষে দোকান থেকে বইগুলো কিনে দিলাম। পাঠক বন্ধুদের বলছি বর্তমানে এ ধরনের ফতোয়াবাজ ব্যাপক। অতএব প্রতিটি ক্ষেত্রে সাবধান, যেন তাদের ফতোয়ার জালে না পড়েন। যদি পড়ে যান তবে মাসুদ রানাকে ডাকা ছাড়া উপায় থাকবে না। আমি আপনাদের বন্ধুত্ব কামনা করছি।

★ঠিকই বলেছেন। বাংলাদেশে ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্য এখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওরা এখন আইনের মাথায় পা রাখতে চায়।

মোঃ সাজ্জাদ কবীর

মুদিপাড়া, দিনাজপুর–৫২০০

এই মাত্র রানার নতুন বই 'শয়তানের দ্বীপ' পড়া শেষ করলাম। এক কথায় এ বইটি খুবই ভাল লেগেছে। আর এর প্রচ্ছদও কাহিনীর সাথে একেবারে মানানসই হয়েছে। এজন্যে রনবীর আহমেদ বিপ্লবকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, কাজী দা, একটা প্রশ্ন রইল: আপনার জন্মদিন কবে?

আমার জন্য দোয়া করবেন।

★দোয়া রইল। ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম। জন্ম: ১৯-৭-১৯৩৬ তারিখে।

তাসজিদ আহমেদ রিজভী

বাসা-৪৬, রোড-১২, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।

রানা সিরিজের বই আমার খুবই প্রিয়। রানা সিরিজের বই পড়ার ফলে আমার মনে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

অগ্নিপুরুষ বইয়ে রানাকে সি.আই.এ-র তাড়া খেয়ে পালাতে হয়েছিল। কারণ রানা সি.আই.এ-এর মিগ-৩১ চুরি করা বানচাল করে দিয়েছিল। আলোচ্য ঘটনাটি কোন বইয়ে পাওয়া যাবে?

★ঠিক আগের বই–চারিদিকে শত্রুতে।

টুনি
উত্তরতল্লা, নারায়ণগঞ্জ

কাজীদা কেমন আছেন? নিশ্চই ভাল আছেন রানা, কাঁচা পাকা ভ্রূ আর রানার অন্যান্য বন্ধু ও সোহানাকে নিয়ে। আমি ৫০-৬০ টি বই পড়েছি রানার। আমার সংগ্রহে আছে অনেকগুলো। আর কিছু পড়েছি ধার করে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে। কাজী দা, জানেন, আমি না সোহানার একটি বইও পড়িনি। রানার বই কিনেছি সেপ্টেম্বর মাসে ১০টি। তার মধ্যে 'শয়তানের দ্বীপ' বইটি আমার কাছে অনেক ভাল লেগেছে। আচ্ছা লোলির নাক কি প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে? হলেই ভাল।

★রানা কথা দিলে আপ্রাণ চেষ্টা করে সে-কথা রাখার।

কুয়াশা, মোবাইল ০১৭৭৩৪৬৪৯৮
ইমেইল: Kuasha101@cellmail.net

মাসুদ রানা সিরিজের অতুলনীয়, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বই হচ্ছে 'অগ্নিপুরুষ'। যে সব পাঠক 'অগ্নিপুরুষ' পড়েননি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না অগ্নিপুরুষ কি ধরনের বই। শেষে মাসুদ রানাকে আপনি কবর দিয়ে দেন। এবং কিছু পাঠক বিষয়টি বুঝতে না পেরে আপনাকে প্রশ্ন করেন। আপনি উত্তর দিলেন, 'মাফিয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাহাত খানের বুদ্ধি এটা।' এবং এই কথায় আমার ধাঁধা লেগে যায়। কারণ রানা তো মাফিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলে, তাই না? তা হলে কবর দেওয়ার অভিনয় কেন?

বি.দ্র. অনেকে মো.না. এবং ইমেইল জানতে চেয়েছেন। তাই ঠিকানা ওগুলোই দিলাম।

★মাফিয়া বিভিন্ন ডনের নেতৃত্বাধীন আলাদা আলাদা কয়েকটা সন্ত্রাসী সংগঠন। একে কখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায় না। এক নেতা পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে নেতৃত্ব চলে যায় পরেরজনের হাতে। লুবনার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ওদের কয়েকটা গ্রুপের ডন বা চিফকে হত্যা করেছিল রানা। সেই সঙ্গে খুন হয়েছিল মাফিয়ার আরও অনেক লোক।

রানার ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা নেতৃত্ব পেল, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা রানাকে খুঁজবে না?

মোঃ ওমর ফারুক
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

কাজীদা, শুরুতেই আমার সালাম এবং ভালবাসা নিবেন। রানা'র 'বিষচক্র', 'মরুকন্যা' ও 'রেড ড্রাগন'এর কাহিনীতে নতুনত্ব আছে।

কাজীদা, আমি রানার 'অগ্নিপুরুষ' বইটি আজও পেলাম না। পড়ার জন্য পাগল হয়ে আছি। আপনাদের স্টকে কি আছে? যদি থাকে তা হলে কী করে পেতে পারি? বইটি খুবই দরকার, প্লীজ। আমি সেবার রানা সিরিজের গ্রাহক। আমার গ্রাহক নং ঘক-১১২।

★গ্রাহকরা কেবল সদ্য প্রকাশিত বইগুলো পান। পুরনো বই পেতে চাইলে মানি অর্ডার করে বিশ টাকা পাঠান, যে-বই চাইবেন সেটা আপনার ঠিকানায় ভিপিপি ডাক যোগে পৌঁছে যাবে।

নকল বই

কিছু দুর্বৃত্ত সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের বই বে-আইনীভাবে নিজেরা প্রকাশ করে বাজারে ছেড়েছে। বাইরের চেহারা কিছুটা সেবা/প্রজাপতির বইয়ের মত হলেও এসব বইয়ের মলাটের ভিতর রয়েছে অনেক গোলমাল।

কোয়ান্টাম মেথড বইটির আসল-নকলের তফাত:

১. আসল বই দামি অফসেট কাগজে ছাপা–নকল বইয়ে সস্তা দরের কাগজ ব্যবহার করছে।

২. আসল বইয়ে অফসেট মেশিনের ছাপা ঝকঝকে দেখাবে–নকল বই মনে হবে ফটোকপির মত ঝাপসা।

৩. আসল বইয়ের ছবিগুলোর ছাপা স্পষ্ট ও পরিষ্কার–নকল বইয়ের ছবি ঝাপসা, অস্পষ্ট।

৪. আসল বইয়ে বিষয়বস্তুর পুরোটা পাবেন–নকল বইয়ের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা এক হলেও কোন কোন পৃষ্ঠা এমনকী কোন কোন পরিচ্ছেদও কম পেতে পারেন।

৫. বাঁধাই লক্ষ করুন। আসল বই অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে নিখুঁত ভাঁজাই ও সেলাই করা হয়–নকল বইয়ের পাতা উল্টালেই দেখতে পাবেন ভাঁজাই ও সেলাইয়ের খুঁত।

আমরা এই পাইরেসির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। পাঠক ও বিক্রেতাদের নিকট অনুরোধ: দয়া করে নকল বইসহ আইন প্রয়োগকারী কোনও সংস্থার হাতে ধরা পড়ে নিজের মান-সম্মান খোয়াবেন না।

যাঁরা কম দামে 'কোয়ান্টাম মেথড' বইটি কিনতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য সুখবর: বইটি পেপারব্যাকেও প্রকাশ করা হয়েছে। দাম মাত্র সাতচল্লিশ টাকা। এখন পাইরেটেড বইয়ের চেয়ে আইনসম্মত বই-ই কম দামে পাবেন।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৪/১১/০৫ বাথান ১+২ **(ওয়েস্টার্ন ভলিউম)** **রওশন জামিল**

বিষয়: হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়া। এক নতুন বন্ধুর সুপারিশে চাকরি নিল ওয়াই যেড বাথানে। ওদের তখন দুর্দিন যাচ্ছে। হরদম ছিনতাই হচ্ছে গরু। ফোরম্যান ব্লেইন মনে করে কাজটা ইন্ডিয়ানদের কিন্তু মালিক বুড়ো সায়মন তা মানতে নারাজ কর্টেযও তার সঙ্গে একমত। রহস্যভেদের দায়িত্ব পড়ল ওর উপর। অল্পের জন্য একবার প্রাণে বেঁচে গেল সে। ওদিকে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রিয়দর্শিনী নরিন পিটার, বাথান মালিকের একমাত্র কন্যা। শত্রুর পরিচয় জেনেছে হুয়ান কর্টেয। বিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাল সে। টের পেল না ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে–গরু চুরি আর সায়মনকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেয়া হলো ওকে…ওদিকে নরিন বন্দী নাটের গুরু জো টারম্যানের হাতে। এরপর?

২৪/১১/০৫ প্রেতশক্তি+পিশাচ দেবতা **(পিশাচ কাহিনী ভলিউম)** **তাহের শামসুদ্দীন/অনীশ দাস অপু**

আরও আসছে

২৮/১১/০৫ রহস্যপত্রিকা	(২২ বর্ষ ২ সংখ্যা)	ডিসেম্বর, ২০০৫
৫/১২/০৫ অগ্নিগিরি অভিযান	(তিন গোয়েন্দা)	শামসুদ্দীন নওয়াব
৫/১২/০৫ অশরীরী আতঙ্ক	(পিশাচ কাহিনী)	অনীশ দাস অপু সম্পাদিত
১২/১২/০৫ নরকে	(ওয়েস্টার্ন)	গোলাম মাওলা নঈম
১২/১২/০৫ প্রতিপক্ষ+দখল	(ওয়েস্টার্ন ভলিউম)	শওকত হোসেন
১৯/১২/০৫ হারানো আটলান্টিস-২	(রানা ৩৫৮)	কাজী আনোয়ার হোসেন
১৯/১২/০৫ টপ সিক্রেট ১+২	(রানা রিপ্রিন্ট)	কাজী আনোয়ার হোসেন